পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 280 Wednesday, 10 September, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৮০ সংখ্যা ❋ ২৪ ভাদ্র ১৪৩২, বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

নেপালে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের বড় বার্তা বিদেশমন্ত্রকের

নয়াদিল্লি ও কাঠমান্ডু, ৯ সেপ্টেম্বরঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারির প্রতিবাদে জ্বলছে নেপাল। পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। রাজধানী কাঠমান্ডু ছাড়াও নেপালের বিভিন্ন অংশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। এই সংঘর্ষের আবহে নেপালে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের জন্য বড় বার্তা দিল ভারতের বিদেশমন্ত্রক। নেপালের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত সরকার। বিদেশমন্ত্রকের তরফে এক বার্তায় বলা হয়েছে, গতকাল থেকেই নেপালের পরিস্থিতির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছি আমরা। বেশ কয়েকজন তরুণের প্রাণহানির ঘটনায় আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা জানাই। সংঘর্ষে আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। নেপাল ভারতের প্রতিবেশী এবং বন্ধু দেশ।

নিজেদের বার্তায় সেকথা উল্লেখ করে সব পক্ষকে সংযম প্রদর্শনের আবেদন জানিয়ে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে মতপার্থক্য দূর করার আহ্বান জানিয়েছে ভারত। কাঠমান্ডু-সহ একাধিক জায়গায় ফের কারফিউ জারি করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নেপালে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছে বিদেশমন্ত্রক। একইসঙ্গে স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশিকা মেনে চলতে বলা হয়েছে পড়শি দেশে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের। প্রসঙ্গত, গতকাল থেকে ক্রমশ উত্তেজনা বেড়েছে নেপালে। সংসদ ভবনের সামনে রাস্তা সম্পূর্ণ ভাবে দখল নিয়েছে বিদ্রোহীরা। সেনার থেকে কেড়ে নিয়েছে বন্দুক। তুলে নিয়েছে নিজেদের হাতে। নেপালের প্রেসিডেন্টের বাসভবনও দখল নিয়েছে বিক্ষোভকারীরা। এদিকে, নেপাল-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে বিশেষ নজরদারি চলছে। দার্জিলিঙের পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলেছেন খোদ ডিজি রাজীব কুমার। নজর রয়েছে পানিট্যাঙ্কি এলাকাতেও। কোনওভাবেই যেন অশান্তি বিধ্বস্ত নেপাল থেকে এই দিকে উন্মত্ত জনতা ঢুকে না পড়ে, সেই কথা মাথায় রেখেই তৎপরতা বেড়েছে ইন্দো-নেপাল সীমান্তে।

পদ না হলেও চলবে, টিকিট চাই! ভোটের আগে আটকে বিজেপির রাজ্য কমিটি গঠন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আর মাত্র কয়েকমাস বাকি। তার আগে টানাপড়েনে আটকে গেল বিজেপির রাজ্য কমিটি গঠন। সংগঠনের পদ নাকি বিধানসভার প্রার্থীপদ! এই জটেই আটকে কমিটি গঠন। একদিকে ঘর গুছোতে শুরু শমীক ভট্টাচার্যেরও। সেখানেই জট বেঁধেছে কমিটি গঠনে। সূত্রের খবর, সংগঠনের পদ পাওয়ার তুলনায় ভোটে লড়ার আগ্রহই বেশি বেশিরভাগ বঙ্গ বিজেপির নেতা-কর্মীর। অনেকে চাইছেন, সংগঠনে থাকলেও ভোটে লড়তে দেওয়া হোক তাঁদের। এদিকে, বনশলদের

করেছে তৃণমূল। রাজ্যস্তরের কমিটি তৈরি ইতিমধ্যেই শেষ করেছে তারা। প্রতিপক্ষ বিজেপির রাজ্য কমিটি কবে গঠন হবে! তা নিয়েই তৈরি হয়েছে সংশয়। অতি দ্রুত কমিটি গঠন করতে চা বঙ্গ বিজেপি। পুজোর আগে কি কমিটি গঠন হবে? স্পষ্ট জবাব মিলছে না এখনও। বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতারা বলছেন, অতি দ্রুত হবে কমিটি ঘোষণা। রাজ্য বিজেপির কোনও নেতা সামনে এসে এই বিষয়ে মুখ না খুললেও সূত্রের খবর, সুনীল বনশল যা চাইছেন, তাতেই এই জটিলতা তৈরি হয়েছে। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা এ রাজ্যের বিজেপির পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল চাইছেন, যাঁরা সংগঠনের পদে থাকবেন, তাঁরা কেউ ভোটে লড়বেন না। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সহ বিভিন্ন পদ থেকে। রাজ্য পর্যায়েও সেই পথেই হাঁটতে চান বনশল। একই মত রাজ্য বিজেপির সভাপতি যুক্তি, বিধানসভা ভোট আর বেশিদিন বাকি নেই, ফলে ভোটের অনেক কাজ থাকে সংগঠনের পদাধিকারীর। তার পক্ষে সেই সব কাজ সামলে নিজের কেন্দ্রে সময় দেওয়া বেশ কঠিন হবে। তাই পদাধিকারী আর প্রার্থী আলাদা হওয়া উচিত বলে মনে করেন তাঁরা। এছাড়া আরও একটি যুক্তি হল, এত মানুষ এখন বিজেপির সঙ্গে রয়েছেন যে ফলে সবাইকে প্রাপ্য মর্যাদার সঙ্গে সুযোগ করে দিতে হবে। এক ব্যক্তিকে দুটি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হলে অনেক যোগ্য ব্যক্তিকে বাইরে রাখতে হবে বলেই মনে করছে শীর্ষ নেতৃত্ব। রাজ্য বিজেপির তরফে কোনও নেতা এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলছেন না। তাঁদের বক্তব্য, এটা সম্পূর্ণ দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এখন দেখার পদাধিকারী নাকি প্রার্থী! এই দ্বন্দ্ব কাটিয়ে কবে রাজ্য কমিটি ঘোষণা করে বঙ্গ বিজেপি।

‘ভোটার কার্ডও গণ্য হওয়া উচিত এসআইআর-এ’

অবস্থান স্পষ্ট করে বললেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ উত্তরবঙ্গে রওনা হওয়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এসআইআর নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করলেন মমতা। সোমবারই সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, আধার কার্ডও এসআফআরের ক্ষেত্রে পরিচয়পত্র হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি দাবি করলেন এ ক্ষেত্রে এপিক কার্ড বা ভোটার কার্ডও গণ্য করা উচিত। তবে তিনি যে এসআইআর-এর বিরোধিতা করছেন, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটার তালিকা নিবিড় পরিমার্জন নিয়ে আগেও সরব হয়েছেন। তিনি বারবার বলেছেন, কোনও ভোটারের নাম বাদ পড়তে দেবেন না তিনি। আর এবার তিনি জানালেন এসআইআর নিয়ে ইন্ডিয়া জোটের অবস্থানই তাঁর অবস্থান। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, “২ দিনের জন্য উত্তর বঙ্গ যাচ্ছি, ডিএম-দের সাথে মিটিং আছে উন্নয়ন নিয়ে, পাটটা বিলি করব, আগামীকাল জলপাইগুড়ি যাব, নেপাল আমার দেশ নয়, এটা বিদেশী রাষ্ট্র,এই ব্যাপারে কথা বলতে পারি না, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ কে ভালো বাসি, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের কিছু বললে বলতে পারি, কেন্দ্রীয় সরকার দেখছে, আমার অনুরোধ থাকছে বর্ডার এলাকা নজর রাখুন, কোনও গন্ডগোল জড়িয়ে পড়বেন না, শান্তি

ফিরে আসুক, অমারা মনে করি পাড়া প্রতিবেশী ভালো থাকলে আমরা ভালো থাকবো।” মমতা এদিন আরও বলেন, “এটা ২-৩ মাসে হয় না, এটা করতে সময় লাগে ২-৩ বছর। যাদের আধার কার্ড নেই তারা বানিয়ে নেবেন।” এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন ভারত সরকার যতক্ষণ না পর্যন্ত কোনও বিবৃতি দিচ্ছে, তখন নেপাল নিয়ে কোনও মন্তব্য করবেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে উত্তরবঙ্গ যাওয়ার আগে নিজের রাজ্যে সীমান্তবর্তী এলাকার জন্য বিশেষ পরামর্শ দিয়ে গেলেন তিনি। মমতা বলেন, “নেপাল আমাদের দেশ নয়। বিদেশ। আমি কোনওমতেই বিদেশের পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করতে পারি না। গোটা বিষয়টিতে ভারত সরকার নজর রেখেছে। আমি বলতে পারি না। তবে আমরা নেপাল ভালবাসি, ভালবাসি, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশকেও।” নেপালের পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “যখন ভারত সরকার এই নিয়ে কোনও বিবৃতি দেবে, তারপরই আমি কিছু বলতে পারি। আমার শুধু আবেদন থাকবে, শিলিগুড়ি, কালিম্পং, আমাদের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বর্ডার রয়েছে, সবাইকে শান্তি বজায় রাখতে। কেউ যাতে কোনও সমস্যায় জড়িয়ে না পড়েন। যেহেতু এটা আমাদের ব্যাপার নয়। তারা তাদেরটা ঠিক করুক। প্রতিবেশী ভাল থাকলে, আমরাও ভাল থাকি।” উল্লেখ্য, দুর্নীতির বিরুদ্ধে নেপালে ফুঁসছে জনসমাজ। বাংলাদেশ মডেলেই নেপালে এই মুহূর্তে চলছে পালাবদল। ওসি সরকারের বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থান। বাংলাদেশের পরিস্থিতির যেন পুনরাবৃত্তি নেপালেও। কারণ সেখানেই বিক্ষোভের মুখে পড়ে দেশ ছাড়তে পারেন ওলি। জল্পনা তুঙ্গে। ইতিমধ্যেই গণবিক্ষোভ, প্রবল চাপের মুখে পড়ে ইস্তফা দিয়েছেন ওলি। ওলি সরকারে ১১ জন মন্ত্রীও ইস্তফা দিয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খাচ্ছে পুলিশ। চলছে গুলি। সংসদে ভবনে আগুন ধরিয়েছেন উন্মত্ত জনতা। ইতিমধ্যেই পুলিশের গুলিতে ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। ইতিমধ্যেই নেপালের পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পানিট্যাঙ্কি, কাকড়ভিটার বাড়তি নজরদারি চলছে। দার্জিলিঙের এসপি-র সঙ্গে কথা বলেছেন ডিজি।

নেই প্রয়োজনীয় নথি, বাংলার সীমান্তবর্তী জেলার ভূর ভূরি আবেদন বাতিল করল কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্যে এসআইআর-এর আগে ভোটের তালিকা নিয়ে সতর্ক নির্বাচন কমিশন। মার্চ থেকে মে তিন মাসে কমিশনের কাছে জমা পড়েছে নতুন ভোটারের বিপুল আবেদন। এসআইআর হবে, এই আশঙ্কায় অনেকেই ফর্ম ৬ ও ফর্ম ৮- এ আবেদন করছিলেন। ফর্ম ৬ হচ্ছে নতুন আবেদন ও ফর্ম ৮ হচ্ছে নতুন আবেদন। কিন্তু সবথেকে উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় হল, এত ভূরি ভূরি আবেদন জমা পড়ছে বটে, তবে তার মধ্যেও ঠিক নথি জমা দিতে না পারায়, আবেদন বাতিলও হচ্ছে ভূরি ভূরি। জানা গিয়েছে,

মার্চ থেকে মে মাসে নতুন ভোটারের আবেদনের ৫০ শতাংশের বেশি বাতিল করেছে কমিশন। মোট ২ লক্ষ ৩৩ হাজার আবেদনপত্র এসেছিল। সেখান থেকে ১ লক্ষ ১৬ হাজার আবেদনপত্র বাতিল করেছে কমিশন। আর এক্ষেত্রে আবেদন বেশি এসেছে বাংলার সীমান্তবর্তী জেলা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও দুই ২৪ পরগনা থেকে। কিন্তু কেবল মুর্শিদাবাদ থেকে ৩০ হাজার আবেদনপত্র বাতিল হয়েছে। দুই ২৪ পরগনা থেকে ২০ ও ২৫ হাজার আবেদনপত্র বাতিল করেছে কমিশন। নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য, ফর্মে বেশ কয়েকটি কলাম দেওয়া হয়েছে, কয়েকটি নথিও চাওয়া হয়েছে। সেই সবগুলিকে অবশ্যইভাবে পূরণ করতে হবে। ফর্মপূরণে কোথাও কোনও খামতি, কোনও কলাম ফাঁকা থেকে গেলে, সেই আবেদনপত্র বাতিল করা হচ্ছে। কয়েক বছর আগেও দেখা যেত, অনলাইনে ভোটার কার্ডের আবেদন করা হলে, কার্ড বাড়িতে পৌঁছে যেত। কিন্তু এখন প্রত্যেকটি আবেদন পিছু হেয়ারিং করা হচ্ছে। হেয়ারিংয়ে দুপক্ষের বক্তব্য শোনা যাচ্ছে। জানা যাচ্ছে, কমিশনের কাছে এমন এক লক্ষ আবেদন পড়ে রয়েছে, যেগুলির হেয়ারিং করা সম্ভব হয়নি। কমিশন সূত্রে খবর, জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত জমা পড়েছে ১০ লক্ষ আবেদন। তার মধ্যে ৩৪ শতাংশ আবেদনে সিলমোহর দিয়েছে কমিশন। বুধবারই সিইও-দের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন সিইসি। মাত্র তিন মাসে এক লক্ষেরও বেশি আবেদনপত্র বাতিল হওয়ায়, বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এসআইআর আবহে কমিশন একেবারে ছাঁকনি দিয়ে মেপে মেপে নিচ্ছে সমস্ত বিষয়গুলো।

ধনখড়ের উত্তরসূরি সিপি রাধাকৃষ্ণণ

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে হারালেন ইন্ডি জোটের প্রার্থীকে

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বরঃ প্রত্যাশামতোই ফল হল। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিতলেন এনডিএ প্রার্থী সিপি রাধাকৃষ্ণণ। দেশের ১৫তম উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। হারালেন ইন্ডি জোটের প্রার্থী বি সুদর্শন রেড্ডিকে। এদিন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর রাধাকৃষ্ণণকে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এদিন লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদরা ভোট দেন। ভোটগ্রহণ শেষে গণনা শুরু হয়। রিটার্নিং অফিসার পিসি মোদি ফল ঘোষণা করেন। তিনি জানান, এনডিএ প্রার্থী রাধাকৃষ্ণণ পেয়েছেন ৪৫২ ভোট। আর ইন্ডি জোটের প্রার্থী সুদর্শন রেড্ডি ৩০০ ভোট পেয়েছেন। গত ২১ জুলাই সংসদের সদ্য সমাপ্ত বাদল অধিবেশনের প্রথম দিন আচমকা উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে ইস্তফা দেন জগদীপ ধনখড়। তাঁর এই সিদ্ধান্তের পিছনে শারীরিক অসুস্থতার কথা জানান। এরপর গত ১৭ আগস্ট মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণণকে এনডিএ প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেইসময় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা বিরোধী দলগুলির কাছে রাধাকৃষ্ণণ সমর্থনের আবেদন জানিয়েছিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে যাতে রাধাকৃষ্ণণ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, সেই চেষ্টা করেন বিজেপি নেতারা। তবে বিজেপির সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুদর্শন রেড্ডিকে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নেন ইন্ডি জোটের নেতারা। এদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হয়। কংগ্রেস জানায়, ৩১৫ জন বিরোধী সাংসদ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন।

বাংলায় জারি কমলা সতর্কতা, পুজোর আগেই বড় খেলা দেখাবে আবহাওয়া

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ আলিপুর আবহাওয়া অফিস আগেই পূর্বাভাস দিয়েছিল, মঙ্গলবার থেকে বদলে যাবে আবহওয়ার পরিস্থিতি। ভ্যাপসা গরম থেকে মিলবে মুক্তি। দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। তবে উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। আলিপুর আবহাওয়া অফিস বলছে, মঙ্গল ও বুধবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে উত্তরবঙ্গে। জারি হয়েছে কমলা গতিবেগে বইবে দমকা হাওয়া। বৃহস্পতিবার থেকে বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ। ফলে এই সময় যাঁরা উত্তরবঙ্গে ঘুরতে যাচ্ছেন বা পাহাড় ঘোরার প্ল্যান করছেন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেই সেখানে যাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে উত্তরে বৃষ্টি ভেসে গেলেও দক্ষিণেও বৃষ্টি হবে। কিন্তু ভাসাবে না। কারণ, দক্ষিণবঙ্গের জন্য কোনও সতর্কতা জারি করেনি হাওয়া অফিস। তবে এখানে কলকাতা-সহ দক্ষিণের জেলাগুলির জন্য বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির

সতর্কতা। পাশাপাশি বুধবার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা। হাওয়া অফিস এও পূর্বাভাস দিয়েছে, দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহারে ভারী বৃষ্টি হবে। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এদিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। সর্বোচ্চ আদ্রতা তাকবে ৮৯ শতাংশ। সর্বনিম্ন আদ্রতা থাকবে ৬৬ শতাংশ।

মিলবে জেলবন্দিদের হাতে তৈরি এগরোল, চাউমিন, চপ! বড় উদ্যোগ রাজ্যে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ বন্দিদের হাতে তৈরি এগরোল, চাউমিন, আলুর চপ, সিঙাড়া খেতে পাবেন শীঘ্রই। পশ্চিমবঙ্গের সব বন্দিদের জন্য এমনই উদ্যোগ নেওয়া হল রাজ্যে। আপাতত বন্দিদের তৈরি খাবার পাওয়া যাবে প্রেসিডেন্সি জেল বা সংশোধনাগার চত্বরে। মঙ্গলবার প্রেসিডেন্সি জেলের পাঁচিলে শুরু হল ‘অভিন্ন’। এছাড়াও সেখানে পাওয়া যাবে বন্দিদের হাতে তৈরি নানা সামগ্রী। জানা যাচ্ছে, খাবার ছাড়াও অভিন্ন-তে মিলবে মুড়ি, হোয়াইট ফিনাইল, সর্ষের তেল, নানা বিস্কুট, কুকিজ ইত্যাদি। শুধু রোল-চাউমিন নয়, কখনও কখনও মিলতে পারে বিরিয়ানিও। সেখানে বিক্রির কাজেও যুক্ত থাকবেন বন্দিরা। প্রেসিডেন্সি জেলের ক্যান্টিনে বর্তমানে ১৪ জন বন্দি কর্মরত রয়েছেন। তাঁদের হাতেই এবার তৈরি হবে নানারকমের ‘স্ন্যাকস’। এই পুরো কাজে সহাযতা করবে ‘জঙ্গলমহল উদ্যোগ’ নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ‘অভিন্ন’ নামটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া। লেখার হরফও ঠিক করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই আলিপুর মহিলা সংশোধনগারে এই ‘অভিন্ন’ কাউন্টারের উদ্বোধন হয়েছে। সেখানেও জেলের ভিতর থেকে কাউন্টার তৈরি করা হয়েছে, যেখানে থেকে কিনতে পারবেন আমজনতা। রাজ্যের ৬১টি জেলেই বন্দিদের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী মিলবে এই অভিন্ন কাউন্টার থেকেই। কলকাতার পর সিউড়ি জেলে এই কাউন্টার খোলা হবে। তারপর ঝাড়গ্রাম, দমদম সব জায়গাতেই পাওয়া যাবে বন্দিদের তৈরি এই খাবার। বিভিন্ন জেলে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করেন বন্দিরা। সেগুলোই মিলবে এই ‘অভিন্ন’ থেকে। গোটা রাজ্যেই কারা দফতরের সঙ্গে যৌথভাবে এই কাজ করছে জঙ্গলমহল উদ্যোগ।

নেপালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীকে পুড়িয়ে খুন! বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল প্রতিবাদীরা

কাঠমান্ডু, ৯ সেপ্টেম্বরঃ নেপালের অশান্ত পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নিল। মঙ্গলবার কাঠমান্ডুর দাল্লু এলাকায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঝালানাথ খানালের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় বিক্ষোভকারীরা। সেই অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারালেন তাঁর স্ত্রী রাজ্যলক্ষ্মী চিত্রকার। পরিবারের সূত্রে খবর, বাড়িতে আগুন লাগার সময় রাজ্যলক্ষ্মী চিত্রকার ভিতরে আটকে পড়েন। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে তাঁকে কির্তিপুর বার্ন হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁর প্রাণ ফেরাতে ব্যর্থ হন। নেপালজুড়ে তীব্র বিক্ষোভ চলছে সরকারের বিরুদ্ধে। সামাজিক মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞাকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া এই আন্দোলন এখন রাজপথে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগে রূপ নিয়েছে। এর আগেও প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী সহ একাধিক প্রভাবশালী নেতার বাড়ি ও সংসদ ভবনে হামলার খবর পাওয়া গেছে। রাজধানীর বুকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের এই মর্মান্তিক মৃত্যু নেপালের রাজনৈতিক অস্থিরতাকে আরও জটিল করে তুলল। এর আগে বিভিন্ন ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে, নেপালের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী বিষ্ণু খেয়েছেন আন্দোলনকারীদের হাতে। যদিও কোনও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা। শুধু তাই নয়, নেপালের বিভিন্ন প্রান্তে

পৌডেলকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে তাড়া করেন একদল বিক্ষোভকারী। ফেলে পেটানো হচ্ছে তাঁকে। দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবা এবং বিদেশমন্ত্রী আরজু রানাও মার নেতা-মন্ত্রীদের বাড়িতে আগুন লাগানোর পাশাপাশি আগুন ধরানো হয়েছে নেপালের সংসদ ভবনেও। এই অবস্থায় পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে নেপাল সেনা। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে সেনার তরফে জানানো হয়েছে, প্রাণহানি এবং সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষতিতে তারা গভীরভাবে মর্মাহত। নিহতদের পরিবারকে সমবেদনা ও আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছে সেনা। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, নেপালের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং জনগণের নিরাপত্তা রক্ষায় সংবিধান অনুযায়ী দায়িত্ব পালনে সেনা সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একই সঙ্গে বিশেষত তরুণ প্রজন্মকে আহ্বান জানানো হয়েছে- এই সঙ্কটের সময়ে শান্তি, সামাজিক সম্প্রীতি এবং জাতীয় ঐক্য বজায় রাখতে তারা যেন গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে। সোমবার সকাল থেকে শুরু হওয়া প্রতিবাদ রাতের মধ্যে ভয়াবহ রূপ নেয়। সেনা ও পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন এখনও পর্যন্ত ২২ জন, আহত হন ৩০০-র বেশি। প্রবল চাপের মুখে সোমবার গভীর রাতেই সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু তাতেও আন্দোলন স্তিমিত হয়নি।

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আত্মবিশ্বাসী বি সুদর্শন রেড্ডি, সংবিধানের জন্য লড়াই অব্যাহত থাকবে

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বরঃউপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ময়দানে বিরোধী জোট ইন্ডি-র প্রার্থী বি সুদর্শন রেড্ডি নিজের জয়কে ঘিরে প্রকাশ্যে আত্মবিশ্বাসী। মঙ্গলবার এক সাক্ষাৎকারে রেড্ডি বলেছেন, আমি জয় নিয়ে খুবই আত্মবিশ্বাসী। আমাদের লক্ষ্য শুধু জয় নয়, বরং সংবিধান রক্ষা করা। এই লড়াই চলতে থাকবে। তার মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই আলোচনা সৃষ্টি করেছে, কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং দলের অবস্থান নিয়ে ভোটের ফলাফলের ওপর নজর রাখা হয়েছে।আত্মবিশ্বাসী মনোভাবরেড্ডি বলেন, তিনি জনগণের বিবেকে জাগ্রত করার চেষ্টা করছেন। আমি বলিনি ক্রস ভোটিং হবে। আমি জানি না ক্রস ভোটিং কি,-এই মন্তব্যে স্পষ্ট হয় যে তাঁর মনোভাব সম্পূর্ণ নিয়মিত এবং সংবিধান সম্মত প্রক্রিয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিরোধী শিবিরের নেতা হিসেবে তিনি বলেছেন, এই নির্বাচনে শুধু জিততেই নয়, দেশের সংবিধান রক্ষার লড়াই অব্যাহত রাখতে চান।নির্বাচনের প্রেক্ষাপটউপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রেড্ডির প্রতিপক্ষ হলেন এনডিএ মনোনীত প্রার্থী মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল সি পি রাধাকৃষ্ণণ। দেশের সংসদ সদস্যরা ভোটের মাধ্যমে এই নির্বাচন পরিচালনা করছেন। যদিও বিআরএস, বিজেডি ও শিরোমণি অকালি দল ভোটদান থেকে বিরত থাকায় সংখ্যার সমীকরণ কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে, তবুও ভোটগ্রহণ এবং ফলাফলের দিকে দেশজুড়ে নজর রয়েছে।সংবিধান রক্ষার বার্তাসুদর্শন রেড্ডি তার আত্মবিশ্বাসের পাশাপাশি বার্তা দিয়েছেন যে, ভোটের মাধ্যমে শুধু প্রার্থী নির্বাচিত হওয়া নয়, দেশের সংবিধান রক্ষা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত করাই তার মূল লক্ষ্য। এই দিক থেকে রেড্ডি একধরনের নৈতিক ও রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন, যা ভবিষ্যতের আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে।বিশ্লেষক মন্তব্যরাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রেড্ডির আত্মবিশ্বাস এবং সংবিধান রক্ষার বার্তা বিরোধী জোটের এক দৃঢ় অবস্থান প্রকাশ করছে। তার বক্তব্যে স্পষ্ট যে, শুধু জয় নয়, দেশের সংবিধান এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই তিনি মাঠে নেমেছেন। এই মনোভাব ভোটের ফলাফলের প্রভাবকে সরাসরি ছুঁতে পারে না, তবে রাজনৈতিক সমীকরণ ও জনমতকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ।উপসংহারউপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মঞ্চে বি সুদর্শন রেড্ডি শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না, বরং দেশের সংবিধান রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। তাঁর আত্মবিশ্বাসী মনোভাব এবং নীতিনিষ্ঠ বক্তব্য প্রমাণ করছে, এই নির্বাচনে জয় বা পরাজয় কেবল সংখ্যার খেলাই নয় এটি দেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সংবিধান রক্ষার এক নতুন বার্তা। দেশের রাজনৈতিক মহলে এখন নজর কেন্দ্রীভূত রয়েছে-সুদর্শন রেড্ডি কি সত্যিই এই লড়াইয়ে সফল হবেন, নাকি ফলাফলের মাধ্যমে অন্য রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হবে।

তুর্কি ক্লাবের হয়ে কোচিংয়ে ফিরছেন জিদান

ইস্তাম্বুল, ৯ সেপ্টেম্বরঃরিয়াল মাদ্রিদের কোচের দায়িত্ব ছাড়ার পর ফরাসি কিংবদন্তি জিনেদিন জিদানকে কোচিং এ দেখা যায়নি। চার বছর ধরে তিনি এই দৃশ্যপটের বাইরে ছিলেন। তবে, জিদান আবার কোচিং এর দায়িত্বে ফিরছেন। তিনি ফেনেরবাচের প্রাক্তন কোচ জোস মরিনিয়োর জায়গায় কোচের দায়িত্ব নিতে চলেছেন বলে জানা গেছে।উল্লেখ্য,চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ালিফায়ারের প্লে-অফে বেনফিকার কাছে হেরে যাওয়ায় জোসে মরিনিয়ো চাকরি হারিয়েছেন। আর তাঁর জায়গায় ফেনেরবাচের নতুন কোচ হিসেবেই জিদানের প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে। তুর্কি গণমাধ্যমের সূত্রে জানা গেছে , এই ফরাসি কিংবদন্তির সঙ্গে প্রাথমিক চুক্তিতে পৌঁছেছে ফেনেরবাচ। জিদান নীতিগতভাবে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন বলে জানিয়েছে তুরস্কের গণমাধ্যমগুলো। বর্তমানে

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

নেপালের অস্থির পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর ভারতের, শান্তিপূর্ণ আলোচনার আহ্বান দিল্লির

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বরঃনেপালে চলতে থাকা তীব্র অস্থিরতা ও সংঘাতময় পরিস্থিতির দিকে নিবিড় দৃষ্টি রাখছে ভারত। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে এবং দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক সম্পর্কের সূত্র ধরে নয়াদিল্লি নেপালের প্রতিটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সাম্প্রতিক কয়েক দিনে কাঠমান্ডুসহ একাধিক শহরে বিক্ষোভ, সেনা গুলি চালনা ও মৃত্যুর ঘটনা গোটা অঞ্চলে এক অস্থির আবহ তৈরি করেছে। এই প্রেক্ষাপটে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রক স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে-হিংসার পথে না গিয়ে শান্তিপূর্ণ সংলাপ ও আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করুক নেপাল। নিহতদের পরিবারকে গভীর সমবেদনা জানিয়েছে ভারত এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনাও করেছে।বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্রের তরফে মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আমরা গতকাল থেকে নেপালের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। বহু প্রাণহানির ঘটনা আমাদের ব্যথিত করেছে। নিহতদের পরিবারদের প্রতি আমরা সমবেদনা জানাচ্ছি। পাশাপাশি আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন, এটাই আমাদের আন্তরিক কামনা। একইসঙ্গে ভারত সরকারের তরফে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে, নেপালের রাজনৈতিক দলগুলি, প্রশাসন ও জনগণ সকলেই এই জটিল পরিস্থিতি সামলাতে সংযমী ভূমিকা নেবেন। হিংসার আগুনে না ঘি ঢেলে বরং সংলাপের মাধ্যমে অচলাবস্থার অবসান ঘটাবেন, এটিই ভারতের মূল বার্তা।প্রতিবেশী বন্ধুত্বের বার্তাভারত ও নেপালের সম্পর্ক বহু পুরোনো। ভৌগোলিক নৈকট্য, সাংস্কৃতিক মিল এবং ধর্মীয় সেতুবন্ধন দুই দেশের মানুষকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। তাই নেপালে কোনও রাজনৈতিক টানাপোড়েন বা সামাজিক অস্থিরতা দেখা দিলেই ভারতের কূটনৈতিক মহল তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে। গত কয়েক দিন ধরে নেপালের বিভিন্ন শহরে যে রক্তক্ষয়ী বিক্ষোভ হয়েছে, তাতে মৃতের সংখ্যা বেড়েছে। পরিস্থিতি সামলাতে নেপাল সরকার ইতিমধ্যে একাধিক শহরে কারফিউ জারি করেছে। সেই প্রসঙ্গেও ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের বার্তা স্পষ্ট-ভারতীয় নাগরিকদের যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং নেপালি কর্তৃপক্ষের জারি করা নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে।ভারত সরকারের বক্তব্যে প্রতিবেশী হিসেবে বন্ধুত্বের দায়বদ্ধতা যেমন উঠে এসেছে, তেমনি শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। দিল্লির কূটনৈতিক শিবির মনে করছে, অকারণ রক্তপাত ও সংঘর্ষে সমস্যার সমাধান হয় না। বরং দেশের গণতন্ত্র ও সামাজিক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই বিরোধ মেটাতে একমাত্র কার্যকর উপায় হলো আলোচনার টেবিলে বসা।নেপালের বর্তমান পরিস্থিতিসাম্প্রতিক সময়ে নেপালের কেপি শর্মা ওলি সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি থেকে শুরু করে স্বজনপোষণ, প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং সর্বোপরি সামাজিক মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞার মতো সিদ্ধান্তে দেশের তরুণ প্রজন্ম ক্ষুব্ধ। কাঠমান্ডু ও অন্যান্য বড় শহরে নেমে এসেছে জনতার ঢল। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের মধ্যেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন সেনাবাহিনী গুলি চালায়। এতে মৃত্যু হয়েছে একাধিক তরুণের। আহত হয়েছেন শতাধিক। সেনা গুলির পর থেকেই ক্ষোভ আরও তীব্র হয়েছে। দেশজুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে এবং সরকারকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে।নেপালের এই সংকটের দিকে শুধু ভারত নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াই এখন কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারতের ভূমিকা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লি চাইছে না যে সীমান্তবর্তী এই দেশে দীর্ঘস্থায়ী গৃহদ্বন্দ্ব তৈরি হোক। কারণ নেপালে অস্থিরতা মানেই তা সরাসরি ভারতের সীমান্তে প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষত বিহার, উত্তরপ্রদেশ, সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকায় পরিস্থিতি উত্তেজক হয়ে ওঠার আশঙ্কা থেকেই যায়।ভারতের কূটনৈতিক অবস্থান ভারত বরাবরই প্রতিবেশীদের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রশ্নে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ না করার নীতি মেনে চলে। তবে মানবিকতা ও কূটনৈতিক সম্পর্কের খাতিরে শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে কণ্ঠস্বর তোলে। এইবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। নয়াদিল্লি স্পষ্ট জানিয়েছে, প্রতিবেশী হিসেবে তাদের দায়িত্ব রয়েছে বন্ধুকে পাশে দাঁড়ানোর। তবে সেই সমর্থন কেবল শান্তিপূর্ণ সংলাপ ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।পর্যবেক্ষকদের মতে, ভারতের এই অবস্থান দুই দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে এটি নেপালের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পরিসরে ভারতকে দায়িত্বশীল আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করছে। দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতে ভারতের অবস্থান এমনিতেই প্রভাবশালী। তাই প্রতিবেশী দেশে সংকট দেখা দিলে ভারত কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়, তা সমগ্র অঞ্চলের কাছে দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করে।সতর্কবার্তা ভারতীয় নাগরিকদের জন্যবর্তমান পরিস্থিতিতে নেপালে অবস্থানরত ভারতীয়দের জন্যও বার্তা দিয়েছে নয়াদিল্লি। কাঠমান্ডুসহ একাধিক শহরে কারফিউ জারি হওয়ায় পরিস্থিতি বিপজ্জনক। তাই ভারতীয় নাগরিকদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, যেকোনও ভ্রমণকারী বা কর্মসূত্রে নেপালে থাকা ভারতীয় যেন নেপাল সরকারের নির্দেশিকা মেনে চলেন। অপ্রয়োজনীয় ভিড় এড়িয়ে চলতে হবে এবং সংঘাতময় এলাকা থেকে দূরে থাকতে হবে।এই সতর্কবার্তার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ভারতের উদ্বেগও। প্রতিবেশী দেশে দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতা হলে তাতে শুধু নেপাল নয়, ভারতের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বার্থও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। পর্যটন, ব্যবসা, সীমান্ত বাণিজ্য এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় সব কিছুর উপরই তার ছায়া পড়বে।শান্তির পথে এগোবার প্রত্যাশাভারতীয় কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, নেপালের সরকার ও বিরোধী পক্ষ যদি দ্রুত আলোচনার টেবিলে না বসে, তবে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। সেনা গুলির মতো ঘটনা জনরোষ আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। আন্তর্জাতিক মহল থেকেও তখন চাপ আসতে পারে। তবে ভারত আশাবাদী যে নেপালের রাজনৈতিক নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি সম্মান দেখিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেবে।ভারতের বিবৃতিতে তাই শেষ পর্যন্ত জোর দেওয়া হয়েছে শান্তিপূর্ণ সংলাপের উপর। কূটনৈতিক মহলের মতে, এই মুহূর্তে নয়াদিল্লির সবচেয়ে বড় দায়িত্ব নেপালকে শান্তির পথে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করা। কারণ অস্থির প্রতিবেশী মানে কেবল সীমান্ত সমস্যাই নয়, বরং গোটা দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা।উপসংহার-নেপালের পরিস্থিতি এখন এক মোড় ঘোরানো সময়ে এসে দাঁড়িয়েছে। জনরোষ, প্রশাসনিক ব্যর্থতা, সেনার কড়া পদক্ষেপ-সব মিলিয়ে দেশজুড়ে চরম অস্থিরতা। এই প্রেক্ষাপটে প্রতিবেশী ও বন্ধু দেশ হিসেবে ভারতের অবস্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নয়াদিল্লি কেবল সমবেদনা প্রকাশ করেই থেমে থাকেনি, বরং শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজে বের করার আহ্বান জানিয়েছে। একইসঙ্গে নেপালে অবস্থানরত ভারতীয়দের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে।দুই দেশের দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের প্রেক্ষিতে ভারতের এই অবস্থানকে অত্যন্ত দায়িত্বশীল পদক্ষেপ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। এখন নজর থাকবে নেপালের রাজনৈতিক নেতৃত্বের দিকে-তারা কি সত্যিই আলোচনার পথে হাঁটবেন, নাকি অস্থিরতার জাল আরও জটিল হবে। ভারত আপাতত শান্তির বার্তা ছড়িয়ে যাচ্ছে, প্রতিবেশীকে সংলাপ ও গণতন্ত্রের পথে ফেরানোর চেষ্টা করছে। ভবিষ্যতে নেপালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কী মোড় নেয়, তার উপর নির্ভর করবে গোটা অঞ্চলের স্থিতিশীলতার চিত্র।

গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে উড়ল বাড়ির ছাদ, আতঙ্কে মন্দিরবাজার

মন্দিরবাজার, ৯ সেপ্টেম্বরঃদক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজারের রামনাথপুর গ্রামে মঙ্গলবার ভোরে এক ভয়াবহ বিস্ফোরণে মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল একটি সাধারণ ঘর। বিস্ফোরণের উৎস ছিল রান্নাঘরে রাখা গ্যাস সিলিন্ডার। সকালবেলা যখন পরিবারের প্রবীণা সদস্য দুলপো সর্দার প্রতিদিনের মতো গ্যাস জ্বালাতে যাচ্ছিলেন, তখনই ঘটে বিপত্তি। হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন, তারপর এক বিকট বিস্ফোরণ। মুহূর্তে উড়ে যায় বাড়ির চাল। চারপাশে আতঙ্কে চিৎকার শুরু হয়।স্থানীয়দের বর্ণনায় জানা গিয়েছে, বিস্ফোরণের শব্দ এতটাই তীব্র ছিল যে কয়েক কিলোমিটার দূর থেকেও তা শোনা যায়। মুহূর্তে এলাকা জুড়ে ভিড় জমে যায়। আগুনে গোটা ঘর ভস্মীভূত হতে শুরু করলে আতঙ্ক আরও বাড়ে। তবে সৌভাগ্যবশত, পরিবারের কেউ গুরুতরভাবে হতাহত হননি। প্রবীণা দুলপো সর্দারও অক্ষত রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তবুও সম্পূর্ণ ভস্মস্তূপে পরিণত হয়েছে তাদের বাড়ি। ছাদ উড়ে যাওয়ায় মাথার উপর নিরাপদ আশ্রয় হারাল গোটা পরিবার।খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মন্দিরবাজার থানার পুলিশ এবং দমকল বাহিনী। আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগে স্থানীয়দের সহযোগিতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল কর্মীরা। নিকটবর্তী বাড়িগুলিতে আগুন ছড়িয়ে না পড়ায় বড়সড় বিপর্যয় এড়ানো গেছে। তবুও বিস্ফোরণের ধাক্কায় রামনাথপুর এলাকা কার্যত কেঁপে ওঠে।ঘটনার পর থেকেই এলাকায় চাঞ্চল্য। স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত

ভারত সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃধারাবাহিক উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ। সেজন্যই ২০২৩ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ধারাবাহিক উন্নয়নমূলক লক্ষ্যসমূহের ১৭টি ক্ষেত্রের মধ্যে ৭টি আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ সংক্রান্ত। এক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ ব্যাঙ্কিং পরিষেবা বঞ্চিতদের কাছে এই পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। কারণ, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা সংগঠিত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে প্রবেশের প্রথম ধাপ।ব্যাঙ্কিং পরিষেবা সকলের কাছে পৌঁছে দিয়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রাথমিক শর্ত নিশ্চিত করায় সুচিন্তিত এবং কাঠামোগত ও নীতিগত হস্তক্ষেপ জরুরি। বাস্তবে তার প্রয়োগের জন্য লালকেল্লা থেকে তাঁর প্রথম ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার কথা। ২০১৪'র ২৮ অগাস্ট এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ সংক্রান্ত জাতীয় কর্মসূচির আওতায়। এই অভিযানের মূল কথা ধরা রয়েছে আমার খাতা, ভাগ্যবিধাতা শ্লোগানটির মধ্যে। লক্ষ্য, দরিদ্র ও ব্যাঙ্কিং পরিষেবার বাইরে থাকা প্রতিটি নাগরিককে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিয়ে এসে ভারতের উন্নয়ন যাত্রার অংশীদার করা। জন ধন অ্যাকাউন্ট জিরো ব্যালেন্সে কোনও মাশুল ছাড়াই খোলা যায়। প্রক্রিয়া খুবই সরল এবং কেওয়াইসি বা ই-কেওয়াইসি সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতাও কম। রুপে ডেবিট কার্ড এবং ২ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বীমার সুবিধাও পাওয়া যায়। ওভার ড্রাফট্ করা যায় ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত।সূচনার পর থেকেই অভূতপূর্ব সাফল্যের সাক্ষী থাকে এই যোজনা। ২০২৪ সালে ইকনোমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি পত্রিকায় লেখা হয় ভারতে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা মানুষের সংখ্যা ২০১৪ থেকে ২০১৭'র মধ্যে ২৬ শতাংশ বিন্দু বেড়েছে, যাকে বলা যেতে পারে, বিশ্বের বৃহত্তম আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ উদ্যোগ। এই বৃদ্ধির হার সারা বিশ্বে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হারের (৬.৫৭) দ্বিগুণ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সংখ্যা বৃদ্ধির হারের (৭.২৭) তিনগুণ। ২০২৫ - এর ৮ অগাস্ট পর্যন্ত ৫৬ কোটিরও বেশি জন ধন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এর ৬৭ শতাংশ গ্রামীণ ও আধা-শহুরে এলাকায় থাকা ব্যাঙ্কের শাখায়। প্রকল্পটি লিঙ্গ অসাম্যও কমিয়েছে, জন ধন যোজনা অ্যাকাউন্টের ৫৫ শতাংশ - অর্থা ৩১ কোটিরও বেশি - মহিলাদের। জন ধন অ্যাকাউন্ট সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তিরও পথ হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি সংসদীয় তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা এবং প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনায় নথিভুক্তদের এক-তৃতীয়াংশ প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার সঙ্গে যুক্ত।প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা ভারতের ডিজিটাল জনপরিকাঠামোর ভিত্তি হয়ে উঠেছে। লেনদেনের সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রীকরণ এবং ডিজিটাল অর্থনীতিতে প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর কর্মসূচির সাফল্যকে ভিত্তি হিসেবে রেখে প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, অপচয় হ্রাস ও সরকারের প্রতি আস্থা বৃদ্ধির কাজে সফল হয়েছে। জন ধন - আধার - মোবাইল ত্রয়ী ডিজিটাল লেনদেনের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জন ধন অ্যাকাউন্ট এবং ইউনিফায়েড পেমেন্টস্ ইন্টারফেস - এর মিথস্ক্রিয়া অসংগঠিত ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক উদ্যোগপতিদের ব্যবসার কাজে সংগঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সুযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এনপিসিআই - এর সাম্প্রতিক তথ্যানুযায়ী, ইউপিআই - এর মাধ্যমে লেনদেনের বেশিরভাগটাই খাদ্য ও মুদিখানার জিনিস ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত। বলা বাহুল্য যে, এই ক্ষেত্রটিতে রয়েছেন প্রধাণত ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিরাই। এর থেকে স্পষ্ট আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের উদ্যোগ এবং ডিজিটাল লেনদেনের সুবিধা তৃণমূল স্তরে প্রতিদিনের ব্যবসা-বাণিজ্যে কতটা পরিবর্তন এনেছে।জন ধন যোজনার প্রভাব শুধুমাত্র আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ' টু ব্যাঙ্কিং, সেভিংস অ্যান্ড কনজাম্পসন স্মুদিং ইন রুরাল ইন্ডিয়া' শীর্ষক ২০২২ সালের একটি প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ভোগব্যয় সংক্রান্ত আদান-প্রদান অনেক সহজ করে। কারণ, এক্ষেত্রে সঞ্চয় সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা সাময়িকভাবে কিছুটা হলেও কমে যায়। এই বিষয়টি দরিদ্র মানুষের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। একইভাবে, ২০২১ সালে এসবিআই - এর একটি গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার সঙ্গে অপরাধের হারের ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বেশি রয়েছে, এমন অবস্থায় মাদক গ্রহণের প্রবণতা কমে।সকলের কাছে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা সুলভ করে তোলার লক্ষ্য এখন নাগালের মধ্যে। পরবর্তী লক্ষ্য হ'ল - আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের ফলে পাওয়া পরিষেবার ব্যবহার বৃদ্ধি করা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন ইনডেক্স অনুযায়ী পাওয়া তথ্য আশা-ব্যঞ্জক। এই সূচক তৈরি হয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের তিনটি মাত্রাকে পরিমাপ করে - সুগম্যতা (৩৫), ব্যবহার (৪৫) এবং গুণমান (২০)। সূচকাঙ্কটি ২০২১ সালের পর থেকেই ঊর্ধ্বমুখী। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে তা দাঁায় ৬৭'তে। আমরা যদি শূন্যকে সকলের বঞ্চিত থাকার অবস্থা হিসেবে ধরি এবং ১০০'কে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের সম্পৃক্তি বিন্দু হিসেবে দেখি, তা হলে বলতেই হয় যে, ভারতে এক্ষেত্রে প্রসার ও প্রয়োগ দুটি দিকেই অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে।ব্যাঙ্কিং পরিষেবা বঞ্চিতদের অর্থনীতির মূল ধারায় নিয়ে আসার বিষয়টি একবারের একটি সাফল্য হিসেবে দেখা উচি নয়। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের পথে একটি প্রাথমিক ধাপ হিসেবেই তার বিবেচনা হওয়া উচিত। অন্তর্ভুক্তিকরণের পর, পরবর্তী ধাপে প্রাপ্য যাবতীয় পরিষেবা সঠিকভাবে নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া গেলে প্রকৃত অর্থেই মানুষের জীবন জীবিকা ও সমৃদ্ধির পথ সুনিশ্চিত হবে।

১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় কম্বাইন্ড কমান্ডার্স কনফারেন্স ২০২৫-এর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বরঃআসন্ন ১৫ সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক শহর কলকাতা সাক্ষী থাকবে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা সম্মেলনের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন কম্বাইন্ড কমান্ডার্স কনফারেন্স ২০২৫। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, সশস্ত্র বাহিনীর উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী এই বৃহ সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। এই বছরের আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে - ' বছর ঃভবিষ্যতের জন্য রূপান্তর'।প্রতিরক্ষা সম্মেলনের তাৎপর্যকম্বাইন্ড কমান্ডার্স কনফারেন্স দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের প্রতিরক্ষা খাতের এক অন্যতম বড় ইভেন্ট হিসেবে বিবেচিত হয়। সেনা, নৌ ও বায়ুসেনার শীর্ষ নেতৃত্ব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবং সরকারের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে একত্রিত হন। দেশের প্রতিরক্ষা নীতি, কৌশল, রূপান্তর পরিকল্পনা এবং অপারেশনাল প্রস্তুতি নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ২০২৫ সালের থিম বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, এই বছর হবে মূলত সংস্কার ও রূপান্তরের বছর, যেখানে শুধু সামরিক শক্তির আধুনিকীকরণই নয়, কৌশলগত ভাবনা এবং যুদ্ধক্ষেত্রের নতুন বাস্তবতাকেও সামনে রাখা হবে।ড্ডআলোচনার কেন্দ্রবিন্দুএবারের সম্মেলনে সংস্কার, রূপান্তর এবং পরিবর্তনের পাশাপাশি বিশেষভাবে জোর দেওয়া হবে অপারেশনাল প্রস্তুতির উপর। দ্রুত পরিবর্তিত বিশ্বরাজনীতি, সীমান্তের নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ, প্রযুক্তির ব্যবহার, সাইবার যুদ্ধ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ভবিষ্যতের প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের উপর আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই কনফারেন্সের মাধ্যমে ভারতীয় সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণের গতি আরও ত্বরান্বিত হবে।প্রধানমন্ত্রী মোদীর উপস্থিতিপ্রধানমন্ত্রী মোদী দীর্ঘদিন ধরেই ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সংস্কার এবং আত্মনির্ভরতার উপর গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। তাঁর নেতৃত্বে আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্পের আওতায় দেশীয় প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। কলকাতার এই সম্মেলনে তিনি সেই বার্তাকে আরও শক্তিশালী করবেন বলে প্রতিরক্ষা মহলের ধারণা। সেনা কর্মকর্তাদের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য শুধু বর্তমান নয়, ভবিষ্যতের জন্যও দিশা নির্ধারণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।ড্ডঅন্য কর্মসূচিপ্রতিরক্ষা সম্মেলনের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মোদী ১৭ সেপ্টেম্বর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় উদ্যোগের সূচনা করবেন। সেদিন তিনি চালু করবেন ' নারী সশক্ত পরিবার অভিযান'। এর লক্ষ্য হল সারা দেশে মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করা। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা বৃদ্ধি, উন্নত মানের চিকিৎসা এবং সচেতনতা প্রচার-এই তিনটি দিকের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে।দেশব্যাপী গুরুত্বএই দুটি কর্মসূচিই বর্তমান সময়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে প্রতিরক্ষা সম্মেলন ভারতের নিরাপত্তা ও কৌশলগত সক্ষমতাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে, অন্যদিকে স্বাস্থ্য সচেতনতা অভিযান দেশের সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রতিরক্ষা ও সমাজকল্যাণ-দুটি ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রী মোদীর ব্যস্ত সূচি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও একবার স্পষ্ট করে দিচ্ছে।কলকাতা শহর ইতিমধ্যেই প্রস্তুত বড়সড় এই আন্তর্জাতিক মানের প্রতিরক্ষা সম্মেলনের আয়োজনের জন্য। আগামী ১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গোটা দেশ তাকিয়ে থাকবে কলকাতার দিকে, যেখানে সামরিক কৌশল এবং সামাজিক উদ্যোগ দুটোই এক নতুন দিশা পাবে।

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটদানে বিরত বিআরএস-সহ তিন দল, চর্চায় বিরোধিতার নতুন সমীকরণ

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বরঃদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক দল। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের দল ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস), ওড়িশার শাসক দল বিজু জনতা দল (বিজেডি) এবং পঞ্জাবের প্রভাবশালী আঞ্চলিক শক্তি শিরোমণি অকালি দল ঘোষণা করেছে যে তারা এবারের নির্বাচনে ভোটদান থেকে বিরত থাকবে। এই সিদ্ধান্তে দিল্লির রাজনীতিতে এক নতুন জল্পনার সৃষ্টি হয়েছে।ড্ডভোটের আগে চমকমঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন। ভোটের ময়দানে এবার মুখোমুখি দুই পরিচিত নাম। এনডিএ শিবির থেকে প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন বর্তমান মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল সি পি রাধাকৃষ্ণণ। অপরদিকে বিরোধী ইন্ডি জোট প্রার্থী করেছে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডিকে। দুই শিবিরের এই লড়াইকে ঘিরে আগে থেকেই যথেষ্ট রাজনৈতিক উত্তাপ তৈরি হয়েছে। তার মধ্যেই তিন আঞ্চলিক দলের ভোটবিরতির সিদ্ধান্তকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।রাজনৈতিক তাৎপর্যবিআরএস, বিজেডি ও শিরোমণি অকালি দল-এই তিন দলই সংসদে তাদের নিজস্ব প্রভাব বজায় রেখেছে। যদিও সংখ্যার বিচারে তারা নির্ণায়ক শক্তি নয়, তবুও গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদে ভোটদানে বিরত থাকা আসলে একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তা। বিআরএস এর আগেই এনডিএ এবং কংগ্রেস-উভয়ের সঙ্গেই সমান দূরত্ব বজায় রাখার কৌশল নিয়েছে। বিজেডি বরাবরের মতোই নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছে। অন্যদিকে শিরোমণি অকালি দল বিজেপির সঙ্গে পুরনো জোট ভেঙে ফেলার পর থেকে বিরোধী শিবিরেও স্পষ্টভাবে নাম লেখায়নি। এই তিন দলের ভোট না দেওয়া তাই এক ধরনের ' ঘোষণা'।ভোট ও ফলাফলসংবিধান অনুযায়ী, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেন কেবলমাত্র সংসদ সদস্যরা। লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে মোট ৭৮৮ জন সাংসদ ভোটদানের যোগ্য। তবে বিরত থাকা দলের সাংসদরা ভোট না দেওয়ায় সংখ্যার অঙ্ক কিছুটা বদলালেও ফলাফলে বড় কোনও প্রভাব ফেলবে না বলে মনে করা হচ্ছে। এনডিএ এবং বিরোধী শিবির উভয়েই তাদের ভোট ব্যাঙ্ক নিয়ে নিশ্চিত। ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গণনা হবে এবং রাতেই ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।ভোটবিরতির কৌশলবিশ্লেষকদের মতে, এই তিন আঞ্চলিক দলের ভোট না দেওয়া আসলে দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরির অঙ্গ। তারা সরাসরি এনডিএ বা ইন্ডি জোটের কোনওটিকেই সমর্থন না দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের দরকষাকষির অবস্থান মজবুত করতে চাইছে। বিশেষ করে ২০২৬ সালের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন থেকেই আঞ্চলিক শক্তিগুলি কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে নিজেদের গুরুত্ব বাড়াতে চাইছে। উপসংহারভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন বরাবরই একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রক্রিয়া। যদিও সংখ্যার অঙ্কে ফলাফল প্রায় নিশ্চিত থাকে, তবুও কে সমর্থন করল, কে বিরত রইল-এই সমীকরণ ভবিষ্যতের জোট রাজনীতিতে বড় প্রভাব ফেলে। বিআরএস, বিজেডি ও শিরোমণি অকালি দলের ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত তাই কেবল ভোটবিরতি নয়, বরং রাজনীতির ময়দানে এক নতুন বার্তা। এখন নজর রয়েছে ভোটের ফলাফলের দিকে-কে হবেন দেশের আগামী উপরাষ্ট্রপতি।

রাশিফল

মেষঃআপনি নিজের মধ্যে আবেগের এক অন্যদিক খুঁজে পাবেন। যে বিষয়গুলি নিয়ে আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে তর্ক হচ্ছিল, সন্ধ্যাবেলার মধ্যে সেগুলির মিটমাট হয়ে যাবে। বিবাহের যোগ হবে আজ

বৃষঃ আজ আপনার ভাগ্য ভালো নাও যেতে পারে। দুইধরনের মানসিকতার মধ্যে পার্থক্যের কারণে আপনি হয়তো শান্তি পাবেন না। প্রিয়তমের সঙ্গে বিবাদ এড়িয়ে চলুন।

মিথুনঃ ভালোবাসা ও রোমান্সের জন্য একটি উপযুক্ত দিন। আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক অসাধারণ হতে পারে। আপনার কাছের বন্ধুদের সান্নিধ্যে আনন্দময় সন্ধ্যা কাটাতে পারেন।শুভদিন হবে

কর্কট রাশি ঃআপনার জীবনসঙ্গীর সহজাত বোধ আপনাদের প্রেমের জীবনে কিছু ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। প্রেমের শিখা প্রজ্জলিত রাখার জন্য আপনার উত্তেজনাপূর্ণ কিছু করার প্রয়োজন হতে পারে।

সিংহঃ আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক লালন করার জন্য আপনাকে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে হবে। যদিও আপনি তাদের মানসিক সমর্থন পাবেন। অবিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের সম্পর্কগুলিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে পারবে। শুভদিন হবে।

কন্যা ঃকোনও সামাজিক জমায়েত আপনার সন্ধ্যাকে অপরিসীম খুশি ও আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে। পুরনো কোনও বন্ধুর আকস্মিক ফোনকল আপনার মনকে স্মৃতিমেদুর করে তুলতে পারে।।

তুলাঃ সম্পর্কের প্রতি আপনার যে অঙ্গীকারের কারণে আপনি সেই বিশেষ ব্যক্তির কাছে হৃদয় উজা।

বৃশ্চিকঃব্যক্তিগত ও পেশাদারী জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহের যোগ

ধনুঃ বিভিন্ন জায়গায় আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করবে, কাজেই প্রেম জীবন সঠিকভাবে চলছে বলে মনে হবে।।

মকরঃ প্রবল কর্মব্যস্ততার কারণে আপনার পরিবার বঞ্চিত বোধ করতে পারেন। অতি অবশ্যই কাজের মধ্যে থেকে সময় বার করুন, যাতে পরিবার ও প্রণয়ীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন।।

কুম্ভঃ আপনি হয়তো একা সময় কাটাবেন, কাজেই প্রেম জীবন একঘেঁয়ে ও নীরস হয়ে উঠবে। আপনার সঙ্গীর মেজাজ ভালো নাও থাকতে পারে, কাজেই এই দূরত্ব যাতে বর্তমান সম্পর্কে প্রভাব না ফেলে তা নিশ্চিত করুন।।

মীনঃ আপনি শত্রুদের হারাতে ও নিজের ক্ষমতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। আপনাকে এই লোকদের থেকে সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে। বিব্রত বোধ করলে লং-

আবহাওয়া

সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। আবার নিম্নচাপের ভ্রুকুটি২ও রয়েছে। ফলে আগামী কিছু দিন বৃষ্টি থেকে নিস্তার নেই দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। এরইমধ্যে মঙ্গলবার সকালে রোদের দেখা মিলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এরপর বুধবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ায় ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। শুক্রবার এবং শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা ঝোড়ো হাওয়ার জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জেলায় আগামী রবিবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ওই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো দমকা হাওয়া বইতে পারে।। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৩ ডিগ্রি বেশি।তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৪ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতাংশ এবং ৬৩সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০২.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫৪মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। সূর্যউদয় ঃ সকাল ৫টা ১১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হতে পারে।

ডায়মন্ড হারবারে বাঁধে ফাটল! খবর পেয়েই দ্রুত ব্যবস্থা নিলেন সাংসদ অভিষেক!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ মঙ্গলবার সকালেই হঠাই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক-ডায়মন্ড হারবার ২ নম্বর ব্লকের নুরপুর জেটিঘাট সংলগ্ন বাঁধের রাস্তায় হঠাৎ ধরা পড়ে ফাটল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ফাটল আরও বড় হতে থাকায় উদ্বেগ বা।ে স্থানীয়দের মধ্যে। খবর পৌঁছয় ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁর উদ্যোগে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান সেচ দপ্তর ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এরপর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় বাঁধ মেরামতির কাজ। সম্প্রতি হাওড়া ও পূর্ব মেদিনীপুরে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ব্যস্ততম নুরপুর ফেরিঘাটের খুব কাছেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চলে আসে বিদেশী পণ্যবাহী একটি জাহাজ। জাহাজটি জেটিতে ধাক্কা না মারলেও সংলগ্ন হুগলি নদীর বাঁধে এসে ধাক্কা খায়। জোয়ার এলে জাহাজটি সেদিকে চলে আসে। আর তাতেই বাঁধের কিছু অংশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে ওই বাঁধ সংলগ্ন রাস্তায় বড়সড় ফাটল লক্ষ্য করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ঘটনা প্রসঙ্গে ডায়মন্ডহারবার ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরুময় গায়েন জানান, খবর পাওয়া মাত্রই সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎপরতায় ঘটনাস্থলে পৌঁছন সেচ দপ্তরের আধিকারিক ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তিরা। ওই ফাটল মেরামতির কাজের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। অন্যদিকে ব্লক প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই ওই ফাটল মেরামতের জন্য প্রাথমিক পর্বের কাজ শুরু হয়েছে। সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে রয়েছেন। শীঘ্রই মেরামতের কাজ একেবারে পুরোদমে শুরু হবে। অন্যদিকে ডায়মন্ড হারবারের মহকুমাশাসক অঞ্জন ঘোষ জানান, ঘটনার পরেই নুরপুরের ওই জেটিঘাট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পোর্ট ট্রাস্টের জেটি দিয়ে এখন যাত্রী পারাপার করা হচ্ছে। পোর্ট ট্রাস্ট, পরিবহন দপ্তরের সঙ্গে মহকুমা ও ব্লক প্রশাসনের একটি দল ওই এলাকা যৌথভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। মহকুমাশাসকের কথায়, ঘটনার পর থেকেই সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে রয়েছেন। প্রশাসনের তরফে গোটা এলাকা ঘিরে রাখা হয়েছে। তবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ভাঙনপ্রবণ ওই এলাকা থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। যদিও এই ঘটনায় ফেরিঘাটে যাত্রী পারাপারে কোনও প্রভাব পড়েনি। যাত্রী পরিষেবা পুরোপুরি স্বাভাবিক ছিল বলে জানা গিয়েছে।

আমতা হাসপাতাল থেকে শিশু চুরি, বিক্ষোভ, পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, আমতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ মঙ্গলবার আমতা হাসপাতাল থেকে ১১ দিনের শিশু চুরির অভিযোগ। হাসপাতালের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে শিশুর পরিবারের লোকজন। হাসপাতালে ভাঙচুর চালায় পরিবারের লোকজন। জানা গিয়েছে আমতা চন্দ্রপুরের বাসিন্দা মন্দিরা বাগ গত দশদিন আগে একটি বেসরকারি হাসপাতালে পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। সেখান থেকে ছুটি দেওয়ার পর বাড়ি চলে যায়। শনিবার আবার অসুস্থ হয়ে পড়লে শিশু ও তার মা-কে আমতা হাসপাতালে ভর্তি করে পরিবারের লোকজন। জানা গিয়েছে মন্দিরা বাগ শৌচালয় থেকে ফেরার পথে দেখে তার এগারো দিনের বাচ্চা হাসপাতালের বেডে নেই। এরপর কয়েক জন কে জিজ্ঞাসা করলে জানাজায .এক মহিলা ওই বাচ্চাটিকে নিয়ে চলে গেছে।এরপরই মন্দিরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং বাড়িতে খবরটা জানায়। শুরু হয় তোলপাড়। হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখায় মন্দিরার বাপের বাড়ির লোকজন। এখনো পর্যন্ত ওই বাচ্ছার কোন হদিস পাওয়া যায়নি। এই নিয়ে হাসপাতালে নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। এদিকে এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে পরিবারের লোকজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে আমতা থানার পুলিশ,আসে হাওড়া গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে পরিবারের লোকজন সহ বহু স্থানীয় মানুষ। হাসপাতালে সিসি ক্যামেরা না থাকাই ক্ষোভে ফেটে পড়ে পরিবারের লোকজন। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে আমতা থানার পুলিশ।

গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে উড়লো বাড়ির চাল

মন্দিরবাজার, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে উড়ে গেলো বাড়ির চাল। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজারের রামনাথপুর এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে বাড়ির সদস্য মহিলা বৃদ্ধা দুলপো সর্দার গ্যাস জ্বালাতে গিয়ে ঘটে বিপত্তি। হঠাৎই দাউ দাউ করে গ্যাস থেকে আগুন ধরে যায়। মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা ঘরে, বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে এলাকা। পরে মন্দিদরবাজার থানার পুলিশ ও দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর না থাকলেও গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে পুরোপুরি বাড়িটি উড়ে যায়। মাথার ছাদ হারিয়ে অসহায় গোটা পরিবার।

চরম দাম্পত্য কলহ, উদ্ধার বিজেপি মণ্ডল সভাপতির ঝুলন্ত দেহ!

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ হুগলির শ্রীরামপুরে ভয়াবহ এক ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি মনোজ চক্রবর্তীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হওয়ায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ঘরে মৃতদেহ উদ্ধারের পরই প্রশ্ন উঠেছে-এটি আত্মহত্যা, নাকি পরিকল্পিত খুন? ঘটনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে পারিবারিক অশান্তি ও বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগ, এমনটাই দাবি মৃতের স্ত্রী ও প্রতিবেশীদের। মঙ্গলবার সকালে হঠাই দীনবন্ধু চ্যাটার্জি লেনের এক বা।ি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় মনোজ চক্রবর্তীর দেহ। ৪৫ বছর বয়সী মনোজ শ্রীরামপুর পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ছিলেন। কর্মসূত্রে তিনি উত্তরপাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে কাজ করতেন। পাশাপাশি, তিনি বিজেপির একজন সক্রিয় কর্মী ও স্থানীয় মণ্ডল সভাপতি ছিলেন। দেহ উদ্ধার হওয়ার পর খবর যায় শ্রীরামপুর থানায়। পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। ঘরটি সিল করে তদন্ত শুরু হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মনোজ চক্রবর্তী বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জ।িয়ে পড়েছিলেন বলে দাবি করেছেন তাঁর স্ত্রী বন্দনা চক্রবর্তী। তিনি বলেন, এক মহিলার সঙ্গে স্বামীর সম্পর্ক ছিল-তা বহুদিন ধরেই জানতাম। অনেক তথ্য-প্রমাণও আমার কাছে রয়েছে। আমি বহুবার ওকে ওই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে বলেছিলাম, কিন্তু সে শুনত না। বরং উলটে আমাকেও, এমনকি আমাদের ছেলেকেও মারধর করত। বন্দনার এই দাবিকে আরও জোরালো করেছেন মনোজের প্রতিবেশীরা। একজন প্রতিবেশী জানান, গতকাল রাতে মনোজবাবুর ছেলে আমার বাড়িতে ছিল। ওর মা রেখে গিয়েছিলেন। রাতে মনোজবাবু ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হচ্ছিল, এমন শব্দ আমরা শুনতে পাই। বাসনপত্র ছোঁড়ার শব্দও এসেছিল। তবে সকালে এই ঘটনা শুনে আমরা হতবাক। ঘটনাটি আত্মহত্যা না খুন-তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত মৃত্যুর প্রকৃত কারণ বলা সম্ভব নয়। এক তদন্তকারী অফিসার বলেন, ঘটনাস্থলে কিছু তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছি। স্ত্রীর অভিযোগ, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই সংসারে অশান্তি চলছিল। আমরা সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছি-ঘরটি ভেতর থেকে বন্ধ ছিল কিনা, কারও জোরপূর্বক প্রবেশের সম্ভাবনা ছিল কিনা, দেহে আঘাতের কোনও চিহ্ন রয়েছে কিনা, সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিজেপি শিবিরে মনোজ চক্রবর্তীর আকস্মিক মৃত্যু ঘিরে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। দলের স্থানীয় নেতৃত্ব জানিয়েছেন, মনোজবাবু একজন নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন। তাঁর মৃত্যু আমাদের জন্য বড় ক্ষতি। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ দ্রুত উদঘাটন হোক-আমরা সেটাই চাই।

হাওড়ায় টোটো গ্যারাজে ভয়াবহ আগুন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়ার বাঁকড়ায় বিধ্বংসী আগুন একটি টোটো গ্যারাজে। গ্যারাজে থাকা টোটোয় আগুন লেগে এই বিপত্তি! এই ঘটনায় আতঙ্ক ছ।িয়েছে বাঁকড়া কবরপাড়ায় একটি টোটো গ্যারাজে। সোমবার রাত দশটা নাগাদ একটি টোটোতে আগুন লাগে। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে টোটোটি। মুহূর্তের মধ্যে আগুন পাশের টোটোতে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিঃদারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তারা জল ঢেলে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিক তদন্তে দমকলের অনুমান, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুন লেগেছে।

অটোর মতো থাকবে নির্দিষ্ট রুট! যত্রতত্র টোটোর চলাচল নিয়ন্ত্রণে কড়া রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ টোটো নিয়ে যেখানে সেকানে গোরাঘুরি করা চলবে না। তার জন্য করা হতে চলেছে নিজস্ব রুট। বিশে, সূত্রে জানতে পার গিয়েছ, অটোর মতো এবার রুট বেঁধে দেওয়া হবে

টোটোরও। যাত্রী চাপিয়ে যে কোনও জায়গায় আর চলতে পারবে না তিন চাকার এই যান। টোটো নিয়ন্ত্রণে এবার কড়া হতে চলেছে রাজ্য সরকার।

এ বিষয়ে সমস্ত জেলা প্রশাসন, পুরসভা, টোটো সংগঠন এবং পুলিশের সঙ্গে বৈঠকে করেছে পরিবহণ দপ্তর। সেখানে টোটো চলাচলের গাইডলাইন পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। টোটোর সংঠিক সংখ্যা নির্ধারণে করা হবে টোটো শুমারও। পাশাপাশি টোটো সংগঠনগুলোর তরফে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, এক ব্যক্তির নামে একাধিক টোটোর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হোক। বৈঠকে ঠিক হয়েছে, প্রত্যেক টোটোকেই জেলাস্তরে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে নথিভুক্ত করা হবে। দেওয়া হবে নম্বার প্লেটও। তাতে কিউআর কোড থাকবে। তা স্ক্যান করেইবোঝা যাবে এক রুটের টোটো অন্য রুটে ঢুকে যাচ্ছে কি না! আরও একটি সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে রাজ্য। এখনও পর্যন্ত টোটোর থেকে কোনও ট্যাক্স পায় না সরকার। আগামিদিনে এই যানের জন্য বার্ষিক ট্যাক্স নেওয়া হবে।

পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, বর্তমানে যে টোটো রাস্তায় চলে, সেগুলোর অধিকাংশই বেআইনি। টোটোচালকদের এই টোটো বদলে ই-রিকশা নামানোর জন্য সময় দেওয়া হবে। তবে তা নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে চায় না দপ্তর।এক আধিকারিকের কথায়, রাস্তায় চলা টোটোগুলো অধিকাংশই দু'তিন বছরের বেশি চলে না, তাই সেগুলো বদলানোর সময়ই এইই-রিকশায় বদল করে দিতে হবে।

পাশাপাশিযাত্রী নিরাপত্তার স্বার্থে টোটো নিয়ে এর আগেই গাইডলাইন প্রকাশ করেছিল রাজ্য। সেখানে বলা হয়েছিল, জাতীয়, রাজ্য সড়ক-সহ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় আর চলবে না অটো, টোটো। কিন্তু তাতে চিত্রটা বদলায়নি। ফলে এবিষয়ে আরওকড়া হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। ট্রাফিকের এক কর্তার কথায়, জাতীয় ও রাজ্য সড়কে দেদার চলছে অটো-টোটো-সহ একাধিক বেআইনি তিনচাকা গাড়ি। যার জেরে বাড়ছে যানজট। এমনকী, একাধিক দুর্ঘটনাও ঘটছে এই বেআইনি যানবাহনের জন্য। প্রাণ যাচ্ছে অনেকের। শুধু তাই নয়, জাতীয় ও রাজ্য সড়কে এই তিনচাকা যান চলাচলের দরুন পণ্যবাহী গাড়ির গতিও শ্লথ হচ্ছে। ফলে ক্ষতি হচ্ছে পণ্য পরিবহণেও। তাই জাতীয় ও রাজ্য সড়কে টোটো, অটো বা রিকশা চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে পরিবহণ দপ্তর। বদলে স্থানীয় পুরসভা, পঞ্চায়েতগুলিকে বৈঠক করে টোটো-অটোর রুট ঠিক করতে বলা হয়েছে।

একদিকে যেমন প্রশাসনের কাছে টোটোর সঠিক সংখ্যা জানা নেই, তেমনই টোটোর কোনও নির্দিষ্ট রুটও নেই। তাই সরকারের তরফে টোটোকে নাম্বারপ্লেট দিয়ে নির্দিষ্ট রুট ঠিক করে দিতে চাইছে সরকার। স্থানীয় পুরসভাকে ইউনিউনের সঙ্গে আলোচনা করে রুট নির্ণয় করতে বলা হয়েছে। যে রুটে টোটোর সংখ্যা বেশি, সেখানে রোটেশন করে চালাতে বলা হবে।

নেপালে শান্তি ফিরে আসুক', হিংসা কবলিত নেপালে এখনই যাত্রা না করার পরামর্শ মমতার!

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ গণবিক্ষোভের জেরে প্রতিবেশী দেশে সরকার পতনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। সদ্য পদত্যাগী নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি এখন কার্যত পালানোর পথ খুঁজছেন বলে খবর। বাংলার সীমান্তঘেঁষা এই দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা এপারে প্রভাব ফেলতে পারে বলেই আশঙ্কা। সেই প্রসঙ্গেই মঙ্গলবার দমদম বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শান্তির বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, নেপাল আমার দেশ নয়। এটা বিদেশি রাষ্ট্র। এই ব্যাপারে কথা বলতে পারি না। নেপাল, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশকে ভালোবাসি। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের কিছু বললে বলতে পারি। এটা কেন্দ্র দেখছে। আমার অনুরোধ থাকছে, সীমান্ত এলাকায় নজর

রাখুন সকলে। কোনও গন্ডগোল জড়িয়ে পড়বেন না। ওখানে শান্তি ফিরে আসুক। আমারা মনে করি, পাড়া-প্রতিবেশী ভালো থাকলে আমরা ভালো থাকব। মুখ্যমন্ত্রীর আরও সতর্কবার্তা, রাজ্য সরকারকে না জানিয়ে কেউ যেন এই মুহূর্তে নেপালে না যান। বললেন, কেউ হঠাৎ করে ঝুঁকি নিয়ে ওখানে চলে যাবেন না। আমাদের না জানিয়েও যাবেন না। মঙ্গলবার তিনদিনের জন্য উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধে ডুয়ার্সে চা শ্রমিকদের জমির পাট্টা বিলি-সহ একাধিক কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। বৃহস্পতিবার তিনি কলকাতায় ফিরবেন। তার আগে ফের একবার এসআইআর নিয়ে দলের আপত্তির কথা জানিয়ে গেলেন। স্পষ্ট বললেন, এসআইআরের বিরুদ্ধে আমরা। ওই কাজ এক, দুদিনের নয়। ৩, ৪ বছর লেগে যাবে। যখন হবে, তখন দেখা যাবে। তবে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড যত্ন করে রাখুন। যাঁদের নেই, তাঁরা এপিক বানিয়ে নেবেন। ওটা রাখলেই হবে। উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সফরে বাঙালি অস্মিতা নিয়ে কী বার্তা দেন, সেদিকে নজর থাকবে সবমহলের।

পুজোর ভিড় সামলাতে শিয়ালদহ ডিভিশনের বড় সিদ্ধান্ত-লোকাল ট্রেন থামবে প্রতি স্টেশনে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ চলতি মাসের শেষেই শুরু হচ্ছে বাঙালির সর্ববৃহ উৎসব দুর্গাপুজো। এই উৎসব উপলক্ষে শহরতলি ও আশপাশের জেলা থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ কলকাতায় আসেন পুজো দেখতে, যাতায়াতের প্রধান ভরসা হয়ে ওঠে লোকাল ট্রেন। দুর্গাপুজোর দিনগুলোতে লক্ষ লক্ষ যাত্রী ট্রেনে চেপে কলকাতায় আসেন, যার ফলে শিয়ালদহ স্টেশনে যাত্রীচাপ চরমে পৌঁছায়। এই অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে আগেভাগেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে শিয়ালদহ বিভাগ। এই উপলক্ষে এদিন ডিআরএম-সহ শিয়ালদহের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা একটি দীর্ঘ বৈঠক করেন। উক্ত বৈঠকে সিদ্ধান্ত হিসেবে উঠে আসে,

পুজোর দিনগুলিতে অর্থাৎ ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত কোনও গ্যালপিন লোকাল ট্রেন থাকবে না। শিয়ালদহের সব শাখায় সব স্টেশনে সব লোকাল ট্রেন থামবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ট্রেন চলাচলের সময়সীমাও বাড়ানো হবে বলে প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে। শিয়ালদহ স্টেশনে মোট ২১টি টিকিট কাউন্টার আছে। পুজোর দিনগুলিতে সব টিকিট কাউন্টারই খোলা থাকবে। এছাড়াও শিয়ালদহ স্টেশনে অতিরিক্ত ১০টি মোবাইল ইউটিএস ব্যবস্থা করা হবে। ১৭টি এটিভিএম কার্যকর থাকবে। সারাদিন পরিষেবা সচল রাখা ও সব দিক খতিয়ে দেখার জন্য একজন অতিরিক্ত সার্ভিস ইঞ্জিনিয়র সর্বক্ষণ মোতায়েন থাকবে বলে খবর। ভিড় এড়াতে বিশেষ কাউন্টার পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত বুকিং ক্লার্কদের অস্থায়ীভাবে মোতায়েন করা হবেও জানানো হয়েছে। ভিড় এনাতে পুজোর দিনগুলিতে শিয়ালদহ রেল স্টেশনের বাইরে গাড়ি পার্কিং নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। ওই দিনগুলিতে বিকাল ৫টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত স্টেশন চত্বরে কোনও ট্রলি চলাচলের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না বলেও খবর। শিয়ালদহ স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকের অংশ রেলের কাজের জন্য করোনা পরবর্তী সময় থেকে বন্ধ রয়েছে। পুজো উপলক্ষ্যে ওই অংশ সাধারণ মানুষদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এবারও সেই অংশ খোলা থাকবে বলে খবর। ওই অংশে চারটি টিকিট বুকিং কাউন্টার এবং ৪টি এটিভিএম থাকছে। প্রতিমা দর্শণের জন্য শিয়ালদহ স্টেশনে নামা লোকজন ওই পথ ধরতে পারবেন। মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রীদের জন্য শিয়ালদহ স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নির্ধারিত হয়েছে। পুজোর দিনগুলিতে ৯ ও ১১ থেকে ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এইসব ট্রেন এসে থামবে ও ছাড়বে। জরুরি ভিত্তিতে অন্যান্য স্টেশনগুলির দিকেও নজরদারি থাকবে। শিয়ালদহ - কল্যাণী, শিয়ালদহ-সোনারপুরের মধ্যে রাতে বিশেষ ট্রেন চালানোর ভাবনাচিন্তাও চলছে। যাত্রীদের চাপ কমাতে প্রয়োজনে আরও অধিক রেক চালানো হতে পারে বলেও খবর। বারাসত, খড়দহ, বালিগঞ্জ, বারাকপুর, বনগাঁ, সোনারপুর, বারুইপুর, রানাঘাট এবং বহরমপুরের ব্যস্ত লেভেল ক্রসিং গেটগুলিতে দুর্গাপুজোর সময় বিশেষ আরপিএফ বাহিনী মোতায়েন করা হবে। পাশাপাশি, ঝুঁকিপূর্ণ গেটগুলিতে স্বেচ্ছাসেবকদেরও মোতায়েন রাখা হবে, যাতে যাত্রীদের নিরাপত্তা ও চলাচল নির্বিঘ্ন থাকে। এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গেও সমন্বয় রেখে কাজ করবে রেল কর্তৃপক্ষ। শিয়ালদহ, দমদম জংশন, কলকাতা প্রভৃতি ব্যস্ত স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের সাহায্যের জন্য রেলের পক্ষ থেকে ' ডেস্ক' চালু করা হবে। এই সহায়তা কেন্দ্রে একটি নির্দিষ্ট হেল্পলাইন নম্বর এবং পুলিশ স্টেশন, হাসপাতাল, ফায়ার ব্রিগেড-সহ গুরুত্বপূর্ণ ফোন নম্বরের তালিকা থাকবে। শিয়ালদহ, দমদম, নৈহাটি, বারাসত-সহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে চিকিসা সহায়তা বুথও তৈরি করা হবে, যেখানে ডাক্তার ও প্যারামেডিক্যাল কর্মীরা উপস্থিত থাকবেন। স্টেশনে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে সেখানে প্রাথমিক চিকিসার ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া, পুজোর দিনগুলোতে প্রতিটি স্টেশনে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে বলে রেল সূত্রে জানানো হয়েছে।

বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এই প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবে দিল্লী রওনা হওয়ার আগে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল আজ ভোট গ্রহণ কেন্দ্র গুলির পরিকাঠামোর দায়িত্বে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ম্যাকিনটস বার্ণের সঙ্গে আজ বৈঠকে বসেন। তাঁর দপ্তরের অন্য শীর্ষ আধিকারিকরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্কার পক্ষ থেকে সমস্ত কেন্দ্রে পানী জল, শৌচালয় সহ ন্যূনতম পরিষেবার যাবতীয় ব্যবস্থা করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে আগামী সপ্তাহ থেকেই গোটা রাজ্যে ভোট কেন্দ্রের সমীক্ষার কাজ শুরু হবে। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হবে ভোটকেন্দ্র গুলির মানোন্নয়নের কাজ।।

অমৃতসর-ছাপড়া-অমৃতসর সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল

গোরখপুর,৯ সেপ্টেম্বরঃ আসন্ন দশেরা, দীপাবলি এবং ছট উৎসবে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, যাত্রীদের চাহিদার ভিত্তিতে, রেলওয়ে প্রশাসন ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি রবিবার অমৃতসর থেকে ০৪৬০৮ / ০৪৬০৭ অমৃতসর-ছাপড়া-অমৃতসর সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ট্রেন এবং ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি সোমবার ছাপড়া থেকে ১০টি ট্রিপের জন্য নিম্নলিখিতভাবে পরিচালনা করবে।০৪৬০৮ অমৃতসর-ছাপড়া সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ট্রেন ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি রবিবার অমৃতসর থেকে সকাল ৯.৪০ মিনিটে ছেড়ে বিয়াস জংশনে পৌঁছাবে। ১০.১২ ঘণ্টায়, জলন্ধর শহর থেকে ১০.৫০ ঘণ্টায়, ফাগওয়ারা থেকে ১১.১৪ ঘণ্টায়, ধাঃদারিকালা থেকে ১২.১০ ঘণ্টায়, সিরহিঃদ থেকে ১২.৫৬ ঘণ্টায়, রাজপুরা থেকে ১৩.১২ ঘণ্টায়, আম্বালা ক্যান্ট থেকে ১৩.৫৫ ঘণ্টায়, যমুনা নগর জগাধ্রি থেকে ১৪.৩৭ ঘণ্টায়, সাহারানপুর থেকে ১৫.১৫ ঘণ্টায়, মোরাদাবাদ থেকে ১৮.১৮ ঘণ্টায় ছাড়বে।

দুর্গাপুজো মন্ডপ পরিদর্শনে ব্যারাকপুর এডিসিপি

নববারাকপুরে দুর্গাপুজো মন্ডপ পরিদর্শনে ব্যারাকপুর এডিসিপি

নববারাকপুর ,মঙ্গলবার বিকেলে নববারাকপুরে সার্বজনীন দুর্গাপুজোর তিনটি মন্ডপ পরিদর্শন করেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এডিসিপি সেঃট্রাল ইঃদ্র বদন ঝা। সাথে ছিলেন নববারাকপুর থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য, বিদ্যু ও অগ্নিনির্বাপণ দপ্তরের আধিকারিক ও থানার পুলিশ। ব্যারাকপুর এডিসিপি নববারাকপুর সতীনসেন নগর মহাজাতি পরিষদ, বিদ্রোহী স্পোর্টিং ক্লাব এবং নবপল্লী এভারগ্রীন ক্লাবের সার্বজনীন দুর্গাপুজো মন্ডপ পরিদর্শন করে পুজোর খুঁটিনাটি গাইডলাইন নিয়ে কমিটির উদ্যোক্তাদের সাথে আলোচনা করেন। সু ঃদর ও সুষ্ঠু ভাবে পুজো করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সিসি ক্যামেরা, ডিজে সাউন্ড, প্রবেশ ও বাহির পথ, প্যান্ডেল প্রতিমা উচ্চতা ফায়ার সার্ভিস পরিষেবা সহ কথাবার্তা বলেন উচ্চ পদস্থ আধিকারিক।

জয়নগরে অস্ত্র কারখানার হদিশ,একাধিক অস্ত্র সহ গ্রেফতার ২

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ সামনে বাঙালির বড় উৎসব দুর্গাপুজো উৎসব। আর তার আগে বড়সড় সাফল্য পেল জয়নগর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি পার্থসারথি পালের নির্দেশে জয়নগর থানার এস আই শুভঙ্কর করনের নেতৃত্বে কুড়ি জনের বিশেষ দল জয়নগর থানার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাসানপুরে একটি অর্ধনির্মিত ভাড়াবাড়ীতে অভিযান চালিয়ে বেআইনি অস্ত্র কারখানার সন্ধান পায়। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে একাধিক অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করে পুলিশ। এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত দুই ব্যক্তি হল ফিরোজ গাজী ও ভবেন পাল। ধৃত দুজনেরই বাড়ি হাসানপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়,বিগত তিন মাস আগে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাসানপুর এলাকায় ঘর ভাড়া নিয়ে বসবাস করছিল ফিরোজ গাজী। আর সেই ঘরের ভিতরে বেআইনি অস্ত্র কারখানা তৈরি করেছিল সে। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার মধ্যরাতে ওখানে হানা দিয়ে দুজনকে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার জয়নগর থানায় জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালকে পাশে বসিয়ে বারুইপুর এস ডি পি ও অভিষেক রঞ্জন বলেন, এই ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া ফিরোজ গাজীর বিরুদ্ধে এর আগেও মার্ডার কেসের কেস রয়েছে। গ্রেফতার আরেক ব্যক্তি ভবেন পাল। তাদের কাছ থেকে অস্ত্র তৈরির একাধিক সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের মঙ্গলবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ। ধৃতদের তৈরি এই অস্ত্র কোথায় যেত, কাদের কাছে যেত এবং আর কারা যুক্ত আছে তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

নেজ ফাউন্ডেশন এবং ফোরাম ফর ফিল্ম স্টাডিজ অ্যান্ড এলায়েড আর্টসের উদ্যোগে আইসিসিআর এ চলছে তিনদিনের ইউরোপিয়ান চলচ্চিত্র উৎসব। বিশিষ্ট আবৃত্তিকার ব্রততী বন্দোপাধ্যায় এই উৎসবের সূচনা করেন। সত্যজিৎ রায় প্রেক্ষাগৃহে স্পেনের তৈরি সেডিটা ছবিটি উদ্বোধনী ছবি হিসেবে দেখানো হয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মোট নটি ছবি এবার উৎসবের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। আগামীকাল পর্যন্ত এই চলচ্চিত্র উৎসব চলবে।

রাস্তা নিয়ে কেএমডিএ-র সিইও'কে চিঠি মন্ত্রী অরূপ রায়ের

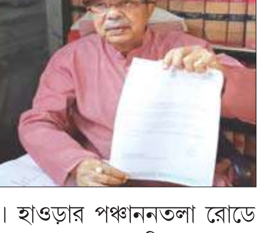

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়ার পঞ্চাননতলায় রাস্তা উঁচু করা নিয়ে আসছিল অভিযোগ, কেএমডিএ-র সিইও'কে চিঠি দিয়ে অভিযোগ জানালেন মন্ত্রী অরূপ রায়। কাজ আপাতত বন্ধ। বৃহস্পতিবার আলোচনায় বসে নেওয়া হবে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত বললেন পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা্ সুজয় চক্রবর্তী। হাওড়ার পঞ্চাননতলা রোডে কেএমডিএ-র রাস্তা নির্মাণের কাজ নিয়ে সাধারণ মানুষের অভিযোগ পেয়ে এবার ওই দপ্তরের সিইও-কে চিঠি লিখলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়। এরপরই মঙ্গলবার সকাল থেকে ওই রাস্তা তৈরির কাজ আপাতত 'বন্ধ' রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, 'পঞ্চাননতলা থেকে বহু মানুষ যারা বড়ো দুর্গাপুজো করছেন তাঁরা আমাকে জানিয়েছেন, রাস্তা ১০ ইঞ্চি উঁচু করায় রাস্তার ধারে সমস্ত দোকান, বাড়ি, আশেপাশের গলি নিচু হয়ে যাচ্ছে। ফলে একটু বৃষ্টি হলে জল জমে যাচ্ছে। বাড়ি, দোকানে জল ঢুকে যাচ্ছে। এই নিয়ে কেএমডিএ-র সিইও'কে একটা চিঠি দিয়েছি। তাতে বলা হয়েছে রাস্তা যাতে উঁচু না হয়। প্রয়োজনে রাস্তা খুঁড়ে সারাই করা হোক। রাস্তা যেন ১ ইঞ্চিও উঁচু না হয়। তা না হলে রাস্তা করার কোনও প্রয়োজন নেই। এইভাবে রাস্তা করলে মানুষের ভালো কিছু তো হবেই না, উপরন্তু ক্ষতি হবে। এই ব্যাপারে পুর প্রশাসকমণ্ডলীর প্রধান ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী এবং পুর কমিশনার বন্দনা পোখরিওয়ালের সঙ্গেও কথা হয়েছে। যাতে আর কোনও রাস্তা উঁচু না হয় সেই ব্যাপারে জানিয়েছি।' তিনি আরও বলেন, 'এর আগে লিখিত অভিযোগ জানাইনি। এবার বহু মানুষের অভিযোগ পেয়েছি। তাছাড়া পরিস্থিতি নিজে গিয়ে দেখেছি। তারপরই লিখিত অভিযোগ করেছি।' অন্যদিকে, এই বিষয়ে হাওড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তথা পুরসভার সড়ক দপ্তরের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত দেবাংশু দাস বলেন, 'কেএমডিএ-র তরফ থেকে হাওড়ার পঞ্চাননতলা রোডে রাস্তা তৈরির যে কাজ বর্তমানে চলছে ওই রাস্তা সমতল থেকে বেশ কিছুটা উঁচু হওয়ায় এলাকার মানুষ বেশ কিছু তাঁদের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আমাদের কাছে জানিয়েছেন। মানুষের সমস্যার কথা আমি পুরসভার চেয়ারম্যানকে জানিয়েছি। চেয়ারম্যান ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী আমাদের জানিয়েছেন, আগামী বৃহস্পতিবার আলোচনার জন্য এক বৈঠক ডাকা হয়েছে। ওই বৈঠকে পুরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, পুরসভার রোড'স এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার সহ এই কাজের দায়িত্বে থাকা কেএমডিএ'র যে আধিকারিক রয়েছেন তাঁকেও ডাকা হয়েছে। ওই রাস্তা নির্মাণের কাজ যতটুকু হয়েছে তা বাদে বাকি কাজ কিভাবে করা যায় তা নিয়েও ওইদিন আলোচনা হবে।' এদিকে, পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী বলেন, 'মানুষের সমস্যা হোক এমন কোনও কাজ আমরা করব না। পঞ্চাননতলার রাস্তার ব্যাপারে মন্ত্রী অরূপ রায় আমাকে মৌখিকভাবে জানিয়েছিলেন। তারপরই আমরা কেএমডিএ-র রাস্তা বিভাগের আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের ডেকেছি। বৃহস্পতিবার তাঁরা আসবেন। ওইদিন তাঁদের সঙ্গে বৈঠক করে আমরা সর্বসম্মত একটি সিদ্ধান্ত নেব। তারপরই আবার কাজ শুরু হবে। আপাতত ওই এলাকায় রাস্তা মেরামতের কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে।'

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে সাধারণ মানুষের সমস্যা শুনলেন মহকুমাশাসক ও বিধায়ক নিমপীঠে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৯৯ সেপ্টেমম্বর ঃ আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানের মেগা ক্যাম্পের কর্মসূচিতে ভিড় চোখে পড়ার মতন জয়নগরে। রাজ্যের সমস্ত বুথের মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অতীতের তিন বিধানসভা নির্বাচনে গ্রামবাংলা থেকে ভরপুর ভালোবাসা পেয়েছেন তিনি। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে এই পদক্ষেপ মমতার ' বলে দাবি রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের।কারণ এই প্রকল্পের মাধ্যমে এক দিকে যেমন স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব, অন্য দিকে রাজনৈতিক ভাবে তৃণমূল কংগ্রেস ও প্রকল্পের কথা সামনে রেখে তৃণমূল স্তরে গিয়ে জন সংযোগ করতে পারবে। যার ফল দেখা যেতে পারে ভোটবাক্সে। আর এই কর্মসূচিতে মঙ্গলবার বেলায় দঃ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর দুই নম্বর ব্লকের ফুটিগোদা গ্রাম পঞ্চায়েতে আমাদের পাড়া আমাদের

সমাধানের মেগা ক্যাম্পের কর্মসূচি পালন করা হয় নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের ইন্দিরা কমিউনিটি হলে।এদিনের আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানের মেগা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ,বারুইপুর মহকুমাশাসক চিত্রদীপ সেন, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জয়নগর দুই নম্বর ব্লকের বিডিও মনোজিত বসু, জয়েঃট বিডিও কৌশিক সাহা, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, জয়নগর দু নম্বর ব্লকের আই ডি ও শ্রেয়া বর্গী,জয়নগর দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল,জয়নগর দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষাকর্মাধ্যক্ষ কর্ণকান্তি হালদার,মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ সুব্রত মন্ডল,বন ভূমির কর্মাধ্যক্ষ ওয়াহিদ মোল্লা,ফুটিগোদা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রীনা মন্ডল, উপপ্রধান সুকান্ত সরদার,গোবিন্দ বিশ্বাস,বিধান হালদার সহ আরো অনেকে।এদিন ফুটিগোদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২২১,২৩২ ও ২৩৩ নং বুথের মানুষের সমস্যা লিপিবদ্ধ করা হয় এই শিবিরের মধ্যে দিয়ে।এদিন মহকুমাশাসক চিত্রদীপ সেন ও বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস এই শিবিরের গুরুত্ব তুলে ধরলেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৮০ সংখ্যা, বুধবার, ২৪ ভাদ্র, ১৪৩২

বাঙালি অভিনেত্রী

নিউ থিয়েটার্সের 'মাই মিস্টার' ছবির নায়িকা রূপে সুমিত্রা দেবী নির্বাচিত হলেও তাঁর প্রথম মুক্তি প্রাপ্ত ছবি 'সন্ধি'। প্রথম ছবিতেই দর্শকের মন জয় করে ফেলেন তিনি। ছবির নায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৪৪ সালে। নবাগত নায়িকা সুমিত্রা দেবী সে বছর বি.এফ.জে.এ (বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন) পুরস্কার পান সেরা অভিনেত্রী হিসাবে। এ ছবি যে আলোড়ন তুলবে কেউ ভাবেনি। 'সন্ধি'-র পরিচালক অপূর্ব মিত্র হলেও এ ছবির প্রযোজক ও চিত্রনাট্যকার দেবকি কুমার বসু। প্রকৃত পক্ষে তিনিই সুমিত্রা দেবীকে ট্রেনিং দেন। তাতেই সুমিত্রা দেবী প্রথম ছবিতেই অসাধারণ অভিনয় করেন। এই ছবিতে তাঁর চরিত্রটি খামখেয়ালি এক বিবাহিত তরুণীর। স্বামী যার একজন ভাল মানুষ। কিন্তু স্ত্রীর খেয়ালের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে স্বামী বেচারার কাহিল অবস্থা। তরুণীর একটাই দুর্বলতা। আরশোলা ভীতি। স্বামী সেটা জানতে পেরে বোতলে আরশোলা রেখে স্ত্রীকে জব্দ করতেন। শেষ কালে স্বামীর সঙ্গে সন্ধি করলেন তরুণী। কলেজে পড়ার সময় ছবিটি দেখেছিলাম কয়েকজন বন্ধু মিলে। পরে যখন প্রথমবার বোম্বাই যাই তখন কে এস ফিল্মসের ক্যামেরাম্যান আমাকে সুমিত্রাদেবীর সঙ্গে পরিচয় করে দেন। আমি আরশোলার গল্প বলতে কী হাসি। অবশ্য এর মধ্যে তাঁর 'পথের দাবি', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সাহেব বিবি গোলাম', 'একদিন রাত্রে', 'আঁধার আলো' দেখেছি। অভিনয়ের জগতে আসার পর তাঁর বিয়ে হয় অভিনেতা দেবী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সে সময় দেবী মুখোপাধ্যায় বিরাট মাপের অভিনেতা। ১৯৪৭ সালে দেবী মুখোপাধ্যায় মারা যান। 'ভাবীকাল' ছবিতে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য দেবী মুখোপাধ্যায় বি.এফ.জে.এ পুরস্কার পেয়েছিলেন। 'সন্ধি' ছবির পর সুমিত্রা দেবী 'পথের দাবী', 'অভিযোগ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'স্বামী', 'সমর', 'দস্যু মোহন', 'সাহেব বিবি গোলাম', 'একদিন রাত্রে', 'আঁধার আলো', 'খেলা ভাঙার খেলা', 'নীলাচলে মহাপ্রভু', 'যৌতুক', 'কিনু গোয়ালার গলি' প্রভৃতি ছবিতে দুর্দান্ত অভিনয় করেন। তাঁর অভিনয়ের জন্য ছবিগুলি ভালো চলেছিল। হরিদাস ভট্টাচার্য পরিচালিত 'আঁধার আলো' ছবিতে সুমিত্রা দেবীর অভিনয় দর্শকমহলে সাড়া ফেলে দেয়। 'আঁধারে আলো' সেই বছর দ্বিতীয় সেরা ছবি হিসাবে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পায়। কার্লোভিভারি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ছবিটি মনোনীত হয়েছিল। এই ছবিতে সুমিত্রা দেবীর অভিনয়ের প্রশংসা অনেকের মুখেই শুনেছি। তিনি বোম্বে টকিজের ব্যানারে বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনি 'রজনী' অবলম্বনে হিন্দি ও বাংলা দ্বিভাষিক ছবি করেন। তাতে তরঙ্গিণীর ভূমিকায় অভিনয় করে হিন্দি ছবির দর্শকদেরও বেশ আপন হয়ে উঠলেন। রাজ কাপুরের 'একদিন রাত্রে'র হিন্দি 'জাগতে রাহো' ছাড়াও সুমিত্রা দেবী আরও কয়েকটি হিন্দি ছবিতে কাজ করেছেন। সেগুলির মধ্যে আছে 'ময়ূরপঙ্খ', 'মমতা', 'দিওয়ানা', 'আরাবিয়ান নাইটস', 'মেরে আরমান মেরে সপনে', 'বীর ভীমসেন' প্রভৃতি। সম্ভ্রম জাগানোর মতো ব্যক্তিত্ব ছিল সুমিত্রা দেবীর।

রাজকন্যার লুপ্ত পত্র উদ্ধার

নাটোরের রাজকুমারীর ২৮৫ টি পত্র ট্রেজারিতে সংরক্ষিত চাবিবিহীন একটি ট্রাঙ্ক থেকে সম্প্রতি এই ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো উদ্ধার করেছে। পত্র, যে যদি হয় কোনো রাজকন্যার ১২০ বছর আগে লেখা। কোনো সন্দেহ নেই। দিঘাপতিয়ার রাজকন্যা ইন্দুপ্রভার গোপনে তুলে রাখা পত্রের সন্ধান পাওয়া গেল। শুধু পত্র নয়, পাওয়া গেছে তার অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি, দিনলিপি, রুপার ফ্রেমে বাঁধানো ছবি, প্রাচীন পদ্ধতিতে তৈরি এবং ব্যবহৃত রাজকন্যার দোয়াত-কলমসহ আরও অনেক কিছু। এ ছাড়া গ্রামের মানুষের বাড়িতে মিলেছে রাজবাড়ির সিন্দুক, রাজা-রানির ছবিসহ অনেক ঐতিহাসিক জিনিসপত্র। এর সঙ্গে এত দিন আড়ালে থাকা মহামূল্যবান পাথরখচিত রাজমুকুট, রাজ পরিধেয় সবকিছু উত্তরা গণভবন সংগ্রহশালায় দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। ট্রেজারিতে একটি ট্রাঙ্কের ওপরে লেখা রয়েছে রাজকুমারী ইন্দুপ্রভা। ট্রেজারিতে পাওয়া যায় মহামূল্যবান পাথরখচিত রাজার মুকুট, জরির জামা, হাতির দাঁতের হাতল লাগানো ছুরি, দামি পাথর কেটে তৈরি রাজবাড়ির থালাবাসনসহ অনেক কিছু। এরই মধ্যে একটি ছবিও পাওয়া যায়। এটি রুপার ফ্রেমে বাঁধানো। ছবিটির পরিচয় খুঁজতে গিয়ে ফ্রেম খোলা হয়। এর পর দেখা যায়, ফ্রেমে আড়াল হয়েছিল রাজকুমারী ইন্দুপ্রভার নাম। রাজবংশের চতুর্থ পুরুষ প্রমথনাথের কন্যা ছিলেন ইন্দুপ্রভা। ট্রাঙ্ক থেকে বের করা হয় ইন্দুর হাতের লেখা ১০টি ডায়েরি। এর মধ্যে একটিতে শুধু কবিতা। অন্যগুলোতে তার আত্মজীবনী। ইন্দুর কাছে বিয়ের আগে ও পরে ২৮৫টি চিঠি লিখেছেন মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী। প্রতিটি চিঠির শেষে লেখা রয়েছে, 'তোমারই মহেন্দ্র'। ইন্দুকে সম্বোধন করা হয়েছে 'প্রিয়তম' হিসেবে। চিঠিতে ছড়িয়ে রয়েছে মান-অভিমান। ইন্দুপ্রভা কলকাতায় থাকার সময় তাকে তিনটি ঠিকানায় চিঠি দিয়েছেন। আবার ইন্দু যখন রাজবাড়িতে থেকেছেন, তখনো কলকাতা থেকে মহেন্দ্র তাকে চিঠি লিখেছেন। দিঘাপতিয়া চিঠিপত্রে তার নাম কখনো রাজকুমারী ইন্দুপ্রভা, কখনো শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা দেবী আবার কখনো শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা চৌধুরানী লেখা পাওয়া গেছে। মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ইন্দুপ্রভার স্বামী। তবে তার সম্পর্কে বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি। ছোট্ট ছোট্ট খামে ভরা চিঠিগুলো যত্নে ভাঁজ করে রাখা। প্রায় ১২০ বছর বা তার কাছাকাছি সময় ধরে চিঠিগুলো এভাবেই খামের ভেতরে রয়েছে। চিঠিগুলো এখনো পড়া যাচ্ছে। একইভাবে ইন্দুর হাতের লেখা কবিতা ও তার আত্মজীবনীও পড়া যাচ্ছে। আনুমানিক ১৫০ বছর আগে দিঘাপতিয়ার রাজকন্যা ইন্দুপ্রভার লেখা এবং ২৮৫টি পত্র এখন নাটোর জেলা প্রশাসনের সংগ্রহশালায়।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

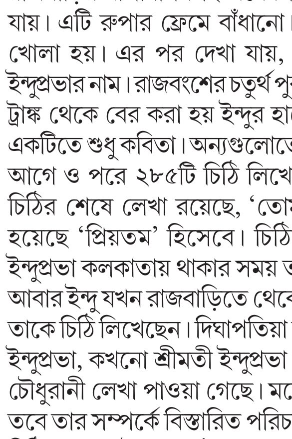

এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো।

দেশকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

পারবে। সেই শক্তি তার রয়েছে। সে আমার দর্শনটাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারবে। আজকে রামকৃষ্ণ মঠ সারা বিশ্বের কাছে প্রশংসিত। তার একটি মাত্র কারণ হল নরেনের মানব সেবা। সেটা করতে পেরেছিল বলেই আজকে বেলুড় মঠ সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। মানব সেবার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বিশ্ববাসীকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন। মানব সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত মানব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। মানব বা প্রাণী সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। মানব সেবক সবার কাছে প্রিয় হন।

াকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, আমি সবাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছি। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি। সেই কারণে দক্ষিণেশ্বরের প্রতিটি সন্তানরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে মানব সেবা করা। নরেনকে সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছি। নরেন আমার সেবার দর্শনটাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে

বাংলায় 'সুরাপান নিবারণী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন সাহিত্যিক রাজনারায়ণ বসু

বিশেষ প্রতিবেদক

খৃষ্টীয় উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক, আধ্যাত্মিক, সাহিত্যিক এবং বৌদ্ধিক ইতিহাসে রাজ নারায়ণ বসু একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে গণ্য হয়ে থাকেন। রাজা রামমোহন রায়ের প্রীতিভাজন আপ্ত-সহায়ক নন্দকিশোর বসুর প্রথম পুত্র রাজনারায়ণ ১৮২৬ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর বা ১২৩৩ বঙ্গাব্দের ২৩শে ভাদ্র তারিখে বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বোড়াল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রাজনারায়ণকে নিয়ে নন্দকিশোরের পুত্র সংখ্যা ছিল চার। কিন্তু এর আগে অল্প বয়সে নন্দকিশোর জনকে নিজের স্ত্রী হিসেবে পেয়েছিলেন, তিনি দেখতে তেমন ভালো না হওয়ার কারণে প্রথমে তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন। তখন একথা জানতে পেরে নন্দকিশোরকে রামমোহন রায় একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, যদি এই স্ত্রীর গর্ভে তোমার উত্তম সন্তান জন্মে তাহা হইলে জানিবে এই কন্যা সর্বাঙ্গসুন্দরী। তাই রামমোহন যে একজন দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন, রাজনারায়ণকে একথার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। সেযুগের বাংলার প্রথানুসারে হাতে-খড়ি হওয়ার পরে গ্রাম্য পাঠশালায় রাজনারায়ণের বাল্য শিক্ষা শুরু হয়েছিল। তৎকালীন বর্ধমানের একজন উগ্রক্ষত্রিয় শ্রেণীর গুরুমশাইয়ের কাছে তিনি তাঁর প্রথম শিক্ষা লাভ করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, সেকালে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই এই 'বর্ধমেনে' পন্ডিতেরাই শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দান করতেন; পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীও তাঁর 'আত্মচরিত' গ্রন্থে নিজের এমন তর একজন শিক্ষকের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এই 'বর্ধমেনে' পণ্ডিতের কাছে শিক্ষা শেষ হওয়ার পরে সাত বছর বয়সে রাজনারায়ণ কলকাতার একটি পাঠশালায় ভর্তি হয়েছিলেন। এরপরে ক্রমান্বয়ে কলকাতার বউবাজারের শম্ভু মাস্টারের স্কুল এবং হেয়ার সাহেবের স্কুল ঘুরে তিনি অবশেষে হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। এখানে তিনি নিজের সহাধ্যায়ী হিসেবে মধুসূদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ছাত্রদের পেয়েছিলেন। এছাড়া এই কলেজে পড়বার সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সিনিয়র ছাত্র ছিলেন।

রাজনারায়ণের দু'বার বিবাহ হয়েছিল। নিজের প্রথম স্ত্রীর জলে ডুবে অকাল মৃত্যু হওয়ার পরে তিনি নিস্তারিণী দেবীকে দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। এই নিস্তারিণী দেবীর রুচি ও সাহিত্যবোধ সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা মধুসূদনের একটি চিঠির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে, যা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যাঁকে 'মৈত্রেয়ী' বলে সম্বোধন করতেন, তিনি রাজ নারায়ণের জন্য কত উপযুক্ত সহধর্মিণী ছিলেন। রাজনারায়ণের ছাত্রাবস্থাতেই মূলতঃ হেয়ার সাহেবের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি 'বিতর্কসভা'র মাধ্যমে, এবং সেযুগের একটি হাতে লেখা পত্রিকার সম্পাদনা-রচনায় রাজনারায়ণের মধ্যে সাহিত্যবুদ্ধি সঞ্চারিত হতে, আর এরপরে ধীরে

ধীরে তাঁর মধ্যে জাগরণযুগের লক্ষণগুলিও যে প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল, রাজনারায়ণের 'আত্মচরিত' গ্রন্থের পাঠক -পাঠিকামাত্রেই এবিষয়ে অবগত রয়েছেন। ঊনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যকে নতুন করে চেনা ও জানা; সেযুগের একটা বড় লক্ষণ ছিল। রাজনারায়ণের জীবনেতিহাস থেকে জানা যায় যে, তিনি সাহিত্য ছাড়া ইতিহাসেরও বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর রচনাবলীর সিংহভাগ রচনাই ইতিবৃত্তমূলক। এবং প্রসঙ্গতঃ একথাও উল্লেখ্য যে, রাজনারায়ণ তাঁর ছাত্রাবস্থাতেই একজন historian হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছিলেন। তবে সেযুগের বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি ইংরেজি সাহিত্যের গভীরতাতেও তাঁর প্রবেশ ঘটেছিল বলেই তিনি নতুন জীবনের পাত্রে প্রাচীন জীবনকে যথাসম্ভব যাচাই করে নিতে পেরেছিলেন, যার বড় প্রাপ্তিটিই ছিল দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর নির্মল ও অকুন্ঠ অধিকার। অথচ তাঁর সময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অসম্ভব রকমের বিমুখতা ছিল। এপ্রসঙ্গে রাজনারায়ণ নিজেই তাঁর 'সেকাল আর একাল' নামক গ্রন্থ লেখেন। নবজাগরণের যুগের বাংলার অন্য যে বিশিষ্ট লক্ষণটি সেযুগের ইংরেজি-শিক্ষার্থী নব্যযুবকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, সেটা হল যে, মদ্যপান করাকে তাঁরা আধুনিক সভ্যতার একটা বিশেষ অঙ্গ বলে মনে করতেন; একইসঙ্গে হিন্দুদের জন্য 'নিষিদ্ধ মাংস',এর প্রতিও তখন তাঁদের একটা অকারণ ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। কিন্তু প্রসঙ্গতঃ একথাও স্মরণীয় যে, সমকালের শিক্ষার একটা ধনাত্মক দিকও অবশ্যই ছিল। তা না হলে একদা যে রাজনারায়ণ গোলদীঘির পাড়ে বসে মদ খেয়ে 'টুপভুজঙ্গ' হয়ে বাড়ি ফিরতেন, সেই তিনিই কিন্তু ১৮৬১ সালে বাংলার প্রথম 'সুরাপান নিবারণী সভা' স্থাপন করেছিলেন। বস্তুতঃ প্যারীচরণ সরকারের আগেই রাজনারায়ণ ঊনিশ শতকের বাংলায় এবিষয়ে পথিকৃতের ভূমিকাটি গ্রহণ করেছিলেন। তখন তাঁর মধ্যে এই যে নৈতিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, তা এরপরে তাঁর ধর্মজীবনেও একটা অনিবার্য পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। আর একারণেই প্রচলিত হিন্দুধর্মে বিশ্বাস হারিয়ে তিনি তাঁর সময়কার বাংলায় প্রচারিত হিন্দুধর্মের সারাৎসার বলে বিজ্ঞাপিত ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই যে ধর্মান্তর গ্রহণ, এটা কিন্তু সেযুগের কোনো স্রোতে গা-ভাসিয়ে দেওয়া ছিল না। কারণ, প্রকৃত ধর্ম এবং যুক্তিহীন ধর্মাচরণের মধ্যে যে আকাশ-পাতালের পার্থক্য রয়েছে, একথা তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাঁর সময়ে হিন্দুধর্মের মধ্যে যে আবিলতা, সংস্কারপন্থা এবং যুক্তিহীনতা দেখা দিয়েছিল, এসবের পরিবর্তে তাঁর শিক্ষিত মন তখন একটা হৃদয়গ্রাহ্য একেশ্বর এবং শ্রদ্ধাশীল ধর্মকেই গ্রহণ করতে চেয়েছিল। বস্তুতঃ সনাতন হিন্দুধর্মের সঙ্গে তাঁর কোনও ধরণের বিরোধ ছিল না; তাঁর বিরোধ ছিল সেকালের পুরোহিততন্ত্রের গড্ডালিকাপ্রবাহের সঙ্গে। তিনি যেমন বিশ্বাস করতেন যে, ধর্মহীন শিক্ষা কোনও শিক্ষাই হতে পারে না, তেমনি আবার একথাও বিশ্বাস করতেন যে, বহুদেববাদই মানুষের মধ্যে অকারণ বিচ্ছিন্নতা ও অসম্মানের কারণ। আর খুব সম্ভবতঃ একারণেই তাঁর বক্তৃতা এবং প্রার্থনাগুলিতে একটা যুক্তি-আশ্রয়ী পরিচ্ছন্ন ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদী মন প্রকাশিত হয়েছে বলে লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ যা কিছু তাঁর মনের বিরোধী ছিল, নিজের জীবন সংশয় ঘটলেও তিনি সেসবের সঙ্গে কোন ধরণের আপোষ করতে নারাজ ছিলেন। তবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করবার জন্য তিনি তখন যে সামাজিক ও মানসিক নির্যাতন ভোগ করে ছিলেন, এর থেকে বহুগুণ লাঞ্ছনা সুরাপান নিবারণ আন্দেলনের সময়ে মাতালদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

রাজনারায়ণ তাঁর কর্মজীবনে ব্রাহ্মসমাজকেই নিজের প্রথম কর্মক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এসময়ে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাসূত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে ১৮৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার অনুবাদক হিসেবে প্রথমে যুক্ত হয়েছিলেন। পরে একাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি ১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মেদিনীপুর সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদগ্রহণ করে ছিলেন। তবে অবশ্য এই দুই কাজের ফাঁকে তিনি কিছুকাল যাবৎ সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদেও কর্মরত ছিলেন। এরপরে মেদিনীপুরে কর্মে যোগ দিয়ে একটানা আঠারো বছর শিক্ষকতা করবার পরে রাজনারায়ণ তাঁর কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। এসময়ে তাঁর পরিশ্রমে মেদিনীপুরের একটি অবহেলিত স্কুল, যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৪৪-৪৮ সাল; এই পাঁচবছর ছাত্র ছিলেন, সেটি বাংলার একটি উল্লেখযোগ্য বিদ্যার আলয়ে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এসময়ে নিজের শিক্ষকতার সঙ্গে তিনি আধুনিক ধর্মে বিশ্বাসী ও দেশপ্রেমিক হন।

লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী।

জনস্বাস্থ্য নিয়ে রাজনীতি করাটা কি উচিত?

বিশেষ প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আকস্মিক স্বাস্থ্যবীমায় করছাড় ঃ জনস্বার্থ নাকি রাজনৈতিক কৌশল? ভারতের অর্থনীতি এবং নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আকস্মিক সিদ্ধান্ত নতুন কিছু নয়। কখনও মুদ্রানীতি, কখনও কৃষি আইন, আবার কখনও সামাজিক প্রকল্প; প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারবার এমন কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন, যা একদিকে জনমনে আলোড়ন তুলেছে, অন্যদিকে সমালোচনার ঝড়ও ডেকেছে। এবারও তেমনই এক সিদ্ধান্ত ঘিরে জাতীয় স্তরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে স্বাস্থ্যবীমার ওপর আকস্মিক করছাড় ঘোষণা। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে তা সাধারণ মানুষের জন্য কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বয়ে আনবে ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে এর মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক তাৎপর্যও লুকিয়ে আছে। প্রশ্ন উঠছে; এটি কি সত্যিই জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ, নাকি আসন্ন নির্বাচনের আগে জনপ্রিয়তা বাড়ানোর এক কৌশল?

স্বাস্থ্যবীমা বর্তমানে ভারতের সমাজে ক্রমবর্ধমান চাহিদার একটি ক্ষেত্র। সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা যতটা উন্নত হওয়ার কথা ছিল, বাস্তবে ততটা হয়নি। বিশেষ করে কোভিড মহামারীর পর মানুষের উপলব্ধি হয়েছে স্বাস্থ্য খাতের গুরুত্ব কতটা। বেসরকারি হাসপাতালের খরচ সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে।

সেই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবীমা অনেক পরিবারের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এখানে একটি বড় সমস্যা হল; বীমার প্রিমিয়াম অনেক সময় এতটাই বেশি যে গরিব বা মধ্যবিত্ত মানুষরা সেটি বহন করতে পারেন না। তার ওপর বীমা প্রিমিয়ামের ওপর কর চাপায় খরচ আরও বেড়ে যায়। ফলে বহু মানুষ স্বাস্থ্যবীমা নিতে চান, কিন্তু নিতে পারেন না।

এই প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আকস্মিক করছাড়ের ঘোষণা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক বার্তা বহন করে। করছাড় মানে সরাসরি বীমার খরচ কিছুটা হলেও কমে আসবে। এতে মধ্যবিত্ত পরিবার কিছুটা স্বস্তি পাবে। পাশাপাশি, গরিব বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারও হয়তো বীমার আওতায় আসতে উৎসাহিত হবে।

সরকার যদি স্বাস্থ্যবীমার প্রসার ঘটাতে চায়, তবে করছাড় এক কার্যকর উপায়। এতে শুধু মানুষের উপকারই হবে না, স্বাস্থ্য খাতে বেসরকারি বিনিয়োগও বাড়বে।

তবে প্রশ্ন উঠছে এই সিদ্ধান্তের সময় নিয়ে। কেন হঠাৎ এখন এই ঘোষণা? দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচন আসন্ন, আর জাতীয় স্তরেও বড় লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। এই অবস্থায় জনপ্রিয়তা বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকার যদি এমন পদক্ষেপ নেয়, তবে তাতে রাজনৈতিক কৌশল থাকার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, আকস্মিক করছাড় ঘোষণার পিছনে হয়তো বাজেটের বাস্তব হিসাবের চেয়ে রাজনৈতিক লাভ-ক্ষতির হিসাব বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। কারণ করছাড় মানে সরকারের রাজস্ব কমবে। স্বাস্থ্যবীমার মতো বড় খাতে করছাড় দিলে তা কোটি কোটি টাকার ক্ষতি তৈরি করবে। সেই ক্ষতি কীভাবে পুষিয়ে নেওয়া হবে, তার স্পষ্ট উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। এখানে আর একটি দিক উল্লেখযোগ্য। ভারতের স্বাস্থ্য খাতের অন্যতম বড় সমস্যা হল বৈষম্য। শহর ও গ্রামের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবধান বিপুল। বেসরকারি হাসপাতালের আধিক্য শহরে, আর গ্রামে সরকারি হাস পাতালই একমাত্র ভরসা। কিন্তু সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো অনেক সময়ই যথেষ্ট নয়। এই প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যবীমার করছাড় শহুরে মধ্যবিত্তকে বেশি উপকৃত করবে, কিন্তু গ্রামের গরিব মানুষ কতটা উপকৃত হবে তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কারণ তাঁদের আয় এতটাই সীমিত যে করছাড় পেলেও বীমার প্রিমিয়াম অনেক সময় বহন করা সম্ভব হয় না।

তাহলে এই নীতি আসলে কাদের জন্য? বিশ্লেষকদের মতে, এই সিদ্ধান্ত প্রধানত মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণির দিকে লক্ষ্য করে নেওয়া। কারণ এই শ্রেণি ভোটের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে শহুরে অঞ্চলে। তারা সরকারের নীতির প্রতি দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখায়, আর তাদের ভোটের আচরণ রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই করছাড়ের মতো পদক্ষেপ আসলে ভোট -রাজনীতির কৌশল হিসেবেও দেখা যেতে পারে। অন্যদিকে এই সিদ্ধান্তের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়েও প্রশ্ন আছে। সরকারের রাজস্ব কমলে তার প্রভাব পড়বে সামাজিক খাতে ব্যয়ে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি বা অবকাঠামো; সব ক্ষেত্রেই বাজেট সংকট দেখা দিতে পারে। করছাড় দিয়ে যদি ভোটারদের খুশি করা হয়, কিন্তু সেই কারণে যদি দীর্ঘমেয়াদে সরকারি পরিষেবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে। আর এটাই সমালোচকদের প্রধান যুক্তি। স্বাস্থ্য সুরক্ষা রাজনীতর অঙ্গ হয় না।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁয়ের শিক্ষা জীবন

বেণী মাধব, বারাণসী

সঙ্গীতের টানে তিনি যখন বাড়ি ছেড়ে পালালেন তখন তাঁর বয়স মাত্র দশ বছর। জুটে গিয়েছিলেন এক যাত্রা দলের সঙ্গে। সেই যাত্রাদলের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। জারি, সারি, বাউল, ভাটিয়ালি, কীর্তন, পাঁচালি সহ হরেক রকমের পদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটলো একে একে।

একপর্যায়ে পথ চলতে চলতেই হাজির হয়েছিলেন কলকাতায়। কলকাতা গিয়ে গোপাল কৃষ্ণ ভট্টাচার্য ওরফে নুলো গোপালের দ্বারে দিলেন হাজিরা। করজোরে আবেদন যদি তাঁকে শিষ্যত্ব দেন নুলো গোপাল! তবে গোপাল কৃষ্ণ জুড়ে দিলেন আশ্চর্য এক শর্ত। শর্ত মানলে তবেই শিষ্যত্ব পাবেন আলাউদ্দিন। শর্তটি হলো, 'একাধারে এক যুগ সঙ্গীত সাধনা করতে পারলেই তবেই আলা উদ্দিনকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করবেন তিনি। বিন্দুমাত্র দেরী না করে আলাউদ্দিন রাজি হলেন মুহূর্তেই।

বছরের পর বছর ধরে একইভাবেই চলেছিল তাঁর সঙ্গীত সাধনা। প্রতিদিন ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চলছিল সাধনা। কিন্তু সাত বছরের মাথায় একদিক হঠাৎ প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে বিনা নোটিশে হাওয়া গোপাল কৃষ্ণ। অকূল পাথারে পড়লেন আলাউদ্দিন। তবে ভবিতব্য বুঝি এখানেই শেষ।

কে জানতো, সবে তো শুরু। এই সাতবছরে চরম অধ্যবসায়ের ফল পরবর্তী জীবনের আলাউদ্দিন খাঁকে গড়ে দিয়েছিল। এইসময়ে গান শুনে তিনি স্বরলিপি তৈরি করতে পারতেন তিনি। একপর্যায়ে হাবু দত্তের কাছে ক্ল্যারিওনেটের তালিম নিতে শুরু করেন।

গোয়ানিজ লবো সাহেবের কাছে শিখলেন পাশ্চাত্য ধাঁচে বেহালা বাদন। হাজারী ওস্তাদের কাছে সানাই বাদন। নন্দবাবুর কাছে পাখোয়াজ। হাবু দত্তই মাসিক ১ টাকা বেতনে তাঁকে জুটিয়ে দিলেন মিনার্ভা থিয়েটারে। কাজ যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীর। কিন্তু কিছুতেই যেন স্বস্তি পাচ্ছিলেন না আলাউদ্দিন। ততদিনে ২৫ ধরণের বাদ্য যন্ত্রের দখল তাঁর হাতে।

একদিন কলকাতার এক আসরে যুবক আলাউদ্দিনের বাদন শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন ময়মনসিংহের মুক্তা গাছার জমিদার জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী। আমন্ত্রণ জানালেন তিনি মুক্তাগাছায়। মুক্তাগাছায় যেদিন

আলাউদ্দিন যখন সঙ্গীত পরি বেশনের কথা তার কিছুক্ষণ আগে সরোদ পরিবেশন করছিলেন কিংবদন্তি সরোদিয়া ওস্তাদ আহমদ আলী।

সেই সরোদের বাদন শুনে আলাউদ্দিন যেন স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মনে তাঁর ধাক্কা লাগলো। আরে এই ব্যাটাকেই তো আমি খুঁজছি! ঠিক করলেন এই লোকের কাছে সরোদে তালিম না নিলে জীবন বৃথা। আয়োজন শেষে গিয়ে ধরলেন মুক্তাগাছার জমিদারকে। মুক্তা গাছার জমিদারের একান্ত অনুরোধে রাজি হলেন ওস্তাদ আহমদ আলী খাঁ। মুক্তাগাছা ছেড়ে আহমদ আলী খাঁয়ের সঙ্গে কলকাতায় ফিরলেন আলাউদ্দিন। চারবছর চললো অব্যাহতভাবে সরোদে তালিম। সঙ্গীত চর্চার ফাঁকে গুরুর সমস্ত বিষয় দেখভাল করতেন আলাউদ্দিন। চার বছর একাধারে তালিমের পর তিনি ঠিক করলেন কিংবদন্তি বীণা বাদক ওয়াজির খাঁ এর কাছে যদি সঙ্গীতে তালিমের সুযোগ মিলে তাঁর।.

ওস্তাদ ওয়াজির খাঁ ছিলেন উত্তর প্রদেশের রামপুরের নবাবের সভা বাদক। একই সঙ্গে তিনি তান সেনের বংশধর এবং তৎকালীন সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ।

ওস্তাদ ওয়াজির খাঁয়ের কাছে আলাউদ্দিন খাঁ'র শিষ্যত্ব নেওয়ার পদ্ধতিটি ছিল অভিনব। কলকাতা থেকে বহুকষ্টে একদম অচেনা ও অজানা শহর রামপুরে গিয়ে পৌঁছালেন যুবক আলাউদ্দিন। একে তো অচেনা দ্বিতীয়ত ভাষার পার্থক্য। কোন নিকটাত্মীয় ও নেই। শেষপর্যন্ত এক মসজিদে গিয়ে রাতটি কাটানোর আশ্রয় প্রার্থনা করতেই মন গললো মসজিদের ইমামের। আশ্রয় মিললো মসজিদেই।

পরদিন ওস্তাদ ওয়াজির খাঁয়ের সাক্ষাতের আশায় গেলেন ওয়াজির খাঁয়ের বাড়ির দুয়ারে। কিন্তু কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিক তেমনি ভিতরে যাওয়ার ও অনুমতি নেই দাঁড়িয়েছিলেন ঠায়। সকাল পেরিয়ে দুপুর, দুপুর পেরিয়ে সন্ধ্যা নামলো কিন্তু দেখা পেলেন না ওস্তাদ ওয়াজির খাঁয়ের। শেষোক্ত সেই মসজিদেই ফিরে যেতে হল আলাউদ্দিনকে।

দ্বিতীয় দিন ফের গেলেন তিনি। এবার কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে এগুতেই পথ আটকালো নিরাপত্তা রক্ষী। অনুমতি ব্যতিরেকে যাওয়া নিষেধ। শেষপর্যন্ত রাতে ব্যর্থ মনোরথে আবারও মসজিদে ফেরা। এভাবেই একাধারে চললো একটানা তিন সপ্তাহ। সাতসকালে গিয়ে রাতে মসজিদে ফেরা। কিন্তু ততদিনে মসজিদের ইমাম ও আপন করে নিয়েছেন আলা উদ্দিনকে। একপর্যায়ে ক্রমাগত ব্যর্থতায় হতাশা পেয়ে বসলো আলাউদ্দিনকে। একসময় সিদ্ধান্ত নিলেন আত্মহত্যার। ঠিক করলেন আত্মহত্যার আগে এখানে আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কিত সমস্ত কিছু তিনি সেই ইমামকে খুলে বলবেন। শুনে ইমাম সাহেব বললেন, এটি তো বেশ দুরূহ। চল আমরা ভেবেচিন্তে দেখি কিছু বের করতে পারি কিনা। কিন্তু তুমি যদি আত্মহত্যা করো তাহলে তো জীবনটাই শেষ!' শেষমেশ ভেবেচিন্তে একটি পথ পাওয়া গেল। পথটি হল নবাব যখন গাড়ি নিয়ে বের হবেন তখনই গাড়ীর নিয়ে ঝাঁপ দেওয়ার অভিনয় করবেন আলাউদ্দিন। তাতেই হয়তো সুযোগ মিলবে।

কথামতো আলাউদ্দিনের মনের গভীর আকুতি মিশিয়ে হিন্দিতে একটি চিঠি লিখলেন ইমাম। চিঠির সঙ্গে কীভাবে কি করতে হবে সব কিছুই বললেন। পরদিন আবার নবাব মহলের ফটকের সামনে উপস্থিত হলেন আলাউদ্দিন। দেখলেন নবাবের গাড়ি এগিয়ে আসছে, নবাবের গাড়ি কাছাকাছি আসতেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন আলাউদ্দিন। ব্রেক কষে গাড়ি থামাতেই নবাব গাড়ি ছেড়ে নেমে এলেন। আলাউদ্দিন নবাবের সামনে খুলে বললেন সমস্ত কিছু। তাঁর আগমন প্রসঙ্গে, একই সঙ্গে বাড়িয়ে দিলেন ইমাম সাহেবের সেই চিঠি। সঙ্গীতের প্রতি আলাউদ্দিন আগ্রহ গভীর আগ্রহ।

'দৃষ্টিকোন' উত্তম-ফ্যান

বেবি দাস, টালিগঞ্জ স্টুডিও

সেদিন গুরু এক সিনেমা হলে গেলাম, যেখানে প্রথমবার 'সপ্তপদী' দেখেছি, প্রথমবার 'চাওয়াপাওয়া।' সেই সিনেমা হল আর নেই এখন জামাকাপড়ের দোকান। গিজগিজে ভিড়। আমি কিন্তু ভিড়ে তোমাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। এই যে তুমি ওথেলো সেজে ডেসডিমোনার গলা টিপে ধরলে। ইট ইজ দি কজ, মাই সোল, লেট মি নট নেম ইট টু ইউ.... ইট ইজ দি কজ, ইয়েট আই উইল নট শেড হার ব্লাড,... ইয়েট শি মাস্ট ডাই...। কী নির্মম লাগছিল তোমাকে। তুমি মেরে ফেললে। তারপর নিজে মরলে। তুমি গুরু নীল আকাশের জেট বিমান। বিনারেখার পথ ধরে যাচ্ছ। আমরা ধোঁয়া। যেখানেই যাও, তোমার পিছনেই আছি। এই পথের তো শেষ নেই।

গুরু, তোমারও একশো বছর? এ-ও হয়? হতে পারে? গুরু, তোমার জন্ম শরতে। মৃত্যু বর্ষায়। একেবারে পিঠোপিঠি। আমিও তোমার পিঠে পিঠ ঠেকিয়েই বসে আছি। দুজনের মুখ দুদিকে। একদিকে গলায় মালা ঝুলিয়ে নিতাই হালুই শতবর্ষের হাসি হাসছে। আর দিকে রিনা ব্রাউন বলছে, 'আমাকে তুমি টাচ করবে না।' তুমি না-করো, আমি একবার টাচ করি গুরু? অনুমতি দেবে?' তুমি হাসছ। সেই বৃষ্টি-ধোওয়া ম্যাটিনি শো-তে উড়ুক্কু নেশার মতো ভাসছে তোমার হাসি। আমি জামাকাপড়ের ভিড়ে বৃষ্টির গন্ধ পাচ্ছি। তুমি কাঁধে ঝোলা ঝুলিয়ে হেঁটে যাচ্ছ বনপলাশীর দিকে। কেউ দেখতে পাচ্ছে না। আমি ঠিক দেখতে পাচ্ছি তোমাকে। এই তো সেদিন দেখলাম আমাদের মুলুকের নিতাই হালুইয়ের একশো হল। চুকচুক করে হাসল। নাতি-পুতিরা হিন্দি গান চালিয়ে দিল। বেলুন উড়ল। হেঁড়ে গলায় গান ধরল, 'হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ।' কেউ একজন নিতাইয়ের কপালে দুববো ঠেকিয়ে বলল, 'বেঁচে থাকো।' তাই শুনে নিতাই বুড়োর কী হাসি! আর তুমি গুরু সেই কবে লাটাই গুটিয়ে নিলে। একশোর মাঝপথে।

সিনেমা হলের চামচিকে ডানা ঝাপটিয়ে চলে গেল। সামনের সিটে বসা করবী মাসি আঁতকে উঠে বলল, 'না, উত্তমকুমার মরতে পারে না।' তুমিই গুরু তখন করবী মাসির স্বামী। আমাদের নারায়ণ মেসো। পর্দা পড়ল। কিন্তু তুমি তখনও তাকিয়ে রিনা ব্রাউনের দিকে। অপলক। আমরা সিটি মারলাম, 'গুরু গুরু।' কাপড়ের দোকানে ভিড়ে, দরদামের ফাঁকে, বারবার শুনছি আওয়াজটা, 'গুরু গুরু।'

তোমার পথ এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল? বাইকের পিছনে বসে রিনা ব্রাউন এখনও ফিসফিস করছে, 'তুমি, তুমি।' বাইক ছুটছে। বাইক হারিয়ে যাচ্ছে। পথের বাঁকে। আকাশের নীলে। রিনা তোমার কাঁধে থুতনি ঠেকিয়ে বলছে, 'তুমিইইই।' তুমি বলছ, 'না না, তুমি।' এ এক অনন্ত তরজা। আমরা আটকে আছি।

জানো গুরু, যেদিন চাওয়াপাওয়া দেখতে গেলাম, কী বৃষ্টি! চারদিক সাদা। ধূসর। লোকজন ভিজে চুপসে লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটছে। তখন কাঁচা বয়স। খুব ভালোবাসতে ইচ্ছে করত। বৃষ্টি এলে ভালোবাসা গাঢ় হতো। যে-পথ গেছে সন্ধ্যাতারার পানে, সেই পথে কারও সঙ্গে হাঁটতে ইচ্ছে করত। বৃষ্টিতে আমি আর সে এক ছাতার নীচে। ওর মুখ বেয়ে জল এসে গড়িয়ে পড়ছে আমার হাতে। অনন্ত জলছাঁটে আমরা ভিজে যাচ্ছি। সুদূর কোন নদীর পারে, গহন কোন বনের ধারে...। কিন্তু সেসব কিছুই হয়নি। ভালোবাসার মানুষ শুধু দূরে চলে গেছে। বহুদূরে।

দার্জিলিংয়ে ফিরছে ১৪২ বছরের পুরোনো স্টিম ইঞ্জিন - হিমালয়ান ট্র্যাকে নতুন করে দৌড়াবে ইতিহাস!

দার্জিলিং, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (DHR) উদ্যোগে ফের প্রাণ ফিরে পেতে চলেছে ভারতের রেল ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ-১৪২ বছরের পুরোনো একটি স্টিম ইঞ্জিন। দিল্লির রেল মিউজিয়ামে দীর্ঘদিন ধরে শোকেস করে রাখা এই ঐতিহাসিক ইঞ্জিনটিকে শীঘ্রই নিয়ে আসা হচ্ছে দার্জিলিংয়ে। যদি সব পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়, তাহলে আগামী মাসেই দেশের রাজধানী থেকে পাহাড়ি পথে পৌঁছে যাবে ইঞ্জিনটি। এই ইঞ্জিনটি তৈরি হয়েছিল ১৮৮২-৮৩ সালে, ব্রিটিশ আমলে। প্রথমে এটি সক্রিয়ভাবে পাহাড়ি রাস্তায় চলত, পরে ১৯৯৯ সালে ভারতীয় রেল বোর্ডের সদর দপ্তরে শোকেস হিসেবে রাখা হয়। ২০২২ সালে সেটিকে স্থানান্তর করা হয় দিল্লির রেল মিউজিয়ামে। রেলপ্রেমীদের কাছে এটি এক ঐতিহাসিক বস্তু হিসেবেই বিবেচিত। সম্প্রতি দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের এক প্রতিনিধি দল দিল্লির মিউজিয়ামে গিয়ে ইঞ্জিনটি পরিদর্শন করেন এবং এটিকে পুনরায় সচল করে ট্র্যাকে ফেরানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রেল বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে- ইঞ্জিনটি ফের পাহাড়ি ট্র্যাকে দৌড়বে। ইঞ্জিনটি দার্জিলিংয়ে পৌঁছনোর পর DHR-এর তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে শুরু হবে তার পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়া। এখানকার অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ও কারিগররা ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। এর আগে, এই ওয়ার্কশপের কর্মীরাই সফলভাবে প্রাণ ফিরিয়েছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে ছোট স্টিম ইঞ্জিন হিসেবে পরিচিত 'বেবি সিভক'-কে। DHR-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী জানিয়েছেন, ইঞ্জিনটি মেরামতের বিষয়ে আমরা আশাবাদী। একবার সফলভাবে চালাতে পারলে, ভবিষ্যতে আরও বেশ কয়েকটি বসে যাওয়া ইঞ্জিন-যেমন গুয়াহাটি, হাওড়া এবং দিল্লি থেকে-নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে। ১৪২ বছরের পুরোনো এই স্টিম ইঞ্জিনটি শুধুই একটি যন্ত্র নয়, এটি রেল ইতিহাসের এক জীবন্ত অধ্যায়। যদি এই ইঞ্জিনটি ট্র্যাকে ফিরতে পারে, তাহলে তা পর্যটকদের জন্য এক অনন্য হেরিটেজ রেল রাইডের সুযোগ করে দেবে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ইতিমধ্যেই এই ইঞ্জিনটিকে পর্যটনের কেন্দ্রবিন্দু করে একটি হেরিটেজ রুট তৈরি করার পরিকল্পনা করছে। DHR এর জনপ্রিয়তা আরও বাড়াতে রেল কর্তৃপক্ষ তিনটি নতুন জয়রাইড চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই জয়রাইডগুলির মধ্যে কিছু সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখার জন্য পরিকল্পিত, আবার কোনওটিতে পর্যটকরা চা বাগানে গিয়ে চা পাতার তোলার কাজ দেখতে পারবেন। এই জয়রাইডগুলি আসন্ন দুর্গাপুজো থেকেই শুরু হবে বলে জানা গেছে। এখানে স্টিম ও ডিজেল-দু'ধরনের ইঞ্জিনই ব্যবহার করা হবে। জয়রাইডের ভেতর ব্রেক জার্নি বা মাঝপথে থেমে বিশেষ দৃশ্য দেখানোর ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। বর্তমানে DHR-এর হাতে রয়েছে ১৩টি সচল স্টিম লোকোমোটিভ। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে শুধুমাত্র পাহাড়ি রেলপথ নয়, এটি UNESCO-র ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবেও স্বীকৃত। ফলে এই ধরনের ইঞ্জিন পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে রেল শুধুমাত্র ঐতিহ্য সংরক্ষণ করছে না, বরং পর্যটন উন্নয়ন ও আঞ্চলিক অর্থনীতিতেও তা বড় ভূমিকা রাখবে। ঋষভ চৌধুরী বলেন, এই ইঞ্জিনটি ট্র্যাকে ফেরত পাঠাতে পারলে আমরা শুধু ইতিহাস বাঁচাব না, পর্যটকদের জন্য নতুন অভিজ্ঞতারও দরজা খুলে যাবে।

জল বাড়ছে তিস্তা এবং জলঢাকায়, হলুদ সর্তকতা জারি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ জল বাড়ছে তিস্তা এবং জলঢাকা নদীতে। অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতা জারি। দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে জলপাইগুড়ি গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে। মঙ্গলবার সকাল ৮ টায় ৮৯০ কিউমেক জল ছাড়া হয়। মঙ্গলবার সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ। উত্তরের জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টি। পাহাড় এবং সমতলে বৃষ্টি। তিস্তায় মেখলিগঞ্জ থেকে বাংলাদেশ বর্ডার অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতার পাশাপাশি এনএইচ ৩১ জলঢাকা নদীর ওপরেও অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতা জারি রয়েছে বলে ফ্লাড কন্ট্রোল রুম জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তর সূত্রে খবর।

বেহাল রাস্তার পূর্ন সংস্কারের দাবীতে স্মারকলিপি পেশ

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রবেশদ্বার মেচেদার পাঁচ মাথার মোড় থেকে কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত প্রায় ৪০০ মিটার রাস্তাটি খানা-খন্দে ভর্তি হয়ে দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াত অযোগ্য অবস্থায় রয়েছে। নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের মেছেদা শাখার পক্ষ থেকে প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকের নিকট বহুবার ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। এমনকি পথ অবরোধ করেও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু আজও প্রশাসন রাস্তাটি সংস্কারে সদর্থক কোন ভূমিকা নেননি। এই অবস্থায় মঞ্চের পক্ষ থেকে আজ তমলুকের মহকুমা শাসককে ডেপুটেশনের মাধ্যমে গনস্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের পক্ষে নারায়ন চন্দ্র নায়ক, প্রশান্ত কুমার কুইলা, গৌতম সামন্ত, বিশ্বনাথ দন্ডপাট প্রমুখ। মহকুমা শাসক দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। নারায়নবাবু বলেন, রাস্তাটি দিয়ে প্রত্যহ প্রায় সহস্রাধিক বাস-ট্রাক সহ ছোট গাড়ি যাতায়াত করে। বর্ষার সময় ওই অংশ বা ফুটপাত দিয়ে পথচারীরা হেঁটে যাতায়াত করতেই পারেন না। যাতায়াতের সময় ওই পথ দিয়ে কোন গাড়ি গেলে জল ছিটকে পথচারীদের জামা-কাপড় ব্যবহার অযোগ্য হয়ে পড়ে। একাধিকবার ছোটখাটো দুর্ঘটনাও ঘটেছে। ফলস্বরূপ আমরা উচ্চ প্রশাসনের নিকট উপরোক্ত কর্মসূচি নিতে বাধ্য হয়েছি। যদি প্রশাসনের টনক না নড়ে তাহলে আমরা আরো বড় আন্দোলনের কর্মসূচি নিতে বাধ্য হব।

রোগী মৃত্যুর অভিযোগে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগে মঙ্গলবার তুমুল বিক্ষোভ হয় খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। জানা গেছে, খড়িবাড়ির নেতাজিপল্লির বাসিন্দা রাজা দত্ত নামে এক যুবক বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে মঙ্গলবার হাসপাতালে আসেন। অভিযোগ, কর্তব্যরত চিকিৎসক সঠিক চিকিৎসা না করায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর। রোগীর পরিজনদের ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠে হাসপাতালের এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন মৃতের আত্মীয়- পরিজন ও স্থানীয়রা। গোটা ঘটনায় ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে স্মারকলিপি দিয়ে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেন মৃতের আত্মীয়-পরিজন সহ বন্ধুরা।

কবিগুরুকে অসম্মান! গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা, উত্তাল চাঁচল কলেজ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর মালদার চাঁচলে। কেঃদ্রবিরোধী বিক্ষোভের মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি পোড়ানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) প্রাক্তন ছাত্রনেতা এ বি সোয়েল ওরফে নাসিমুল হককে। ঘটনার মাত্র একদিন আগেই তাঁকে টিএমসিপি থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল। এবার সেই ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করল পুলিশ। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে চরম বিতর্ক ও চাপানউতোর। ২ সেপ্টেম্বর চাঁচল কলেজের সামনে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করে টিএমসিপি। অভিযোগ, সেই কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র ছবির সঙ্গে সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিও পোড়ানো হয়। যদিও প্রাথমিকভাবে রবীন্দ্রনাথের ছবি পোড়ানোর বিষয়টি সামনে আসেনি। পরে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এক্স হ্যান্ডেলে -এ সেই ঘটনার ভিডিও পোস্ট করেন। ভিডিওটি মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায়। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়ে রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে প্রতিবাদ মিছিল করেন। ঘটনায় অভিযুক্ত এ বি সোয়েল ছিলেন চাঁচল কলেজের টিএমসিপি ইউনিট সভাপতি। তিনি কলেজেরই ছাত্র, বর্তমানে ফাইনাল ইয়ার বা ষষ্ঠ সেমিস্টারের পাস কোর্সে পড়াশোনা করছেন। রবীন্দ্রনাথের ছবি পোড়ানোর অভিযোগ ওঠার পর সোয়েল-সহ গোটা ইউনিট কমিটির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেয় শাসক দলের ছাত্র সংগঠন। রাজ্য টিএমসিপি সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য্য সোমবার তাঁকে সংগঠন থেকে বহিস্কার করার নির্দেশ দেন। শুধু তাই নয়, চাঁচল কলেজের টিএমসিপি ইউনিট কমিটিও সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দেওয়া হয়। ওই কমিটিতে ৩০ জন সদস্য ছিলেন। সোমবার রাতে মালদার চাঁচলের নয়াটোলার বাড়ি থেকে সোয়েলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। স্থানীয় এক বাসিন্দার দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ তদন্তে নামে। চাঁচল থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগে জানানো হয়, রবীন্দ্রনাথের ছবি পোড়ানোর মধ্য দিয়ে জাতির মনীষীকে চরম অসম্মান করা হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোয়েলের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং ঘটনার সময় উপস্থিত থাকা অন্যদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে। ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত এগোচ্ছে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির দাবি, তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনই আজ জাতির গর্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মর্যাদাকে পদদলিত করছে। বিরোধীদের অভিযোগ, শুধুমাত্র মোদী-বিরোধিতার নামে সব সীমা পেরিয়ে গেছে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ ছাত্ররা। অপরদিকে, তৃণমূল নেতৃত্ব এ ঘটনায় দায় ঝেড়ে ফেলে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। দলীয় ছাত্র সংগঠনের তরফে প্রকাশ্যে জানানো হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপমান কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। এ বি সোয়েল যে কাজ করেছেন, তা ব্যক্তিগত এবং দলের নীতির পরিপন্থী। গ্রেপ্তার হওয়া সোয়েলকে মঙ্গলবার তোলা হবে মালদার চাঁচল মহকুমা আদালতে। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, তদন্ত দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে এবং প্রমাণ সাপেক্ষে বাকি অভিযুক্তদেরও গ্রেপ্তার করা হবে। চাঁচল কলেজ প্রশাসনও ঘটনাটি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

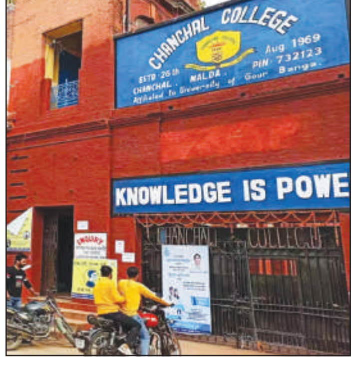

ভুয়ো ইডি অফিসার সেজে প্রতারণা জামালপুরে ঃ অভিযুক্তকে সনাক্ত করল পুলিশ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ ভুয়ো ইডি অফিসারের দৌরাত্ম্যে ফের শোরগোল বঙ্গে। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে এক মুদিখানার দোকানে হানা ট্যাক্সের নামে কয়েক হাজার টাকা প্রতারণার ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, গত ২৩ আগস্ট দুপুর সাড়ে বারোটার সময় স্থানীয় ব্যবসায়ী মিহির কোলের মুদিখানা দোকানে হাজির হয় এক অচেনা ব্যক্তি। নিজেকে দিল্লি থেকে আসা ইডি অফিসার পরিচয় দিয়ে ওই ব্যক্তি ব্যবসায়ীকে দোকান বন্ধ করতে বলেন। সেইসঙ্গে জানানো হয়, তার দোকানে শীঘ্রই 'রেড' হতে চলেছে। আতঙ্কে দোকান বন্ধ করে দেন মিহিরবাবু। এরপর দোকানের ভেতরে বসে ওই ব্যক্তি ব্যবসায়ীকে তিন বছরের বকেয়া ট্যাক্স বাবদ টাকা মেটানোর কথা বলেন। এমনকি তিনি একটি রসিদও কেটে দেন। আর সেই অছিলায় নগদ পনেরো হাজার তিনশো পঞ্চান্ন টাকা আদায় করে দোকান থেকে বেরিয়ে বাইকে চেপে চম্পট দেয় প্রতারক। পরে নিজের অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার কে ডেকে ওই রসিদটি দেখালে তা ভুয়ো বলে জানা যায়। গত ২ সেপ্টেম্বর এই ঘটনার কথা জানিয়ে জামালপুর থানায় একটা এফআইআর করা হয়। তদন্তে নেমে ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে অভিযুক্তকে শনাক্ত করেছে জামালপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রের দাবী প্রতারিত ব্যবসায়ী মিহির কোল প্রথমে বিষয়টি বুঝতেই পারেননি। তবে রসিদটি যাচাই করার জন্য তিনি তার অ্যাকাউন্ট্যান্টকে পাঠান। অ্যাকাউন্ট্যান্ট তাকে জানান, এটি একটি ভুয়ো রসিদ এবং তিনি প্রতারিত হয়েছেন। এরপরেই ২ সেপ্টেম্বর জামালপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মিহিরবাবু। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্তকে সনাক্ত করেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। অভিযুক্ত বর্তমানে বাঁকুড়ার জয়পুর থানার কাস্টডিতে রয়েছে। তার নামে বিভিন্ন জায়গায় প্রতারণার মামলা আছে। বর্ধমান (দক্ষিণ) এসডিপিও অভিষেক মণ্ডল জানিয়েছেন, জামালপুর থানার তরফে অভিযুক্তের জেল ইন্টারোগেশন এবং প্রোডাকশন ওয়ারেন্টের জন্য আবেদন করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে এনে পুরো প্রতারণা চক্রের রহস্য উদ্ঘাটনে তারা মরিয়া। এদিকে এই ঘটনায় জামালপুরের ব্যবসায়ী মহলে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তাদের অভিযোগ, ভুয়ো ইডি অফিসারের দৌরাত্ম্য ক্রমেই বাড়ছে। প্রশাসনের তরফে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে সাধারণ ব্যবসায়ীরা প্রতিনিয়ত প্রতারণার শিকার হবেন। যদিও এই ঘটনাকে ব্যাঁকা নজরে দেখছে বিরোধীরা। বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্বের দাবী, ২৮ আগস্টের ঘটনা, এফআইআর হয়েছে ২ সেপ্টেম্বর। অথচ তখন এই খবর চেপে দেওয়া হল। কিন্তু ঠিক যখন ইডি রাজ্য জুড়ে রেইড করতে নেমেছে, তখনই এই সংবাদ বাইরে এলো। অর্থাৎ এই ভুয়ো ইডির এই ঘটনাটির পিছনে কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে তারা।

আবারও গৌড় বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু আন্দোলন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ অস্বাভাবিক ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে মঙ্গলবার ফের গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে পড়ুয়াদের আন্দোলন। বেলা ১২টা নাগাদ এই কর্মসূচি শুরু করে পড়ুযারা। আন্দোলনকারীদের দাবি, যতক্ষণ না তাঁদের বাড়তি ফি কমানো হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আলোচনায় বসবেন, ততক্ষণ তাঁদের বিক্ষোভ কর্মসূচি চলবে। 'ফি কমাও, শিক্ষা বাঁচাও' স্নাতক স্তরের প্রতিটি সেমিস্টারের ভর্তির ফি অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ার প্রতিবাদে এমনই স্লোগান তুলে প্রতিবাদ শুরু করেছেন পড়ুয়ারা। একইসঙ্গে গতকাল, সোমবার ছাত্রছাত্রীদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ কর্মসূচি চলাকালীন বহিরাগত হামলার ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিও তুলেছে আন্দোলনকারীরা। জানা গেছে, আজ দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ফি বৃদ্ধির বিষয় নিয়ে আন্দোলনকারীদের বৈঠক হওয়ার কথা। সেই বৈঠকে দাবি পূরণ হলে আন্দোলন তুলে নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। উল্লেখ্য, গতকাল ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন চলাকালীন সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের একাংশ এবং বহিরাগতদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে। অভিযুক্তদের যত দ্রুত সম্ভব গ্রেফতারের দাবি তুলেছেন পড়ুয়ারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা দাবি জানান, অবিলম্বে তাদের ভর্তির ফি কমাতে হবে না হলে তাঁরা বিক্ষোভ কর্মসূচি চালিয়ে যাবে।

-ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **স্বর্গীয় তারক কোলে ওরফে তারক চন্দ্র কোলে মহাশয়ের ওয়ারিশগণ**- ১। শ্রী অমল কোলে, পিতা- স্বর্গীয় তারক কোলে, সাং- কামারকুণ্ডু (পশ্চিমপাড়া), পোঃ- কামারকুণ্ডু, থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪০৭, ২। শ্রীমতী মিনতী দাস, স্বামী-শ্রী সুশান্ত দাস, সাং ও পোঃ-বলরামবাটী, থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪০৯, ৩। শ্রীমতী চিত্রিতা ভাণ্ডারী, স্বামী- সুবোধ ভাণ্ডারী, সাং-দীপেরমানা, পোঃ-বেরুগ্রাম, থানা-জামালপুর, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩৪০৮, **স্বর্গীয় তারক কোলে ওরফে তারক চন্দ্র কোলে মহাশয়ের ওয়ারিশ পুত্র স্বর্গীয় সুনীল কোলে মহাশয়ের ওয়ারিশগণ**-৪। শ্রীমতী নীলিমা কোলে, স্বামী-স্বর্গীয় সুনীল কোলে, ৫। শ্রী সুমন কোলে, পিতা-স্বর্গীয় সুনীল কোলে, উভয়ের সাং- কামারকুণ্ডু (পশ্চিম), পোঃ-কামারকুণ্ডু, থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২৪০৭, ৬। শ্রীমতী সুমনা দাস, স্বামী-শ্রী প্রসেনজিৎ দাস, সাং- খাসেরভেড়ী, পোঃ-বেড়াবেড়ী, থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২৪০৭, **স্বর্গীয় তারক কোলে ওরফে তারক চন্দ্র কোলে মহাশয়ের ওয়ারিশ কন্যা স্বর্গীয়া গীতা নস্কর মহাশয়ার ওয়ারিশ**-৭। শ্রী সুরঞ্জন নস্কর, পিতা- স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় নস্কর, সাং-গুসকরা, পোঃ-নালিকুল, থানা- হরিপাল, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪০৭, **স্বর্গীয় তারক কোলে ওরফে তারক চন্দ্র কোলে মহাশয়ের ওয়ারিশ পুত্র স্বর্গীয় অনিল কুমার কোলে মহাশয়ের ওয়ারিশগণ**- ৮। শ্রীমতী স্বপ্না কোলে, স্বামী-স্বর্গীয় অনিল কুমার কোলে, ৯। শ্রী রাজকুমার কোলে, পিতা-স্বর্গীয় অনিল কুমার কোলে, উভয়ের সাং- কামারকুণ্ডু (পশ্চিম), পোঃ-কামারকুণ্ডু, থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪০৭, ১০। শ্রীমতী শতাব্দী কাঁড়ার, স্বামী- শ্রী উত্তম কাঁড়ার, সাং ও পোঃ- উত্তর জয়পুরবিল, থানা-নিশিন্দা, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১২০৫, ১১। শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা সরকার, স্বামী- শ্রী অমিত সরকার, সাং-চিকরণ্ড (মধ্যপাড়া), পোঃ-চিকরণ্ড, থানা- চণ্ডীতলা, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৩০৪, সকলের জাতি-হিন্দু, ভারতীয় নাগরিক, পেশা-চাষাদী ও গৃহকার্য্য, এতদ্বারা স্বীকার প্রকাশ ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, গত ইংরাজীর ৩০/০৬/২০২৫ তারিখে হুগলী এ্যাডিসনাল ডিষ্ট্রিক্ট সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে ১নং বহির, ০৬১৪নং ভল্যুমে, ৬৫০২৭নং পাতা হইতে ৬৫০৫১নং পাতায় লিপিবদ্ধ করা ০৩০৫৭নং একেতো রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা পত্র দলিল মূলে সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত জে.এল. ৫৩, কামারকুণ্ডু মৌজায় হাল এল.আর. রেকর্ডে ২৯৯ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস. রেকর্ডে ২৫ নং দাগ হইতে আগত হাল এল.আর. রেকর্ডে ২৯ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১২ শতক সম্পত্তির মধ্যে ০.৫০০০ অংশের কাত ০৬ শতক সম্পত্তি তন্মধ্যে ০.৪৬ শতক সম্পত্তি তন্মধ্যে ০.২৩ শতক সম্পত্তি এবং আর.এস. রেকর্ডে ২৬নং দাগ হইতে আগত হাল এল.আর. রেকর্ডে ৩০নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১১ শতক সম্পত্তির মধ্যে ৫.২৬৫ শতক যাহা মাপসুরত ৪.৪৫ শতক সম্পত্তি, একুণে দুইটি দাগে মোট ৫.৪৯৫ শতক যাহা মাপসুরত ৪.৬৮ শতক সম্পত্তি শ্রী উত্তম কাঁড়ার, পিতা- স্বর্গীয় জুতকুমার কাঁড়ার, জাতি- হিন্দু, (ভারতীয় নাগরিক), পেশা- বে-সরকারী চাকুরী, সাং ও পোঃ- উত্তর জয়পুরবিল, থানা-নিশিন্দা, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১২০৫ মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি।

Sujata Patra
Advocate
Chandannagar Court
En. No.- F-46/2017

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মালবাহী লোডিংয়ে ১৪.১ শতাংশ বৃদ্ধি অর্জন

মালিগাঁও, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে গ্রাহকদের সেবা প্রদান এবং গ্রাহকদের কাছে প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিরলস অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে। ২০২৫ সালের আগস্ট মাসে, জোনটি সফলভাবে ০.৯১৬ মিলিয়ন টন (এমটি) পণ্য লোড করেছে, যা আগের আর্থিক বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৪.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আগস্ট মাসে, বেশ কয়েকটি পণ্যের লোডিং গত বছরের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সিমেন্ট লোডিং ২৫৮.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে কয়লা লোডিং ১২০শতাংশ, ডোলোমাইট লোডিং ৫.০শতাংশ, সার লোডিং ৬৮.১শতাংশ, কন্টেইনার লোডিং ২৩.১ শতাংশ এবং পিওএল লোডিং ১৮.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও, অন্যান্য ক্ষেত্রে, স্টোন চিপস আগের আর্থিক বছরের তুলনায় ১৬৮.৪ শতাংশ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। মালবাহী লোডিংয়ে ধারাবাহিক বৃদ্ধি এই অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে প্রতিফলিত করে। এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা কেবল অঞ্চলের অর্থনৈতিক দৃশ্যপটকে শক্তিশালী করেনি বরং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রাজস্বে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ভবিষ্যতে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রবর্তন অব্যাহত রেখেছে, যা পণ্য পরিবহনে স্থায়ী বৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।

সল্টলেক উন্নয়ন ভবনের সম্মুখ প্রাঙ্গণে সামাজিক কর্মকাণ্ড

দুরন্ত বার্তা, সল্টলেক, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ সল্টলেকে কেএমডিএ উন্নয়ন ভবনের সম্মুখ প্রাঙ্গণে কেএমডিএ জেনারেল কন্ট্রাক্টরস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন সংগঠনের উদ্যোগে রক্তদান উৎসব, বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ সচেতনতা শিবির ও দুঃস্থ বিশিষ্ট মানুষজনকে সাহায্য হিসেবে অর্থ প্রদানের অনুষ্ঠান সকাল থেকে সন্ধ্যা তথা রাত পর্যন্ত সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনের এই মহতী অনুষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ করেন বিধান নগর পুরসভার পুরো প্রধান ছাড়াও অন্যান্যরাও বৃক্ষরোপণে অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা প্রাক্তন জাতীয় নির্বাচক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, বিধাননগরের পৌরসভার পৌরপ্রধান সব্যসাচী দত্ত, প্রাক্তন ক্রিকেটার লক্ষীরতন শুক্লা, কিংবদন্তি পূর্ণ দাস বাউল, ফুটবলার তরুণ ঘোষ, ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়, বিকাশ পাঁজি, প্রবর হালদার ও কেএমডিএ জেনারেল কন্ট্রাক্টরস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক অমল দত্ত প্রমুখ। এছাড়াও অন্যান্য সদস্য তারক দাস সহ বেশ কিছু সক্রিয় সদস্য সমস্ত অনুষ্ঠান পরিচালনায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে। ২৭ জন দুঃস্থদের হাতে পাঁচ হাজার টাকার অর্থ প্রদান করা হয় সাথে বৃক্ষরোপণ করা হয় সমস্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অমল দত্ত রায়।

HALLYAN GRAM PANCHAYAT
BAGNAN BLOCK-II, BASUDEBPUR, BAGNAN, HOWRAH (W.B), PIN-711312
e-Tender No.:-
261/HGP/E-NIT, Dated:-09/09/2025
For and on behalf of Hallyan Gram Panchayat, The Pradhan, Hallyan Gram Panchayat invites percentage rate tender for 13(Thirteen) works. Bid Submission closing date (online): **16.09.2025 at 17.00 Hrs**. Bid opening date: **19.09.2025 at 11.00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**.
Sd/- PRADHAN
HALLYAN GRAM PANCHAYAT

HALLYAN GRAM PANCHAYAT
BAGNAN BLOCK-II, BASUDEBPUR, BAGNAN, HOWRAH (W.B), PIN-711312
e-Tender No.:-
258/HGP/E-NIT, Dated:-08/09/2025
For and on behalf of Hallyan Gram Panchayat, The Pradhan, Hallyan Gram Panchayat invites percentage rate tender for 3(Three) works. Bid Submission closing date (online): **15.09.2025 at 17.00 Hrs**. Bid opening date: **18.09.2025 at 11.00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**.
Sd/- PRADHAN
HALLYAN GRAM PANCHAYAT

গঙ্গেশনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
ঠিকানাঃ গ্রাম- গঙ্গেশনগর পোঃ- সাহাবাজার জেলা- হুগলী
নিবন্ধনসংখ্যা (Registration No.)- ২২ H.G., তারিখ- ০২।০২।১৯৭৮
পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ৯১৫ তারিখ ২৭।০৮।২০২৪ দ্বারা ক্ষমতা প্রদত্ত হয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলী জেলা তথা হুগলী রেঞ্জের সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সম্পর্কিত বিষয়ক যাহাতে যে আগামী ১২।১০।২০২৫ তারিখ (রবিবার) সকাল ১১ টার সময় সমিতির বিশেষ সাধারণ সভার দিনে এই কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসারে গঙ্গেশনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডএর সদস্যগণের পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচন সমিতির আগামী পরিচালন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবেইউক নির্বাচন সম্পর্কিত নির্বাচন নির্ঘণ্ট নিম্নে বিশদ বিবরণ ও নির্বাচন নির্ঘণ্ট অত্র ক্ষেত্র সমিতির কার্যালয় হইতে সমিতির আইন ২০০৬ ও নিয়মাবলী ২০১১ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে সহকারি রিটার্নিং অফিসার এবং ত কর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত ব্যক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হইবে। উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য সমিতির সদস্যাগণকেআহ্বান করা যাইতেছে।

নির্বাচন -সমবায় সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর (Board of Directors) সদস্য নির্বাচন (৬ জন)+ তপশিলী জাতি/ উপজাতি (১ জন) + মহিলা (২জন) = মোট ৯ জন

এলাকা- সমবায় সমিতির উপবিধি অনযায়ী সদস্য ভুক্তির সম্পূর্ণ এলাকা থেকে পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হতে পারবে।

প্রার্থীর যোগ্যতা-প ঃ বঃ সমবায় আইন, ২০০৬ এর ৩২(৭) এবং ১৩৪ সি (১০) ও নিয়মাবলী, ২০১১ র নিয়ম ৪২ (সংশোধিনী সহ) এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইলেকশন কমিশান রেগুলেসান ২০১২ এর বিভিন্ন ধারায় বর্নিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।

নির্বাচনী নির্ঘন্ট

নির্বাচনী নির্ঘন্ট সূচী	সময়সূচী	স্থান
১। মনোনয় পত্র বিলি ও গ্রহণ	২২।০৯।২০২৫ হইতে ২৩।০৯।২০২৫ বেলা ১২.০০ টা হইতে বৈকাল ৩টা পর্যন্ত	সমিতির অফিস
২। মনোনয়ণ পত্র পরীক্ষা	২৫।০৯।২০২৫ বেলা ১১.৩০ টা হইতে	সমিতির অফিস
৩। বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	২৫।০৯।২০২৫ মনোনয়ন পত্রের পরীক্ষার শেষ হবার পর	সমিতির অফিস
৪। মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার	২৬।০৯।২০২৫ বৈকাল ৩টা পর্যন্ত	সমিতির অফিস
৫। চূড়ান্ত প্রতিদ্ব ন্দ্বী প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২৬।০৯।২০২৫ বৈকাল ৩টা পর	সমিতির অফিস
৬। ভোট গ্রহণ	১২।১০।২০২৫ সকাল ১১টা হইতে বৈকাল ৩টা পর্যন্ত	সমিতির প্রাঙ্গণ
৭। গণনা	১২।১০।২০২৫ ভোটগ্রহণ শেষের পর	সমিতির প্রাঙ্গণ
৮। নির্বাচনের ফলপ্রকাশ	১২।১০।২০২৫ গণনার শেষে	সমিতির অফিস

বি.দ্র.
১. ভোটারদের ভোটদানের সময় তার জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিত সমূহ সঙ্গে আনতে হবে।
২. কোন সদস্য / ভোটার/ প্রার্থী যে কোন বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করতে আনুরোধ করা হচ্ছে।
তারিখঃ ০৯.০৯.২০২৫

সহকারী রিটানিং অফিসার
গঙ্গেশনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন
সমিতি লিঃ

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এনআইটি/০২/২৫/৫৬, তারিখঃ ০৮.০৯.২০২৫। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত আইটেম সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; বিবরণ; ইএমডিঃ (১); ১০২৫২৩৭৭;** ট্র্যাকশন ব্রেকিং স্যুইচ ড্রাম ইত্যাদি ক্রয়; ৩৪১৭০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ৩০.১০.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২); ০৫২৫১১৯১;** ট্র্যাকশন মোটরের জন্য সিলিন্ড্রিক্যাল রোলার বিয়ারিং এনইউ-৩২৮ ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ২৬২৩১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৭.১০.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩); ১০২৫১১৩৭;** হিতাচি ট্র্যাকশন মোটরের জন্য সাসপেনশন টিউব এবং এটির অ্যাসেম্বলী কম্পোনেন্টের সেট ইত্যাদি ক্রয়; ১৫৬৯৪১০ টাকা। **(৪); ২০২৫১০৮৯;** ০৭টি আইটেম সমন্বিত পিনের (ইলেকট্রোপ্লেটেড) সেট; ২০৯২১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৬.১০.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং. ৩ এবং ৪-এর জন্য) **(৫); ১৯২৫৫০১১;** ডায়নামিক ব্রেকিং ফ্যান অ্যাসেম্বলী ইত্যাদি; ১১৭০৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ৩০.০৯.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৬); ১৫২৫৫০০৫এ;** স্পেসিফিকেশন নং.ঃ অ্যানেক্সার/ইওটিসি/৫টি/কেপিএ অনুযায়ী ৫টি ক্ষমতার ইওটি ক্রেন; ১৪১৪০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৪.০৯.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৭); ১৫২৫৫০৯৮;** ৫০০০ এলপিএইচ ক্যাপাসিটির ট্রান্সফর্মার অয়েল ফিল্ট্রেশন প্ল্যান্ট সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং চালুকরণ; ১০৯৭৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৫.০৯.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৮); ২০২৫১০৯৮;** ইএমইউ-এর এয়ার স্প্রিং সাসপেনশন সিস্টেমের জন্য ডুপ্লেক্স চেক ভালভ্ ১.৫ +/- (প্লাস-মাইনাস) ০.১২ কেজি/সিএম২ প্রেসার সেটিং, আরডিএসও স্পেসি. নং. সি-কে-৪০৭ (রেভ.-০৪) অফ মার্চ'২০২৩; ১৮৭০৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৪.১০.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৯); ০৫২৫১০০৮;** পেন্ট এনামেল সিন্থেটিক এক্সটিরিয়র ফিনিশিং ব্ল্যাক-এর প্রাপ্যতা; ১৪৪৪৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৭.১০.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১০); ০৮২৫১০১৩;** কেবল সিঙ্গল কোর, ৩০০ বর্গ মিমি, ১৫০০ ভোল্ট; ৬২২৯১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০১.১০.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১১); ২০২৫৫০২৪;** আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/ এসপিএন/টিসি/১০৬/২০২৫, ভার্সন ৩.১ অথবা সাম্প্রতিকতম অনুযায়ী পূর্ব রেলওয়ের ইএমইউ, এমইএমইউ এবং ডিইএমইউ-তে আইপি বেসড় ভিডিও সার্ভেল্যান্স সিস্টেম (ভিএসএস) সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং চালুকরণ; ৫০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৬.০৯.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১২); ০৪২৪৫০২০সি;** সংলগ্ন অ্যানেক্সার-এ অনুযায়ী সলিড হুইল ডি ৯২০ ড্রইং নং. আরডিএসও এসকে নং. সিআর-৮৩৫; ১৪৯৭২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২২.০৯.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৩); ১৫২৫৫০২২এ;** সংলগ্ন স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী হাইড্রলিক রি-রেলিং ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহ, স্থাপন এবং চালুকরণ; ৫৬৬৯৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৪.০৯.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৪); ০৫২৫১০৬৭;** আইএসঃ ৩০৯/২০২৩, ৫ম রিভিসন অনুযায়ী কমপ্রেসড় অক্সিজেন গ্যাসের প্রাপ্যতা; ১৪৬৪৩০ টাকা। **(১৫); ১০২৫৫০২০এ;** ডব্লুএপি-৫-এর জন্য গিয়ার বক্স কেস (মেশিনড়); ২১১০৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৭.১০.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১৪ এবং ১৫-এর জন্য)। **(১৬); ০৮২৫১১০৭;** ২৫ কেডব্লু অল্টারনেটরের জন্য ইলেকট্রনিক রেক্টিফায়ার-কাম-রেগুলেটিং ইউনিট (ইআরআরইউ); ৪১৭০২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৬.০৯.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৭); ২১২৫১২৪৬;** ডোর চেনলেস কটার লং-এর প্রাপ্যতা; ১৫১৯৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৯.০৯.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৮); ২১২৫৫০১২;** ডোর অ্যাসেম্বলী (ডবল লিংক) ইত্যাদি; ৭০১৬৫০ টাকা। **(১৯); ০৪২৫৫০১৩;** সংলগ্ন 'অ্যানেক্সার'-এ অনুযায়ী ২৫ টন (ইউনিভার্সাল) জামালপুর জ্যাক (৫ আইটেম সমন্বিত ১ সেট)-এর মেকানিক্যাল কম্পোনেন্ট সরবরাহ; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৬.১০.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১৮ এবং ১৯-এর জন্য)। **(২০); ০৫২৫১১৮৫;** সিলিন্ড্রিক্যাল রোলার বিয়ারিং এনইউপি-৩১৮ ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ২২২৭২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৮.১০.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২১); ০৫২৫১০২১সি;** এলএইচবি কোচের জন্য ইপক্সি পেন্ট, থিনার এবং পুট্টির সেটের প্রাপ্যতা; ২০৬৬৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৯.১০.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২২); ০৮২৫১১৪৫এ;** মাল্টি ফাংশন থ্রি ফেজ মনিটরিং রিলে ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ২১৯৮২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৬.০৯.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৩); ০১২৫১৫১০;** ফ্লেক্সিবল পলিনিল ক্লোরাইড (পিভিসি) ফ্লোরিং শীট ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৩.১১.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৪); ১২২৫৪০০৭;** আরডিএসও ড্রইং নং. টি-৩৭০৬ অনুযায়ী এইচভিএন ইন্স্যুলেটিং লাইনারের জন্য রানিং কন্ট্র্যাক্ট; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২২.১০.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৫); ২২২৫৫৫১০;** ইন্ট্রাভাইট্রিয়াল ইঞ্জেকশনের জন্য ফেরিসিম্যাব ৬ এমজি/০.০৫ এমএল সল্যুশন, আইটেম কোড নং. এম১৬১১২৪, এআই ২৫-২৬; ০ টাকা। **(২৬); ২২২৫৫৫১১;** ইঞ্জে. রিকম্বিন্যান্ট সোমাট্রপিন ৩৬ আইইউ (১২ এমজি/এমএল) আইটেম কোড নং. এম ১৪০৩০২, এআই ২৫-২৬; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২২.০৯.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ২৫ এবং ২৬-এর জন্য)। **টেন্ডার মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্রমিক নং ১ থেকে ২৬-এর জন্য)। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরে উল্লিখিত টেন্ডারগুলি হল ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-33/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-III, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE-III/30/13/25-26 (2nd Call)
Name of the work: **Repairing of IPS passage at KMC Labour Quarter, 34 U. C. Banerjee Road in Ward No.-30.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,87,789.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE-III/13/24/25-26 (2nd Call)
Name of the work: **Repairing of paver block footpath and kerb and channel at 17, 18, 19 etc. B. N. Road and Canal East Road in Ward No.-13.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,84,675.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE-III/32/33/25-26
Name of the work: **Repairing of chockage at 157 M. M. Road, 105D Ultadanga Main Road and different places in Ward No.-32.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,77,921.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE-III/32/APAS/1/25-26
Name of the work: **Development of roads by lowering and reconstructing at 20/49/1D, 20/3A/10A B. B. Ghosh Sarani and its surrounding areas in Ward No.-32.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,24,912.00.** Earnest money: ₹ **7,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE-III/32/APAS/2/25-26
Name of the work: **Development of roads by lowering and reconstructing at 20/31, 20/8/1 B. B. Ghosh Sarani and its surrounding areas in Ward No.-32.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,25,946.00.** Earnest money: ₹ **7,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/EE-III/30/14/25-26
Name of the work: **Repair of passage at 136/B/5, 106A Narkeldanga Main Road, 58 Mahes Barik Lane and its surrounding areas in Ward No.-30 disturbed by Water Supply Department.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,33,715.00.** Earnest money: ₹ **9,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/EE-III/13/34/25-26
Name of the work: **Improvement of passage at 8/1/A G.D.G. Lane and different location in Ward No.-13.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,99,683.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **18.09.2025 up to 12 Noon (For Sl. No. 1 to 7).** Date and time of opening of bid: **20.09.2025 after 12 Noon (For Sl. No. 1 to 7).** The bid forms and other details are available on and from **10.09.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 1 to 7).** The websites: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1, 2, 6 & 7) & https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 3 to 5)**.

The Executive Engineer (Civil), BR-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/IX/082/044/2025-2026/R
Name of the work: **Renovation of footpath of Shyam Bose Road, Mohesh Ch. Dutta Lane etc. in Ward No.-82.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,99,935.59.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/IX/082/058/2025-2026/R
Name of the work: **Renovation of passage at 14/1B, Joinuddin Mistry Lane and adjacent area damaged due to excavation by Water Supply Department in Ward No.-82.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,99,739.60.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/IX/082/051/2025-2026/R
Name of the work: **Repairing of footpath of Gobinda Auddy Road, J. M. Lane, Alipore Road, P. G. Lane etc. in Ward No.-82.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **3,19,642.53.** Earnest money: ₹ **6,400.00.** Period of completion: **45 days.**

(4) NIT No. : KMC/IX/082/033/2025-2026/R (2nd Call)
Name of the work: **Maintenance and civil works at UPHC 82 (Mayor's Health Clinic), 29/5, Chetla Central Road, Kolkata-27.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,99,633.54.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **250 days.**

(5) NIT No. : KMC/IX/80/034/2025-2026
Name of the work: **"Renovation of I.P.S. passage at Sonai Podder and Mahindra Uttaran in Ward No.-80."** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,49,855.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/IX/079/048/2025-2026/APAS
Name of the work: **"Renovation of toilets at East Yard in Ward No.-79. (APAS/01/158/124/0004)."** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **1,65,957.00.** Earnest money: ₹ **3,400.00.** Period of completion: **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/IX/078/064/2025-2026
Name of the work: **Improvement of asphaltum road from 7, Mayurbhanj Road to 2, Hossain Shah Road in Ward No.-78.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,66,727.00.** Earnest money: ₹ **9,400.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **18.09.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 4); 19.09.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 5 & 6) and 22.09.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 7).** Tender will be opened on: **20.09.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 4) ; 22.09.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 5 & 6) and 24.09.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 7).** The bid forms and other details are available on and from **09.09.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 1 to 4); 10.09.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 5 & 6) and 12.09.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 7).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 7).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XI, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/103/020/25-26/R
Name of the work: **Maintenance of road side Park near 7 Central Road, in Ward No.-103.** Estimated value (including GST & CESS): ₹ **1,95,915.68.** Earnest money: ₹ **3,950.00.** Time of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **18.09.2025 - 12 Noon.** Date and time of opening of bid: **20.09.2025 - 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **10.09.2025 (From 5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/50/30/2025-2026
Name of the work: **Painting to road kerb and related ancillary surrounding Santosh Mitra Square and Natabar Dutta Row in Ward No.-50.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,99,043.25.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/50/31/2025-2026
Name of the work: **Painting to road kerb and related ancillary works low level A.J.C. Bose Road, Serpentine Lane surrounding area in Ward No.-50.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,24,431.83.** Earnest money: ₹ **4,500.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **20.09.2025 - 11 A.M. (For Sl. No. 1 & 2).** Date and time of opening of tender: **22.09.2025 - 11 A.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **10.09.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

CORRIGENDUM

NIT No. KMC/WS/EE/S/096/2025-26/02/2nd Call published in this Newspaper on **03.09.2025** (Key No. 1002/25-26) of **Water Supply (South) Department.** Date and time of online open of tender will be read as **17.09.2025** instead of 16.09.2025 at 2 P.M.

NIT No. KMC/DCE_PS/I/03/01/25-26 (1st Call) published in this Newspaper on **28.08.2025** (Key No. 957/25-26) of **Parks & Squares Department** (For Sl. No. 2). The last date and time of submission of bid will be read as **16.09.2025 - 1 P.M.** instead of 06.09.2025 - 1 P.M. (1032/25-26)

গৃহস্থালী

পুজোর আগে মডিউলার কিচেন তৈরির পরিকল্পনা? এই ভুলগুলি হলেই সর্বনাশ

গৃহস্থের কাছে রান্নাঘর অত্যন্ত প্রিয় জায়গা। আর সেই রান্নাঘরকে আধুনিক ট্রেন্ড অনুযায়ী সাজিয়ে তুলতে চান অনেকেই। আধুনিক রান্নাঘর মানেই মডিউলার কিচেন তৈরির কথা ভাবেন কেউ কেউ। হালফ্যাশনের এই রান্নাঘর তৈরি করতে গিয়ে নানা ঝক্কি হয় অনেক সময়। সামান্য ভুল করলেই সর্বনাশ। না হয় ঠিকমতো রান্নাঘরের সাজসজ্জা, আর না হয় নিজের সুবিধা। ফলস্বরূপ টাকাই মাটি। পুজোর আগে আপনারও কি মডিউলার কিচেন তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে? তবে এই ভুলগুলি ভুলেও করবেন না।

এখন হাতের মুঠোয় একটি স্মার্টফোন আর তাতে ইন্টারনেট থাকলেই কেল্লাফতে! সব পাওয়া যায়। মডিউলার কিচেনের ডিজাইন পাওয়াও অসম্ভব নয়। তাই গুগলে পাওয়া ডিজাইনে মুগ্ধ হয়ে অনেকে সেভাবে রান্নাঘর সাজানোর পরিকল্পনা করেন। অথচ ভাবেন না তাঁর রান্নাঘরের মাপ, আকৃতি কেমন। পরিকল্পনার ভুলে শেষমেশ সবকিছুই মাটি হয়ে যায়। তাই ইন্টারনেটে ছবি দেখে সেভাবে রান্নাঘর সাজানোর পরিকল্পনা করবেন না। পরিবর্তে অভিজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিন। গ্যাস কোথায় রাখবেন, সিংক কোনদিকে হবে, কোথায় বা রাখা হবে ফ্রিজ, মাইক্রোওয়েভের মতো নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী - আগে সে পরিকল্পনা করুন। শুধুমাত্র রান্নাঘরের সৌন্দর্যের কথা মাথায় রেখে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত ক্যাবিনেট করাবেন না। তার চেয়ে বরং যাতে সমস্ত জিনিসপত্র ঠিকমতো রান্নাঘরে রাখা যায়, সে পরিকল্পনা করুন। মডিউলার কিচেনে তৈরি করতে টাকা খরচ হবে, এটা সবার প্রথম বিশ্বাস করতে শিখুন।

সস্তায় চাইতে গিয়ে গুণগত মানের জন্য সমঝোতা করবেন না। তাতে ক্যাবিনেট-সহ নানা সামগ্রী মাত্র কয়েকদিনে খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মডিউলার কিচেন তৈরি করতে গিয়ে রান্নাঘরে আলোর জোগান আসছে কিনা, তা দেখতে ভুলবেন না। নইলে ভবিষ্যতে রান্নাঘর ব্যবহার করতে গিয়ে বিপদে পড়বেন আপনি। তাই মডিউলার কিচেন তৈরির সময় অবশ্যই কোনও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। তারপর নিজের রান্নাঘর সাজান। নইলে সাধের রান্নাঘরের সৌন্দর্যের বৃদ্ধির তুলনায় কমবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রতিদিনের গেরস্থালির আনাচকানাচ পরিষ্কার করতে জলের প্রয়োজন। জামা কাপ। কাচা থেকে ঘরদোর পরিষ্কার করা, বাসন পরিষ্কার করা এসব কিছুতেই জলের প্রয়োজন। কিন্তু গেরস্থালির এমন অনেক জিনিস আছে যা নিত্য প্রয়োজন হয়। অথচ তা জল দিয়ে একেবারেই পরিষ্কার করা যায় না। জল দিয়ে পরিষ্কার করতে গেলেই তা নষ্ট হবেই হবে। ঘরের কোন কোন জিনিস জল দিয়ে পরিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবেন জেনে নিন। এক্ষেত্রে সবার উপরে রয়েছে কাঠের আসবাবপত্র। কখনও জল দিয়ে বাড়ির কোনও কাঠের আসবাবপত্র পরিষ্কার করবেন না। এক্ষেত্রে ওই আসবাবপত্রে যে পালিশ থাকে তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার একটি ভয় থেকেই যায়। তাই সবসময় চেষ্টা করবেন শুকনো কাপ। দিয়ে কাঠের আসবাবপত্র পরিষ্কার করার। ভুলেও জল দিয়ে কখনও আয়না পরিষ্কার করবেন না। এতে করে আয়নার কাচ নষ্ট হয়ে যায়। আয়না পরিষ্কার করার জন্য অনেক ধরনের ক্লিনার পাওয়া যায়। চেষ্টা করুন সেগুলি ব্যবহার করার। বাসন পরিষ্কার করতে যতই জলের ব্যবহার হোক না কেন, রুপো ও পিতলের বাসন জল দিয়ে কখনই পরিষ্কার করবেন না। বরং জলের বদলে তেঁতুল, নুন ও ভিনিগার দিয়ে পরিষ্কার করুন। এতে এই বাসনগুলির জৌলুস দীর্ঘদিন বজায় থাকবে। চামড়ার সোফা বা কোনও আসবাবপত্র জল দিয়ে পরিষ্কার করা থেকে বিরত থাকুন। জল দিয়ে চামড়ার কোনও আসবাবপত্র পরিষ্কার করলে তাতে ছত্রাক জন্মানোর সম্ভবনা থাকে যায়। নষ্ট হয়ে যায় জেল্লা। তাই বাড়ির এই জিনিসগুলি কখনই জল দিয়ে পরিষ্কার করবেন না।

ঘুম থেকে উঠেই বিছানা পরিষ্কার করেন? নিত্যদিনের এই অভ্যাসে হতে পারে ঘোর সর্বনাশ

ঘুমচোখে খোলামাত্রই শুরু হয় নিত্যদিনের কাজ। দিনের শুরুতেই বিছানা পরিষ্কার করার অভ্যাস থাকে অনেকের। তবে বিশেষজ্ঞদের দাবি, রোজকার এই অভ্যাস নাকি আপনার সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। অবাক লাগলেও এমনই দাবি করছেন তাঁরা। শারীরিকভাবে নাকি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন আপনি। রাতে ঘুমানোর সময় আমাদের ত্বক থেকে তাপ এবং আর্দ্রতা নির্গত হয়। তা শুষে নেয় তোশক, কম্বল। রাতভর ওইভাবে থাকার ফলে ব্যাকটেরিয়া বাসা বাঁধার সম্ভাবনা তৈরি হয়। ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় হাত দেবেন না। পরিবর্তে দূরে থাকুন। নইলে বিছানায় থাকা ব্যাকটেরিয়া আপনার শারীরিক ক্ষতি করতে পারেন। Bed Mites ' মাইটস' বা ধুলোয় মিশে থাকা অনুজীবীর অনেক সময় বিছানায় বাসা বাঁধে। রাতের অন্ধকারে তাদের বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়। আবার রোদ উঠলে তার ক্ষমতা কমে। তাই ঘুম থেকে উঠে বিছানার আশেপাশে থাকবেন না। কিছুটা সময় বিছানা থেকে দূরে থাকুন। তারপর বিছানায় হাত লাগান। মনে রাখবেন, 'বেড মাইটস' ত্বককে নিমেষে আক্রমণ করে বংশবিস্তার করতে পারে। তাই সাবধান হোন।

ঘুম থেকে উঠে বিছানা লাগোয়া জানলা খুলে দিন। প্রায় ঘণ্টাখানেক বিছানায় হাওয়া, রোদ লাগতে দিন। তাতে বিছানার স্যাতস্যাতে ভাব দূর হবে। পোকামাকড় বাসা বাঁধার সম্ভাবনাও কমবে।

সারাদিন হাজার কাজের চাপ। বিশ্রাম নেওয়ার যেন সময়ই পাওয়া যায় না। তাই ঘুম থেকে উঠে না হয় কিছুটা জিরিয়ে নিন। বিছানায় উঠে বসুন। বিছানায় বসে শরীরচর্চা করুন। তারপর বিছানা পরিষ্কার করে নিন। বিছানার চাদর যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, সেদিকে নজর রাখুন। তাই নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিছানার চাদর বদল করুন। কারণ, অপরিচ্ছন্ন চাদরের ফলে নানারকম রোগের সম্ভাবনা বাড়ে। তেমনই বিছানা পরিষ্কার চাদরে শান্তির ঘুম মন ভালো রাখতেও সাহায্য করে। তাই সপ্তাহে কমপক্ষে একবার চাদর বদলে ফেলুন।

প্রাকৃতিক উপায়েই সুবাসিত করুন আপনার ঘর

বর্ষাকাল মানেই ঘরের প্রতিটি কোনার একটু বেশিই যত্ন নিতে হয়। সমস্ত দিক পরিষ্কার করার পরেও এই মরসুমে ঘরে স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় ঘরের মধ্যে যে ভ্যাপসা গন্ধ হয় তা কমাতে কোনও বাজারচলতি কৃত্রিম সুগন্ধী নয় বরং বা।তেই তৈরি করে নিতে পারেন আপনার পছন্দের সুগন্ধি যা আপনার ঘরকে সুবাসিত রাখবে। বা।রি পুজোয় ব্যবহৃত কর্পূর দিয়ে বানাতে পারবেন এই সুগন্ধি। পরিষ্কার সুতির কাপরে কর্পূর রেখে তা আপনার আলমারির মধ্যে রেখে দিন। পোকামাক।

ইদ মিলাদে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান! উত্তেজনায় ফুঁসছে কর্নাটক

৯ সপ্টেম্বর ঃ গণপতি বিসর্জনকে ঘিরে অশান্তির রেশ কাটতে না কাটতেই ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল কর্নাটক। সোমবার শিবমেগা জেলার ভদ্রাবতী শহরে ঈদ মিলাদ উন নবির একটি অনুষ্ঠানে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান ওঠার অভিযোগ ঘিরে তীব্র বিতর্ক ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ভদ্রাবতীর ওল্ড টাউনে মুসলিম সম্প্রদায়ের আয়োজিত ওই জমায়েতে পাকিস্তানের পক্ষে স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক অডিও প্লে করা হয়। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি এই সংক্রান্ত এক ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। অভিযোগ, গত সোমবার ভদ্রাবতী শহরে মুসলিমদের আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানেই পাকিস্তানের সমর্থনে স্লোগান দেওয়া হয়। শিবমেগা জেলার পুলিশ প্রধান মিথুন কুমার বলেন, এই ঘটনা সোমবারের। ঘটনাস্থল ভদ্রাবতী বলে অনুমান করা হচ্ছে। সেইমতো সেখানে তদন্ত শুরু করেছি। যারা যারা অনুষ্ঠানে ছিলেন তাঁদের চিহ্নিত করার খোঁজ শুরু হয়েছে। ভাইরাল ভিডিওর সত্যতা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ঘটনাস্থল ও সেখানে উপস্থিত লোকজনকে চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। ওই আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তে ৩ পর্যবেক্ষকের নেতৃত্বে তিনটি দল গঠন করা হয়েছে। ড্রোন, সিসিটিভি ও অন্যান্য ভিডিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, সমস্ত তথ্য আমরা খতিয়ে দেখছি। যারা যারা এই ঘটনায় যুক্ত তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পাশাপাশি ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। পাশাপাশি বিজেপি সাংসদ সুধাকর বলেন, এই ঘটনা প্রমাণ করে রাজ্যে কংগ্রেস শাসনে দেশবিরোধী তত্ত্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই কর্নাটকের মাদ্দুর অঞ্চলে গণপতি বিসর্জনকে ঘিরে ছড়িয়েছিল উত্তেজনা। বিসর্জনের শোভাযাত্রা চলাকালীন কয়েকজনের বিরুদ্ধে পাথর ছোড়ার অভিযোগ ওঠে, যার জেরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়া জনতাও আক্রমণ চালায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেখানে মোতায়েন করা হয় বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ঈদ মিলাদ উন নবির অনুষ্ঠান ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কর্নাটকের ভদ্রাবতী শহর।

ঘরোয়া কৌশলে পান ঝকঝকে রান্নাঘর

অফিসের ব্যস্ততার মাঝে ঝটপট রোজকার রান্না সারেন গৃহিণী। তাঁর পক্ষে রোজ রান্নাঘরের টাইলসের প্রতিটি কোণ পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। কয়েকদিন পরই চিটচিটে ময়লা। তা থেকে আবার রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা। তাই রান্নাঘর ভালো করে পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। কিন্তু পরিষ্কার করতে গিয়ে রাসায়নিক রান্নাঘরে ব্যবহার না করাই ভালো। তার পরিবর্তে ঘরোয়া কৌশলে টাইলস পরিষ্কার করতে পারেন। রইল সেই টিপস।বেকিং সোডা এবং জলের মিশ্রণে মাত্র ২ মিনিটে রান্নাঘর পরিষ্কার করতে পারেন। মাত্র ১০-১৫ মিনিট টাইলসে লাগিয়ে রাখুন এই মিশ্রণ। তারপর ভালো করে স্পঞ্জ কিংবা ব্রাশ দিয়ে ঘষে টাইলস পরিষ্কার করুন। তেল চিটচিটে টাইলস পরিষ্কার করতে ভিনিগারও দ্রুত কাজ করে। টাইলসে ৫-১০ মিনিট স্প্রে করে রাখুন। তারপর মাইক্রোফাইবার ক্লথ দিয়ে ঘষে মুছে ফেলুন। রোজকার রান্নাবান্নার ফলে রান্নাঘরে দুর্গন্ধ থাকে। সেই দুর্গন্ধ দূর করে রান্নাঘরকে সতেজ করতে তুলতে লেবুর রস এবং নুনের মিশ্রণের বিকল্প নেই। এই মিশ্রণ দিয়ে রান্নাঘর যেমন পরিষ্কার হবে, তেমন দুর্গন্ধও দূর হবে। রান্নাঘর পরিষ্কার করতে কর্নফ্লাওয়ার এবং ভিনিগারের মিশ্রণের জুড়ি মেলা ভার। এই মিশ্রণ টাইলসে লাগিয়ে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিন। তারপর ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। তাতেই পরিষ্কার হবে রান্নাঘর।হাতে সময় কম বলে চিন্তা করবেন না। উপরোক্ত এই সহজ কৌশলে সহজেই রান্নাঘর পরিষ্কার করুন। আর জীবাণু সংক্রমণের হাত থেকে রেহাই পান।

ধনকুবেরকে লেখা ট্রাম্পের যৌনগন্ধী চিঠি ঘিরে তোলপাড় হাউস! বাড়ছে বিতর্ক

৯ সেপ্টেম্বর ঃ প্রয়াত মার্কিন ধনকুবের জেফ্রি এপস্টেইন ফের উঠে এলেন আলোচনায়। সোমবার হাউসের ওভারসাইট কমিটির

ডেমোক্র্যাটরা প্রকাশ করলেন ওই ধনকুবেরকে লেখা যৌনগন্ধী চিঠি, যেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বাক্ষর রয়েছে। যদিও আগেই এই চিঠি লেখার কথা অস্বীকার করে প্রথমবার চিঠিটি প্রকাশ করা ' ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'-এর বিরুদ্ধে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা করেছেন। প্রসঙ্গত, ওয়াল স্ট্রিট প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, ২০০৩ সালে এপস্টেইনের ৫০তম জন্মদিনে অনেকেই শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ট্রাম্পও। তিনি যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তাতে একটি নগ্ন নারীর ছবি আঁকা ছিল। এই চিঠি ঘিরে ক্ষোভ উগরে দিলেন ট্রাম্প। তিনি জানিয়েছেন, ওই প্রতিবেদন ' ক্ষতিকর, অবমাননামূলক'। আর তাই তিনি বিপুল অঙ্কের জরিমানা চেয়ে মামলা দায়ের করেছেন। তার দাবি, তিনি কখনওই নারীদের ছবি আঁকেন না। ওই চিঠির ভাষাও তাঁর নয়। পুরোটাই বানিয়ে তোলা। এহেন পরিস্থিতিতে ফের কমিটি প্রকাশ করল ওই চিঠি। তবে শুধু ওই চিঠি নয়, একটি আস্ত অ্যালবাম প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে ট্রাম্প ছাড়াও রয়েছে বহু হাই প্রোফাইল ব্যক্তির নাম। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন, আইনজীবী অ্যালান ডেরশোউইজ প্রমুখ। প্রসঙ্গত, এপস্টেইন ছিলেন এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর বিরুদ্ধে কমপক্ষে ৪০ জন মহিলা যৌন হেনস্তার অভিযোগ করেছিলেন। ধর্ষণ ও নাবালিকা পাচারের ঘটনায় অভিযুক্ত এপস্টেইন মামলায় দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁর ৪৫ বছরের কারাদণ্ড হত। কিন্তু তার আগেই তিনি আত্মঘাতী হন। সেই সময় ট্রাম্প বলেছিলেন এপস্টেইনের আত্মহত্যার পিছনে রাজনৈতিক চাপ রয়েছে। বহু মার্কিন রাজনৈতিক নেতার প্রচারে একসময়ে অর্থ জুগিয়েছিলেন এপস্টেইন। যার মধ্যে ট্রাম্পের নামও শোনা গিয়েছে।

পুজোয় সেরারা পাবে শারদ পুষ্পাঞ্জলি সম্মান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ শারদ পুষ্পাঞ্জলি সম্মান ২০২৫ লোগো উন্মোচন হয়ে গেল পোলো গ্রাউন্ড হোটেলে। সিগওয়েজ নিবেদিত তৃতীয় বছরের পদার্পনে এ বছরের ভাবনা মাটি। ১০০

একশ বারোয়ারী পুজো এবং ৫০টি আবাসন পুজোয় সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুরস্কৃত এবং সম্মানিত করা হবে প্রকৃতির ভাবনায় জানালেন আয়োজক সংস্থার কর্ণধার ইন্দ্রানী রায় ও অরিন্দম রায়। শারদ উৎসব কে আরো সুন্দর করে তুলতে বিশেষ উৎসাহ প্রদানের জন্য এই শারদ পুষ্পাঞ্জলি সম্মানের আয়োজন জানালেন আয়োজক দেবাশীষ কুমার। লোগো প্রকাশের অনুষ্ঠানে এদিন উপস্থিত ছিলেন আইপিএস শান্তি দাস বসাক, চিকিৎসক প্রসূন ঘোষ, উদ্যোগপতি তুষার কামদার , রাজেশ শেঠ, বিশিষ্ট আলোচিত্র শিল্পী অনুপম হালদার ফুটবলার সুমিত মুখার্জি , সমাজকর্মী নন্দিনী ভট্টাচার্য সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মণ্ডপে মণ্ডপে বিশিষ্ট জুরিদের সঙ্গে থাকছে বাম্পার প্রাইজ।

ভূমিকম্পে সন্তানহারা যুবকই নেপালে 'জেন জি' বিপ্লবের মুখ!

২০২২ সালে শ্রীলঙ্কায় গণঅভ্যুত্থানে রাষ্ট্রপ্রধানের বাসভবনে ঢুকে পড়েছিল বিক্ষোভকারীরা, গত বছর ' বিপ্লবে' বাংলাদেশেও একই ঘটনা ঘটে। পতন হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। ছাত্র-যুব আন্দোলনে সেই ঘটনা নেপালেও। মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পৌডেলের বাড়িতে ঢুকে তাণ্ডব চালায় বিক্ষোভকারীরা। অধিকাংশ মন্ত্রীর বাড়িতে হামলা হয়। ইতিমধ্যে প্রায় গোটা মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেছে। পরিস্থিতি বুঝে প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলিকে পদত্যাগ করতে বলেছেন দেশটির সেনাপ্রধান। ইতিমধ্যে পদত্যাগ করেছেন ওলি।

মণিপুর সফরের আগেই বিজেপিতে বড় ধাক্কা!

৯ সেপ্টেম্বর ঃ প্রায় দুই বছর ধরে হিংসায় জর্জরিত মণিপুরে অবশেষে পা রাখতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ১৩ মে রাজ্য সফরে যাচ্ছেন তিনি। তবে তার আগেই বিজেপিকে বা। ধাক্কা দিল কংগ্রেস। রাজ্যের তিনজন প্রভাবশালী নেতা দল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। মোদির সফরের প্রাক্কালে এমন ঘটনা রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সোমবার দিল্লিতে গিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন বিজেপির দুই প্রাক্তন বিধায়ক ওয়াই সুরচন্দ্র সিং, এল রাধাকিশওর সিং এবং বিজেপির শীর্ষ নেতা উত্তমকুমার নিংথৌজাম। এআইসিসি সদর দপ্তরে দুই প্রাক্তন বিধায়ক এবং বিজেপির শীর্ষ পদাধিকারিকে দলে স্বাগত জানান কংগ্রেসের রাজ্য পর্যবেক্ষক সপ্তগিরি শংকর উলাকা এবং মণিপুর কংগ্রেস সভাপতি কে মেঘচন্দ্র সিং। কংগ্রেসের দাবি, মণিপুরজুড়ে যে প্রবল অশান্তি এবং অসন্তোষ তৈরি হয়েছে, বিজেপি নেতাদের এই দলত্যাগ সেটারই বহিঃপ্রকাশ। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের মে মাস থেকে জাতি সংঘর্ষে জ্বলছে মণিপুর। কুকি-মেতেই সংঘাতের বলি হয়েছেন বহু মানুষ। শান্তি ফেরাতে লাগাতার চেষ্টা হলেও দফায় দফায় অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে উত্তর-পূর্বের রাজ্যটি। ঘরে বাইরে চাপের মুখে গত ৯ ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী বিরেন সিং। ১৩ ফেব্রুয়ারি সে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। এহেন পরিস্থিতিতে বিরোধীরা বারবার দাবি করেছেন, প্রধানমন্ত্রী নিজে যেন মণিপুরে যান। সেখানকার মানুষের দুরাবস্থার ছবি নিজের চোখে দেখে আসুন। কিন্তু দু'বছর কেটে গেলেও মণিপুরে পা রাখেননি প্রধানমন্ত্রী। মণিপুরে শেষবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পা পড়েছিল ২০২২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মাসে। এবার প্রধানমন্ত্রী সে রাজ্যে পা রাখতে চলেছেন। কংগ্রেস ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করতে শুরু করেছে। কংগ্রেসের এক শীর্ষ নেতা বলেন, বিজেপি যেখানে মানুষের ভরসা হারাচ্ছে, সেখানে কংগ্রেসই একমাত্র বিকল্প। মণিপুরে শান্তি ফেরাতে আমাদের পরিষ্কার রূপরেখা আছে। মানুষ সেটা বুঝতে পারছেন, তাই নেতারা আমাদের দলে আসছেন। সঙ্গে কংগ্রেস রাজ্য নেতৃত্ব জানিয়েছে, মোদির সফরের সময় রাজ্যজুড়ে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ, স্মারকলিপি পেশ এবং মানববন্ধনের মতো কর্মসূচি নেওয়া হবে। তারা চায় প্রধানমন্ত্রী হিংসায় ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলুন এবং প্রতিশ্রুতি দিন দ্রুত সমাধানের। জানা গিয়েছে, আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর মিজোরাম সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানকার রেললাইন উদ্বোধনের পর তিনি মণিপুরের উদ্দেশে রওনা হতে পারেন। রাজধানী ইম্ফল এবং হিংসা বিধ্বস্ত চূড়াচাঁদপুরে তার জনসভা করার সম্ভাবনা থাকলেও, এখনও কিছুই চূড়ান্ত নয়। সরকারিভাবে প্রধানমন্ত্রীর সফরসূচি এখনও ঘোষণা করা হয়নি। এরই মাঝে মণিপুরে নতুন সরকার গঠনের জল্পনা ঘনীভূত হচ্ছে। আর সেই জল্পনার আবহেই বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন একাধিক নেতা।

বিস্ফোরক মন্তব্য দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গাপুজোর মণ্ডপে মা দুর্গার পায়ের কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি রাখার পরামর্শ দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী, মূলত দিল্লির ও সুস্বাস্থ্যের জন্য যাতে মা দুর্গার আশীর্বাদ পান নরেন্দ্র মোদি, তাই পুজো কমিটিগুলিকে এই নিদান দিলেন দিল্লি মুখ্যমন্ত্রী। যা ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। গত শনিবার দিল্লির শতাধিক পুজো কমিটি ও রামলীলা আয়োজকদের সঙ্গে বৈঠক করেন রেখা গুপ্তা। সেখানেই তিনি পুজো আয়োজনে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন। এত দূর পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাক থাকলেও তাল কাটে বৈঠকের শেষের দিকে। যখন রেখা বলেন, ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন। সেদিন থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত আমরা সেবাপক্ষ চালাব। এই সময় দিল্লিজুড়ে চলবে নানারকম সেবামূলক কাজ। আমি চাই আপনারাও পুজোর দিনগুলোয় কোনও না কোনও সেবামূলক কাজ করুন। মুখ্যমন্ত্রী যখন এই আবেদন করছেন, তখন বৈঠকে উপস্থিত পুজো উদ্যোক্তারা সাগ্রহে তা গ্রহণ করেন। তার পরই রেখা বলেন, অবশ্যই প্রত্যেক মণ্ডপে মায়ের মূর্তির পায়ের কাছে প্রধানমন্ত্রীর ছবি রাখুন। যাতে মায়ের আশীর্বাদ পেয়ে তিনি দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারেন। আশা ছিল ' দলের সরকার আসায় পুজো সংক্রান্ত সব সমস্যা সমাধান হবে। হয়তো কিছু সমস্যা মিটেছে, তবে দিল্লি মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া এই নিদান প্রবাসী বাঙালি উদ্যোক্তাদের মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে।

Name Change

I, Tuntuna Bibi & Tuntuna Khatun Bibi (Old Name) W/O– Aminul Islam resident of Vill- Mominpur , Po- Mominpur , Ps-Domkal , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Tuntuna Bibi & Tuntuna Khatun Bibi to Tuntuna Khatun and henceforth I shall be known as Tuntuna Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025. My name Tuntuna Khatun (new name) & (old name) Tuntuna Bibi & Tuntuna Khatun Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Hossain Ali , my father's (Old Name) Late Kasem Shaikh resident of Vill- Sashpara Berpara , Po- Andulia, Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742138 do hereby declared that I have changed my father's name from Kasem Shaikh to Kachem Sk and henceforth my father's name shall be known as Kachem Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/09/2025. My father's name Kachem Sk & Kasem Shaikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Palash Mandal (Old Name) S/O–Profulla Mondal resident of Vill- Goas , Po-Goas , Ps- Karimpur , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Palash Mandal to Palash Mondal and henceforth I shall be known as Palash Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 09/09/2025. My name Palash Mondal & Palash Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Isha Mohammed (Old Name) S/O–Hazi Hossain resident of Vill- Chhakkannagar , Po-Kolan Radhakantapur , Ps-Bhagwangola , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742123 do hereby declared that I have changed my name from Isha Mohammed to Isha Mahammad and henceforth I shall be known as Isha Mahammad (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 09/09/2025. My name Isha Mahammad & Isha Mohammed both are same and one identical person.

Name Change

I, Gour Hari Dalui (Old Name) S/O-Kanikur Dalui resident of Dabkai, Karnasubarna, Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742405 do hereby declared that I have changed my name from Gour Hari Dalui to Gour Dalui and henceforth I shall be known as Gour Dalui (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 09/09/2025. My name Gour Dalui & Gour Hari Dalui both are same and one identical person.

Name Change

I, Jahanara Sekh (Old Name) W/o Golam Sabdul Sekh Residing at Vill - Khirishtala, P.o - Gandhabaduli, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Jahanara Bibi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-09-2025. Jahanara Sekh (Old Name) and Jahanara Bibi (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Samir Kumar Dey (Old Name) S/o Late Amulya Kumar Dey Residing at 81, Garia Srinagar Main Road, Near Makali Builders, P.o - Panchasayar, P.s - Narendrapur, District - South 24 Parganas, Pin - 700094, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Samir Dey (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-09-2025. Samir Kumar Dey (Old Name) and Samir Dey (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Shipra Sen (Old Name) W/o Prabir Sen Residing at B-4/227, Buddhapark Simanta Connector, Kalyani, Ranaghat District - Nadia, Pin - 741235 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Shipra Sen Ghosh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 08-09-2025. Shipra Sen (Old Name) and Shipra Sen Ghosh (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Najam Shah alias Nazam Shah (Old Name) S/o Kasim Bachchoo Shah Residing at 7/1, Govind Chand Dhar Lane, P.o - Kolkata G.P.O, P.s - Burra Bazar, District - Kolkata, Pin - 700001 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Najam Bachchoo Shah (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 08-09-2025. Najam Shah, Nazam Shah (Old Name) and Najam Bachchoo Shah (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Musarraf Jahan (Old Name) W/o Najam Bachchoo Shah Residing at 7/1, Govind Chand Dhar Lane, P.o - Kolkata G.P.O, P.s - Burra Bazar, District - Kolkata, Pin - 700001 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Saira Shah (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 08-09-2025. Musarraf Jahan (Old Name) and Saira Shah (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Farida Abbas Ali Mondal (পুরাতন নাম) স্বামী Late Abbas Ali Mandal ঠিকানা Jotsadi, District - Purba Bardhaman, Pin - 713103, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 09-09-2025 এর Affidavit no 172025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Farida Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Farida Mandal (নতুন নাম) ও Farida Abbas Ali Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Sanjoy Manna (Old Name) S/o Late Bharat Manna Residing at 60/2/1, Sita Nath Bose Lane, P.o - Salkia, District - Howrah, Pin - 711106 West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Sanjay Manna (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Date 09-09-2025. Sanjoy Manna (Old Name) and Sanjay Manna (New Name) both as same and one identical person.

Name Change

I, Dulal Kayal (Old Name) S/o Rajani Kayal Residing at Vill - Jagadishpur Kayal Para, P.o - Jagadishpur Hat, P.s - Liluah, District - Howrah, Pin - 711114, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Dulal Chandra Kayal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-09-2025. Dulal Kayal (Old Name) and Dulal Chandra Kayal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, SARIF ALI (OLD NAME) S/O LATE MD SARAFUDDIN , RESIDING AT GHOSH KARMAKAR PARA BORA, P. O. - CHHOTO JAGULIA, P. S. - DUTTAPUKUR, N. 24 PGS. - 743294 ,WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SARIF ALI (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 09/09/25 MD SARIF ALI (NEW NAME) AND SARIF ALI (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I, TAZMIRA BIBI (OLD NAME) W/O MD SARIF ALI , RESIDING AT GHOSH KARMAKAR PARA BORA, P. O. - CHHOTO JAGULIA, P. S. - DUTTAPUKUR, N. 24 PGS. - 743294 ,WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAJMIRA KHATUN BIBI (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 09/09/25 TAJMIRA KHATUN BIBI (NEW NAME) AND TAZMIRA BIBI (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I, SRABANI MUKHERJEE and SARBANI MUKHERJEE (Old Name) W/O SUDIPTA MUKHERJEE Residing at 56 Ramkrishna Pally, P.O.-Pansila, District - North 24 Parganas, Pin - 700112 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SRABONI MUKHERJEE DAS (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 09-09-2025. SRABANI MUKHERJEE and SARBANI MUKHERJEE (Old Name) and SRABONI MUKHERJEE DAS (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, NITAI CHANDRA SINGH (Old Name) S/O MANINDRA CHANDRA SINGH Residing at Ward No-2 Sir Ramesh Mitra Road, Narayanpur, District - North 24 Parganas, Pin - 700136 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as NETAI CHAND SINGH (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore vide affidavit no 10803 dated 16-07-2025. NITAI CHANDRA SINGH (Old Name) and NETAI CHAND SINGH (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, SAFALI SINGH (Old Name) W/O NETAI CHAND SINGH Residing at Ward No-2 Sir Ramesh Mitra Road, Narayanpur, District - North 24 Parganas, Pin - 700136 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SEFALI SINGH (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore vide affidavit no 10803 dated 16-07-2025. SAFALI SINGH (Old Name) and SEFALI SINGH (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, SELIMUNNESA W/o Sk. Golam Rasul, R/o Vill. Bankra(Badamtala), P.O.Bankra, P.S.Domjur, Dist. Howrah, PIN-711403, West Bengal, have changed my name from "SEKH SELIMEN NESA" to "SELIMUNNESA" vide Affidavit No. 4919 on 24.06.25 sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata. Henceforth I shall be known as "SELIMUNNESA" and all my relevant documents should be corrected. It is further stated that "SELIMUNNESA" and "SEKH SELIMUN NESA" are the same and one Identical person.

Name Change

I, Mondal Abdus Salam alias Mondal Aabdus Salam(old Name) S/o Ajit Sekh residing at Vill.-Madanpur, P.O.-Maricha, P.S.-Raninagar, Dist-Murshidabad, Pin-742304 West Bengal, India have changed my name (Shall henceforth be known as) Mandal Abdus Salam(New Name) vide an affidavit sworn before the Ld. J.M.J.M. Addl(1st Class)S.D.E.M at Berhampore, Murshidabad on dated 22/08/2025. Mondal Abdus Salam, Mondal Aabdus Salam and Mandal Abdus Salam both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Samsujha Mondal(old Name) S/o Late Abdur Rasid Mondal residing at Village+Post-Paikar, PS.-Murarai at present P.S Paikar, Dist-Birbhum, Pin-731221 West Bengal, India have changed my name (Shall henceforth be known as) Md. Samsujjoha Mondal(New Name) vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Rampurhat, Birbhum on dated 28/08/2025. Md Samsujha Mondal and Md. Samsujjoha Mondal both are same and one identical person.

হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন ডোকরা শিল্পের কাজেই মহিষাদেল ফুটে উঠবে মণ্ডপ সজ্জা

দুরন্ত বার্তা, মহিষাদল, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গাপুজোয় এবার পুরনো দিনের স্বাদ! হারিয়ে যাওয়া ডোকরা শিল্প নতুনভাবে উপস্থাপিত হতে চলেছে। থিমের মণ্ডপে ফুটে উঠবে ডোকরা শিল্প। হলদিয়ার একটি পুজোয় দেখা যাবে এই থিম। দুর্যোগের মেঘ সরিয়ে রোদ ঝলমলে পরিবেশ। তাতে মণ্ডপ শিল্পীদের মুখে হাসি ফুটেছে। বাঙালির বড় উৎসব দুর্গাপুজো দোরগোড়ায়। বর্তমানে দুর্গাপুজো মানেই ঠাকুর, প্যান্ডেল থেকে প্রতিমা সবেতেই চমক দিতে মরিয়া উদ্যোক্তারা। ফলে বড় শহরের গণ্ডি পেরিয়ে ছোট শহর থেকে মফঃস্বল সর্বত্রই থিম পুজোর ছড়াছড়ি। হলদিয়ার একটি বড় পুজো কমিটির এবারের থিম হারিয়ে যাওয়া ডোকরা শিল্প। ডোকরা শিল্প, ভারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রাচীন শিল্প। মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতায় এর প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। ডোকরা হল 'হারানো মোম ঢালাই' পদ্ধতিতে তৈরি একটি শিল্পকর্ম। এই শিল্পের ইতিহাস প্রায় ৪ হাজার বছরের পুরনো। আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে পশ্চিমবঙ্গে ডোকরা শিল্পের প্রসার ঘটে। প্রধানত ঝাড়খণ্ড থেকে এই শিল্প পুরুলিয়া হয়ে রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় ৪ হাজার বছর প্রাচীন এই শিল্প বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। তবে এবার হলদিয়ার এক প্যান্ডেলে হারিয়ে যাওয়া ডোকরা শিল্প ফিরে আসছে। শিল্পী জানান, প্রতিবছর দুর্গাপুজোয় নানা ধরণের থিম প্যান্ডেল তৈরি করেন। জেলার গণ্ডি পেরিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ও ভিনরাজ্যে তাঁর শিল্প ভাবনায় তৈরি থিম মণ্ডপ সমাদৃত। এবার দুর্গাপুজোয় শিল্পশহর হলদিয়ার একটি পুজো মণ্ডপ সেজে উঠবে হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন ডোকরা শিল্পে। শিল্পী জানান, 'ডোকরা ভারতের প্রাচীন শিল্প মাধ্যমের অন্যতম। বর্তমান সময়ে এই কাজ আর দেখা যায় না। হারিয়ে যেতে বসেছে এই শিল্প। এবার থিম মণ্ডপে ফুটে উঠবে সেই ডোকরা শিল্প'। দুর্গা পুজোর মণ্ডপে ডোকরা শিল্প ফুটিয়ে তুলতে তাঁর ওয়ার্কশপে দিনরাত এক করে কাজ চলছে। ডোকরা শিল্পের প্রধান বস্তু ধাতু হলেও এখানে ব্যবহার হচ্ছে ফাইবার ও প্লাইউড সহ অন্যান্য পরিবেশবান্দব জিনিসপত্র। সেইসব দিয়ে তৈরি হচ্ছে নকশা, ফুটে উঠছে ডোকরা শিল্প। বর্তমানে দুর্গাপুজো মানেই থিমের আধিক্য। এই থিমে বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে। শিল্পীর সূক্ষ্ম কাজে সেই বিষয়টি সাধারণ মানুষের কাছে প্রস্ফুটিত হয়। প্রায় চার হাজার বছর

ধরে চলে আসা ডোকরা শিল্প এখন হারিয়ে যেতে বসেছে। তবে এবার দুর্গাপুজোয় ফিরে আসছে ডোকরা শিল্প।

ফালাকাটায় টোটো উল্টে মৃত্যু মহিলার, পথঅবরোধ স্থানীয় বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, ফালাকাটা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ কোচবিহারের ফালাকাটা - সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়কে টোটো উল্টে মৃত্যু হল এক মহিলার। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে । জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম ঝর্ণা নাগ (৪০)। এদিন সকাল সওয়া আটটা নাগাদ আলিপুরদুয়ারের ভাটিবাড়ি এলাকার এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে নিজেদের টোটো করে ফিরছিলেন ফালাকাটার ডালিমপুরের নাগ দম্পত্তি। টোটো চালাচ্ছিলেন ঝর্ণার ছেলে রানা নাগ। সঙ্গে ছিলেন ঝর্ণার স্বামী নিরঞ্জন নাগ। ঘটনাটি যখন ঘটেছে তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। আর বালুরঘাটে রাস্তার পাশে রয়েছে বড় বড় গর্ত। আর জল জমে থাকায় গর্ত আন্দাজ করতে পারেননি চালক। ফলে আচমকাই গর্তে চাকা ধাক্কা লেগে টোটো উল্টে যায়। ফলে টোটোর নীচে পড়ে যান ঝর্ণা। এরপর স্থানীয় টোটো চালকরাই তড়িঘড়ি সবাইকে উদ্ধার করে ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠান। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরই মৃত্যু হয় ওই মহিলার। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই মহিলার মাথাতেই সবচেয়ে বেশি চোট লেগেছিল। এদিকে, ঘটনার পর থেকেই ক্ষোভে স্থানীয়রা পথ অবরোধ করেন। সকাল সওয়া আটটা থেকে সওয়া ন'টা পর্যন্ত অবরোধ চলে। স্থানীয়দের দাবি, পাশেই চরতোর্ষা নদীতে মহাসড়কের দু'টি পাকা সেতুর কাজ চলছে। সেখান দিয়ে রোজ পণ্যবাহী ডাম্পার যাতায়াত করে। আর বালুরঘাটে রাস্তার এক পাশে অনেকদিন আগেই মাটি ফেলে রাখা হয়েছিল। কিন্তু এখানে রাস্তার কাজ বন্ধ রয়েছে। আর রাস্তায় বড় বড় খানাখন্দ থাকলেও তা সংস্কার করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। প্রায়দিনই টোটো উল্টে যাচ্ছে। তাই এদিন টোটো থেকে পড়ে এক যাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় স্থানীয়দের ক্ষোভ চরমে ওঠে। পথ অবরোধের জেরে রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হয় । দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফালাকাটা থানার পুলিশ। এরপর পুলিশের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, সড়ক কর্তৃপক্ষকে বলে এদিনই রাস্তা সংস্কার করা হবে। এই আশ্বাসে শেষে অবরোধ তুলে নেন স্থানীয়রা।

শিশুদের পচা খাবার খাওয়ানোর অভিযোগে বিক্ষোভ অভিভাবকদের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২০ নম্বর বাগরাকোর্ট এলাকার রাজ রামমোহন কলোনির একটি আঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের পচা খাবার খাওয়ানোর অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার ওই কেন্দ্রের দায়িত্বে রয়েছেন মনিকা চৌধুরী। এক কর্মী এদিন খাবার রান্না করেন। এরপর শিশুদের খাবার দিয়ে বাড়ি পাঠান। বাড়িতে পৌঁছানোর পর অভিভাবকরা দেখতে পান খাবারের সোয়াবিন পচে কালো হয়ে গেছে এবং খাবারের মধ্যে পোকা রয়েছে। অভিযোগ ওঠে, রান্নার জিনিসপত্রও অত্যন্ত নোংরা অবস্থায় রাখা ছিল। এমনকি এক বাসনে ১০-১৫ টি পচা ডিমও পাওয়া যায়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, শিশুদের প্রোটিন খাবার খোলা অবস্থায় রাখা হয়েছিল, যেগুলো ইঁদুরে নষ্ট করেছে। ঘটনার পর ক্ষুব্ধ অভিভাবক ও এলাকাবাসীরা কেন্দ্রে গিয়ে কর্মীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান আইসিডিএস সুপারভাইজার অসমিতা সান্যাল। তিনি জানান, অভিযোগ প্রমাণিত হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিন ঘটনাস্থলে আসেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর অভয়া বোসও। তিনি জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। এলাকাবাসীর ক্ষোভ, এর আগেও একাধিকবার অভিযোগ জানানো হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাদের দাবি, কর্মী যদি সঠিকভাবে কাজ করতে না পারেন, তবে তাকে সরিয়ে দিতে হবে। ঘটনার খবর পেয়ে শিলিগুড়ি থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং তদন্ত শুরু করেছে।

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE

SNIT No.-EE/MID/SNIT-12/ 2025-26

The **Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda** invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application **15/09/ 2025 & Time up to 12.00 PM**. Details may be had from the office of the undersigned. For details visit the site **http://www.wbiwd.gov.in/**

Sd/- Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

মাঝ পদ্মায় নৌকাডুবি! তলিয়ে গেলেন কৃষক, আতঙ্কিত গ্রামবাসী

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ সাতসকালে নদীপথে দুর্ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদের রানিনগর। মাঝ নদীতে নৌকাডুবি হয়ে তলিয়ে গেলেন এক কৃষক। এখনও তাঁর খোঁজ মেলেনি বলে খবর।

মঙ্গলবার সকালে পদ্মানদীতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা । ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের রানিনগরের কাতলামারী কার্গিল ঘাটের কাছে মরা পদ্মানদীতে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে রানিনগর থাকার পুলিশ। স্থানীয়দের চেষ্টায় বেশিরভাগ চাষীকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও একজন এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছে বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রের খবর, নিখোঁজ ওই চাষীর নাম সুজন শেখ (৩০)। তার বাড়ির রানীনগর থানার অন্তর্গত রামনগর গ্রামে। ইতিমধ্যেই তার সন্ধানে পদ্মানদীতে ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। মঙ্গলবার সকালে নৌকাডুবির পর থেকেই স্থানীয় মানুষজন নদীতে জাল ফেলে তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, ৩০ থেকে ৩৫ জন কৃষক প্রায় ২০টি সাইকেল নিয়ে নৌকায় উঠেছিলেন। মরা পদ্মানদী পার হয়ে ওপারে কার্গিল মাঠ ছিল তাঁদের গন্তব্য। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, অতিরিক্ত ভারের চাপে মাঝনদী পর্যন্ত নৌকাটি যেতেই প্রবল বেগে দুলতে থাকে। নৌকায় জল উঠে তা উলটে যায়। নৌকার প্রায় সব যাত্রী সাঁতরে পাড়ে উঠে আসেন। কিন্তু সুজন নামে ওই কৃষক পাড়ে উঠতে পারেননি। তিনি একেবারে নৌকার নিচে পড়ে গিয়েছিলেন। নিখোঁজ সুমনের বাবা গোলাপ শেখ নিজে ও তাঁর তিন ছেলে আলম শেখ, টুয়েল শেক ও সুজন ওরফে সুমন, সকলে মিলে ওই নৌকায় ছিলেন। গোলাপ শেখ জানান, অতিরিক্ত যাত্রী ছিল নৌকায়। নৌকাটি ছেড়ে কিছু দূর যেতেই মাঝি যাত্রীদের নড়াচড়া করতে নিষেধ করেন। তারপরেই দেখি, নৌকার মেশিনের ফ্যানের কাছ দিয়ে জল উঠছে। যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তার পরেই একদিকে চাপ সৃষ্টি হওয়ায় নৌকা উলটে যায়। নৌকার একেবারে নিচেই পড়ে যান সুমন। সম্ভবত সেই কারণেই তিনি জল থেকে সাঁতরে পাড়ে উঠতে পারেননি। তাঁকে উদ্ধার করতে ডুবুরি নামিয়ে শুরু হয়েছে তল্লাশি। স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গেছে, প্রতিদিন কার্গিল ঘাট থেকে নৌকা করে রানীনগরের সরন্দাজপুর, রামনগর, মোহনগঞ্জ, পরানপুর, পালপাড়া, হালদারপাড়া সহ একাধিক গ্রামের কয়েক'শ চাষী চরের জমিতে চাষের কাজ করতে যান। রানীনগর ২ ব্লকের যুব তৃণমূল নেতা মিলন শেখ বলেন,' নৌকাডুবির ঘটনার খবর পাওয়ার পরই আমরা এলাকায় চলে আসি। স্থানীয় মানুষ এবং মাঝিদের সহায়তা নিয়ে দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু হয়। পরে পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে চলে আসেন এবং ডুবুরি দিয়ে নদীতে তল্লাশি শুরু হয়েছে।' সূত্রের খবর, বর্তমানে চরের জমিতে কলাই সহ অন্য কয়েকটি ফসল চাষ করেছেন রানীনগরের বিভিন্ন গ্রামের চাষীরা। রোজ সকালে তারা নৌকা করে চরের জমিতে চাষ করতে যান এবং দুপুর নাগাদ সেখান থেকে নৌকা করেই ফিরে আসেন। তবে আজকের এই নৌকাডুবির ঘটনায় যথেষ্টই আতঙ্কে রয়েছেন এলাকবাসী।

উল্টে গেল ট্রাক্টর! মৃত্যু চালকের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ জাতীয় সড়কের ধারে উল্টে গেল বাঁশবোঝাই ট্রাক্টর। পুরাতন মালদার এই ট্রাক্টর দুর্ঘটনায় চালকের মৃত্যু। স্থানীয়দের চেষ্টায় তাঁকে উদ্ধার করা গেলেও প্রাণে বাঁচানো যায়নি। দুর্ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এদিন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাঁশবোঝাই ট্রাক্টরটি উল্টে যায় বলে খবর। এদিন পুরাতন মালদার শিমুলঢাব এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। জানা যাচ্ছে, রাস্তার ধারে থাকা ডিভাইডারকে পাশ কাটাতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। বাঁশবোঝাই ওই ট্রাক্টর জাতীয় সড়কের নিচে জমিতে উল্টে যায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে উল্টে যায় ওই ট্রাক্টর। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ট্রাক্টর চালক শফিকুল ইসলামের। এদিকে ট্রাক্টর দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের উদ্ধারকারী দল। স্থানীযদের চেষ্টায় ট্রাক্টর চালককে উদ্ধার করা হয়। যদিও তার আগেই শফিকুল নামের ওই চালকের মৃত্যু হয়েছিল বলে জানা গেছে। এই দুর্ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়।

গাড়িতে হামলার পরিপ্রেক্ষিতেই দলেরই এক নেতাকে আক্রমণ করেন মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকে মারলে হাজার সিদ্দিকুল্লা এই কুলুটে তৈরি হয়ে যাবে। ঠ্যাং ধরে ভেঙে দেবে বলে দলের অপর পক্ষকে অর্থাৎ মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আহমেদ তাদের কাছে আছে। তারা অঙ্ক কষতে জানেনা। টাকা গুনতে জানে। কোনও নেতা চমকালে ধমকালে ফোন করে জানানোর নির্দেশ দেন মন্ত্রী। মন্ত্রী বলেন, আপনারা আমাদের টেলিফোন নম্বর পাবেন।

হোসেন শেখকে এবার মন্তেশ্বরের কুলুটে দাঁড়িয়ে হুঁশিয়ারি দিলেন খোদ মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা। দল বড় নেতা নয় বলে এদিন মন্ত্রী ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়ে বলেন, দলের সঙ্গে জুলুমবাজি করলে জনগন উপড়ে ফেলে দেবে। সিপিএমকে ফেলতে পারে। এক খণ্ড নেতাকে ফেলতে সময় লাগবেনা। শুধু তাই নয়, তার ডাকে এক লক্ষ এসে যাবে বলে এদিন তিনি হুমকিও দেন। মন্ত্রী বলেন, এখন যদি কল দিই এক লক্ষ লোক এসে যাবে। কিন্তু আমরা বুঝেছি আমি অপমানিত হয়েছি ঠিক আছে। আমরা ধৈর্য্য ধরেছি বলে সব জায়গায় লালকালির দাগ লেগে গেছে। নিজেকে সংযত না করলে নিজের ক্ষতি হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি। মন্ত্রীর পরামর্শের প্রয়োজন হবেনা। দলই তাদের হাত পা ভেঙে দিয়ে চলে যাবে। দুমাস আগে মন্তেশ্বরের কুসুমগ্রামে দলীয় কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হওয়ার পর মন্ত্রী এদিন প্রশ্ন তুলে বলেন, কোথাও গণ্ডগোল হয়না, যত মস্তানি হুকুম হয় মন্তেশ্বরে। মন্ত্রীর প্রশ্ন, কালীঘাটে মমতা ব্যানার্জী থাকেন, সেখানে তো গোলমাল হয়না। কাটোয়া রবি চ্যাটার্জী আছে, সেখানে তো গোলমাল হয় না। স্বপন দেবনাথ আছে। কালনাতে এমএলএ আছে সেইখানে তো গোলমাল হয়না। মস্তানি হচ্ছে? বর্ধমানে হয়না, খণ্ডঘোষে হয়না, কলকাতায় হয়না, শ্যামবাজারে হয়না। কিসের দুধ খেয়েছেন আপনারা? এত রাগ কিসের? মন্ত্রী এদিন নিজের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাকে সামনে রেখে বলেন, এই যে শিক্ষার হার বাড়ছে। শিক্ষিত হলে বোমা বাঁধতে হবেনা। শিক্ষিত হলে রিভলবার চালাতে হবেনা। শিক্ষিত হলে গাড়ি ভাঙচুর করতে হবেনা। টিপ ছাপ ছেলেরা টেলিফোন করবেন কোন নেতা আপনার বাড়িতে ধমক দিয়েছে। দেখতে চাই সে কত বড় লাটসাহেবের নেতা। বিধায়ক সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকে চোখ দেখাচ্ছে। লজ্জা লাগে না তাদের? ভয় দেখাচ্ছে? এত বড় স্পর্ধা। আমি সেদিন চাইলে পারতাম। কিন্তু আমি করিনি। যদিও এর আগে ওইদিন বিকালে মালডাঙায় মন্ত্রী প্রবীণ পুরোনো দিনের কর্মীদের নিয়ে সভা করেন। যে জায়গায় দাঁড়িয়ে গত দুমাস আগে মন্ত্রীকে কালো পতাকা দেখিয়ে 'গো ব্যাক শ্লোগান' দেওয়া হয় সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এদিন তিনি শারদোৎসবের প্রাক্কালে বস্ত্র বিতরণ সহ পড়ুয়াদের হাতে স্কুল ব্যাগ তুলে দেন।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
১. ননী গোপাল সেন
আমোক্তারনামা দাতাঃ শর্মিষ্ঠা দে
ঠিকানাঃ শিবাজী রোড, হাকিমপাড়া, জলপাইগুড়ি
গ্রহীতাঃ ননী গোপাল সেন
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ IV-70 নং বহি
02.07.2010 নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ
I-1389, 22.03.2018
নামজারি কেস নংঃ
MN/2025/0702/9701
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদন নিষ্পত্তি করা হবে। দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ আদৃজা ঘোষ, শর্মিষ্ঠা দে, রাখি কুণ্ডু, রচিরা দাস বসু, মৌজাঃ খড়িয়া, সিট নং. ২০, L.R দাগ- 132, 144 L.R খতিয়ান নং 98, 116, 366, 367, 394, 342, 343 (আদেশ নং-১০০০-I.S. /২২/২০২৪ তারিখ ২৭/০২/২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরনার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ ননী গোপাল সেন
পিতা / স্বামীঃ নরেন্দ্র নাথ সেন
ঠিকানাঃ সেন পাড়া, জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৩৫১০১

আমোক্তারনামা

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল শ্রীমত্যা অসীমা মন্ডল স্বামী দিপায়ন মন্ডল সাকিম - এম জি রোড পূর্ব বড়িষা, পোষ্ট ও থানা-ঠাকুরপুকুর জেলা দক্ষিন ২৪ পরগনা বিগত ইং-১৭.০৩.২০২৫ তারিখে পুরুলিয়া ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1652 নং আমোক্তানামা দালিল মুলে ১. শ্রী মনোজিৎ গোস্বামী, পিতা- দেবীপ্রসাদ গোস্বামী সাকিম+ পোষ্ট ঘোঙ্গা থানা-পুরুলিয়া (মফ) জেলা-পুরুলিয়া ২.শ্রী সিদ্ধার্থ দে পিতা- দিলীপ দে সাকিম-কে পি. লেন দুলমী নাডিহা পোষ্ট-দুলমী নাডিহা জেলা-পুরুলিয়া বিক্রের ক্ষমতা প্রদান করেন।
উক্ত আমোক্তানামা অনুযায়ী যার তপশীল জেলা-পুরুলিয়া থানা-পুরুলিয়া (মফ) মৌজা- ভাটবাঁধ জে.এল.নং-৩০১, এল আর খতিয়ান নং-৩৭৬২ হাল দাগ নম্বর ১৪৭৭ পরিমান-৩০.৪৮-ডেসিমেল ও হাল দাগ নম্বর ১৪৬৮-পরিমান-৩৭.৭৫, ডেসিমেল হাল দাগ নম্বর ১৪৬৬ পরিমান-১১, ডেসিমেল আমোক্তানামা কৃত সম্পতির পরিমান তিনটি হাল প্লটে একত্রে মোট ৭৯.২৩ ডেসিমেল।
এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিয়া অদ্য হইতে ১৫ দিনের মধ্যে BL&LRO অফিসে উপযুক্ত প্রমান সহ যোগাযোগ করুন।
ইতি
Sanjib Kumar Patra
(Advocate)
Enrolment No. 9332004

ভিনরাজ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, বাঁশের ঝুড়ি তৈরি করে বিকল্প পথ খুঁজে নিয়েছেন পুরুষেরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ আগে ছিলেন নির্মাণ শ্রমিক, এখন এই কাজ শিখে হয়েছেন হস্তশিল্পী। বর্তমানে আর ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। গ্রামেই আয়ের বিকল্প পথ খুঁজে নিয়েছেন তাঁরা। মালদার এই গ্রামে অধিকাংশ বাড়ির পুরুষেরা সারা বছর তৈরি করেন বাঁশের ঝুড়ি। এগুলি তৈরি করেই জীবিকা নির্বাহ হয় গ্রামের শতাধিক পরিবারের। এই কাজ করে দিনে প্রায় ৫০০-১০০০ টাকা রোজগার করে আয়ের দিশা দেখাচ্ছেন এই হস্তশিল্পীরা। মালদার মানিকচক ব্লকের মথুরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শেখপুরা গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই বাঁশের ঝুড়ি তৈরি হয়। নিজেরাই বাঁশ কেটে এনে হাতের কারুকার্যে তৈরি করেন এই ঝুড়ি। পাইকারদের অর্ডারের পাশাপাশি সাপ্তাহিক হাটে নিজেরাই সেগুলি বিক্রি করেন। সারা বছরই এই কাজ করে পরিবারের হাল ধরছেন এই হস্তশিল্পীরা। এক হস্তশিল্পী জানান, গ্রামে আগে অনেকে নির্মাণ শ্রমিকের কাজে ভিনরাজ্যে এবং শহরে যেতেন। তবে ভিনরাজ্যে কাজের ঝুঁকির ভয়ে সকলে এই কাজ শিখেছেন। গ্রামের প্রায় পাঁচ শতাধিক পরিবার এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। সারা বছর চাহিদা থাকলেও আমের মরশুমে এই ঝুড়ির চাহিদা বেশি থাকে। অর্ডারের পাশাপাশি প্রতি সপ্তাহে হাটে গিয়ে বিক্রি করি। এই কাজ শেখার পর ভিনরাজ্যে যেতে হচ্ছে না। বাড়িতেই রোজগার হয়, ভাল লাগছে। জেলায় তেমন কাজ না থাকায় আজও অধিকাংশ খেটে খাওয়া শ্রমিক ভিনরাজ্যে পাড়ি দেন। কেউ টাওয়ারের কাজে, কেউ আবার নির্মাণ কাজে যান অন্য রাজ্যে। এই অবস্থায় বাড়ি বসেই বিকল্প পথে রোজগারের দিশা দেখাচ্ছেন মালদার এই গ্রামের বাসিন্দারা।

নেপালে বিক্ষোভ বাংলা সীমান্তে মোতায়েন অতিরিক্ত বাহিনী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ নেপালে জেন জি-র বিক্ষোভে পুলিসের গুলিতে নিহত হয়েছেন ১৯ জন বিক্ষোভকারী। তাতে তরুণ সমাজের বিক্ষোভ তো কমেইনি বরং মঙ্গলবার সকাল থেকেই শাসকদল, বিরোধীদলের নেতাদের বাড়িতে জড়ো হয় ভাংচুর শুরু করেছে বিক্ষোভকারীরা। বিরোধী দলনেতা প্রচন্ডর বাড়ির সামনেও জড়ো হয়েছে বিক্ষোভকারীরা। পাশাপাশ নেপালের প্রধানমন্ত্রী ওলির বাড়ির উপরে হেলিকপ্টার উড়তে দেখা গিয়েছে। কোনও কোনও মহল থেকে এমনটাও বলা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী ওলির বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বিক্ষোভকারীরা। এমনও শোনা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিয়ে আজই দেশ ছাড়তে পারেন প্রধানমন্ত্রী ওলি। এদিকে এরকম এক পরিস্থিতিতে, নেপালের আঁচ যাতে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় না পড়ে তার জন্য নজরদারি বাড়িয়েছে রাজ্য পুলিসও। অতিরিক্ত ফোর্স বাড়ানো হয়েছে শিলিগুড়ির নিকটবর্তী পানিট্যাঙ্কি-সহ নেপাল সীমান্ত লাগোয়া এলাকায়। তৈরি রাখা হয়েছে স্পেশালাইজড ফোর্স। নেপালে গতকালের ঘটনা নজরে আসতেই জরুরি বৈঠক করেন পুলিস কর্তারা। শুরু হয়েছে নাকা তল্লাশি। পুলিসকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নেপালের গোলমাল যাতে এরাজ্য কোনওভাবেই না পড়ে। গতকাল গোটা পরিস্থিতি নিয়ে দার্জিলিংয়ে এসপি ও নর্থ বেঙ্গলের আইজির সঙ্গে কথা বলেন ডিজি।

E-Teneder Notice

e-Tenders are invited for Settler with ABR, Filter Chember & Leachpit works under SBM-G fund in **N.I.e.T. No.– 02/HBDO/ SBM-G/25-26 & 03/HBDO/ SBM-G/25-26**. Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in.** The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **16/09/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Block Development Officer
Hariharpara, Murshidabad

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সন্দীপ নন্দী, চন্দনা নন্দী, পূর্ণিমা দাস ও শুক্লা দত্ত। শ্যামলী দাস, অসিত বরণ দাস, সঞ্জিব হিজলী, সজল হিজলী ও অন্যান্য নিযুক্ত আমমোক্তার সঞ্জয় দাস, সোমনাথ মুখার্জী ও দুধকুমার পরামানিক মহাশয়ের নিকট হইতে এ্যাডিঃ ডি. সাব. রেজি. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৬৮ /২০১২, ২৪৪/ ২০১৪, ৩২৭/ ২০১৮, ৩১৪৬/ ২০২৫ ও ৩৮৮৯/ ২০২২ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা উত্তর ঝাঁপড়দহ, হাল এল. আর. খতিয়ান ২৬৯১, ২১০৩, ৬৯৩৩ ও ৩১৪০ নম্বর হাল দাগ ২৪৮৭, ২৪৯২, ২২৪৬, ২২৪৭, ৫১৬৯, ৫১৭০ নং দাগে ০৪.১২+০৭.১৩+ ০১.০৯ শতক জমি এ্যাডিঃ ডিঃ সাব-রেজিস্ট্রি ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৬৩৫৯ / ২০১৯, ৩৬০৫/ ২০২৫ ও ৮০২/ ২০২৪ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&.L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of **" Supply and Installation of temporary street light on ROB Piyarapukur at Searampore in the district of Hooghly."**
NIQ No.- WBPWD/EE/HED/ NIeT-17 of 2025-26
(ID- 2025_WBPWD_899616_1)
Bid submission closing date: **17/09/2025 upto 02.00 P.M**.
Corrigendum if any will be published in website only.
Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
১. শ্রী কৌশিক দাস
২. শ্রী প্রণয় মালাকার এবং নন্দিতা মালাকার
আমোক্তারনামা দাতাঃ শ্রী সমীর দত্ত
ঠিকানাঃ নেতাজী পারা, পোস্ট এবং থানাঃ
জলপাইগুড়ি, জেলা-জলপাইগুড়ি, ৭৩৫১০১
গ্রহীতাঃ শ্রী সৈকত চ্যাটার্জী
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ I-5647/22 নং বহি I,
Vol 0701-2022 নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ
I-1164/2005, I-1516/2017
নামজারি কেস নংঃ
MN/2025/0702/(i) 9535 (ii) 9536
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদন নিষ্পত্তি করা হবে। দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
Land 9.96, Katah, Mouza-Kharia, R.S. Khatian No.-1320, 1337, L.R. Khatian 150, JL No. 5(7), RS Plot No. 24, 25, LR Plot No.-138, 139, 141, Dist.-Jalpaiguri, Seller-Samir Dutta, Jalpaiguri, 735101, Power of Attorney-Saikat Chatterjee, Jal 735101, Buyer-1. Mr. Kaushik Das, Siliguri, Dist-Darjeeling, 734006. 2. Mr. Pranoy Malakar & Nandita Malakar, Kalyani, Nadia, 741235.
(আদেশ নং-১০০০-I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭/০২/২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরনার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ ১. শ্রী কৌশিক দাস
২. শ্রী প্রণয় মালাকার এবং নন্দিতা মালাকার
পিতাঃ ১. স্বর্গীয় কানাই লাল দাস, ২. পুলক মালাকার
ঠিকানাঃ মোহনা অ্যাপার্টমেন্ট, নেতাজী পাড়া,
জলপাইগুড়ি, ৭৩৫১০১

হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন
টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ
জাতীয় অলিম্পিয়াড প্রোগ্রাম ২০২৫-২০২৬
জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জুনিয়র বিজ্ঞান

আগামী **নভেম্বর ২২ এবং ২৩, ২০২৫** তারিখে অনুষ্ঠিত এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সকল শিক্ষার্থীকে **ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিক্স টিচার্স (আইএটিপি)** দ্বারা পরিচালিত **জাতীয় স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষায় (এনএসইএস)** (বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য) অংশগ্রহণ করতে হবে। **২০২৬ সালের সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে** অংশগ্রহণের প্রথম ধাপ হল এনএসই-তে যোগ্যতা অর্জন।
নথিভুক্তির জন্যঃ
NSEs: https://www.iapt.org.in (২১ সেপ্টেম্বর ১৪, ২০২৫)
আরও বিস্তারিত জানার জন্যঃ https://olympiads.hbcse.tifr.res.in
https://www.iapt.org.in

cbc 48143/12/0007/2526

স্বামী-স্ত্রীর রহস্যমৃত্যু, রাতের খাবারের পরই তীব্র অসুস্থতা-খুন নাকি দুর্ঘটনা? তদন্তে পুলিশ!

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ নদীয়া জেলার চাকদহ এলাকায় এক নবদম্পতির আকস্মিক ও রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। মাত্র ২১ বছরের স্বামী ও ১৯ বছরের স্ত্রীর এমন মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে পরিবারে, পাশাপাশি একাধিক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে সকলের মনে। ঘটনাটি ঘটেছে চাকদহের তাঁতলা রায়পাড়া এলাকায়। মৃত দম্পতির নাম ইন্দ্রজিত রায় ও প্রিয়া রায়। জানা গেছে, গতকাল সোমবার রাতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছিলেন ইন্দ্রজিত ও প্রিয়া। তারপর যথারীতি তাঁরা নিজেদের ঘরে ঘুমোতে যান। কিছুই অস্বাভাবিক ছিল না রাতের খাবার বা আচরণে। কিন্তু মঙ্গলবার সকালে হঠাৎ করেই পরিস্থিতি পাল্টে যায়। সকালে ঘুম থেকে ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'জনের পেট জ্বালা ও তীব্র ব্যথা শুরু হয়। দ্রুত অবস্থার অবনতি হতে থাকে। প্রথমে পরিবারের লোকেরা নিজেরাই প্রাথমিক চিকিৎসার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতেও কাজ না হওয়ায়, তাঁদের তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় কল্যাণীর জহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। চিকিৎসকরা জানান, হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছিল। মাত্র কয়েক মাস বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ এই তরুণ দম্পতির এমন আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ইন্দ্রজিতের বাবা-মা ও ভাই একই বাড়িতে থাকেন। তাঁরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন এই ঘটনায়। প্রতিবেশীরাও দিশেহারা হয়ে বলছেন, একেবারে ভালো সুস্থ ছেলে-মেয়ে, একদিনেই সব শেষ হয়ে গেল! ঘটনার খবর পেয়ে চাকদহ থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে তদন্তের স্বার্থে পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। বিশেষত, কী ধরনের খাবার খেয়েছিলেন তাঁরা, কারা রান্না করেছিলেন, খাবারের পর আর কিছু খাওয়া হয়েছিল কিনা-সব বিষয়েই খুঁটিয়ে জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। পাশাপাশি, ঘরের ভেতরে কোনও কিছু অস্বাভাবিক পাওয়া গেছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকায় এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়তেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে। অনেকেই বলছেন, যদি কোনও খাবারে বিষ মেশানো থাকে, তাহলে শুধু ওই দু'জনেরই মৃত্যু কেন? বাকিরা সুস্থ রয়েছেন কীভাবে? কেউ কেউ আবার বলছেন, অন্য কোনও কারণ থাকতে পারে, হয়তো আত্মহত্যা! কিন্তু দম্পতির মধ্যে তো কোনও ঝগড়া দেখিনি। এই মুহূর্তে গোটা ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট। সেটি হাতে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। পুলিশও আপাতত সমস্ত সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে-দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা নাকি খুন? এদিকে তরুণ দম্পতির রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের পাশাপাশি ভয় ও উদ্বেগের আবহ তৈরি হয়েছে। প্রশাসন ও পুলিশের কাছে সাধারণ মানুষের দাবি, যত দ্রুত সম্ভব এই ঘটনার প্রকৃত কারণ প্রকাশ্যে আনা হোক এবং দোষী কেউ থাকলে তার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হোক।

লরির ধাক্কা, যাত্রীর হাত কেটে পড়ল রাস্তায়

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ বহরমপুরে লরির ধাক্কায় বাসযাত্রীর হাত কেটে পড়ল রাস্তায়। দুর্ঘটনাটি মঙ্গলবার সকালে বহরমপুরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর, একটি বেসরকারি হাসপাতালের কাছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বাসের মধ্যে বসে জানলা দিয়ে বাইরে হাত ঝুলিয়ে রেখেছিলেন ওই যাত্রী। উল্টোদিক থেকে একটি সিমেন্ট বোঝাই লরি এসে ধাক্কা মারে বাসটিতে। তখনই ওই যাত্রীর হাত কেটে রাস্তায় পড়ে যায়। তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেন। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। বাস ও লরির ড্রাইভার, দু'জনেই পলাতক।

মিড ডে মিলে আদা ও রসুন সরবরাহ

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ মিড ডে মিলে শাক সবজির পাশাপাশি আদা ও রসুন সরবরাহ করতে রাজ্য সরকার অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে। স্কুল গুলির জমিকে ব্যবহার করে শাকসবজি চাষের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হযেছে। এবার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দফতর নির্বাচিত কয়েকটি স্কুলে আদা ও রসুনের বীজ সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে এই উদ্যোগ চালু করা হচ্ছে। দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, খোলা জমি ছাড়াই আদা ও রসুন চাষ সম্ভব। তাই নির্বাচিত স্কুলগুলিতে বায়োডিগ্রেডেবল গ্রো-ব্যাগ ও বীজ দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে প্রতি জেলায় ২০টি স্কুলে এই পাইলট প্রকল্প শুরু হয়েছে। শিক্ষকদের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। উৎপাদিত ফসল স্কুলে মধ্যাহ্নভোজ রান্নার কাজে ব্যবহার করা হবে।

হাই স্ট্রিট ফিলেটেক্স লিমিটেড

নিবন্ধিত অফিসঃ বি-১৭, ২য় তল, ২২ গোদাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, জয়পুর-৩০২০০৬, রাজ
টেলিফোন নং. ০১৪১-৪০২৫৪৩১
ওয়েবসাইটঃ www.highstreetfilatex.in I ই-মেইলঃ highstreet.filatex@gmail.com
CIN: L18101RJ1994PLC008386

জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি
হাই স্ট্রিট ফিলেটেক্স লিমিটেডের শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশ্যে

এই পাবলিক ঘোষণাটি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইক্যুইটি শেয়ার ডিলিস্টিং) রেগুলেশন, ২০২১ (এখন থেকে 'ডিলিস্টিং রেগুলেশনস' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর রেগুলেশন ৬(সি) মেনে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ('CSE') থেকে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার স্বেচ্ছায় ডিলিস্ট করার বিষয়ে করা হচ্ছে। বর্তমানে কোম্পানির শেয়ারগুলি স্বীকৃত স্টক এক্সচেঞ্জ, যেমন বিএসই লিমিটেড এবং সিএসই উভয়েই তালিকাভুক্ত। পরিচালনা পর্ষদ, ১৩ আগস্ট, ২০২৫, বুধবার অনুষ্ঠিত তাদের সভায়, কোম্পানির শেয়ারের সামগ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস এবং কোম্পানির নির্ধারিত ব্যয় নিয়ন্ত্রণের কারণে সিএসই থেকে কোম্পানির শেয়ার বাদ দেওয়ার অনুমোদন দিয়েছে।
কোম্পানির শেয়ারগুলি বিএসই লিমিটেডে তালিকাভুক্ত থাকবে, যা একটি স্বীকৃত স্টক এক্সচেঞ্জ যার দেশব্যাপী ট্রেডিং টার্মিনাল রয়েছে।
এই নোটিশ অনুসারে যদি শেয়ারহোল্ডারদের কোনও প্রশ্ন বা আপত্তি থাকে, তাহলে তারা ঠিকানায় highstreetfilatex@gmail.com ইমেল করতে পারেন অথবা B-17, II nd Floor, 22 Godam Industrial Area, Jaipur-302006 ঠিকানায় তাদের লিখিত প্রশ্ন বা আপত্তি পাঠাতে পারেন।

হাই স্ট্রিট ফিলেটেক্স লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর /-
অনুপ্রিয়া সন্দীপ আগরওয়াল
অতিরিক্ত পরিচালক
DIN: 06417793

তারিখঃ ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

‘কেকেআরে আমি পুরো পরিকল্পনার অংশ ছিলাম না!’ নাইট শিবির ছাড়া নিয়ে প্রথম মুখ খুললেন শ্রেয়স

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বরঃ কেকেআর ছেড়ে যাওয়ার পর এতদিন চুপ ছিলেন। অবশেষে মুখ খুললেন শ্রেয়স আইয়ার। জানালেন, কলকাতা নাইট রাইডার্সে সেই স্বাচ্ছন্দ্য, সেই সম্মান তিনি পাননি, যা এখন পাচ্ছেন পাঞ্জাব কিংসে। আর সেই কারণেই আইপিএল ২০২৪ মরশুমের পর তিনি দল বদলের সিদ্ধান্ত নেন। গত এক বছর ধরে শ্রেয়স অন্যতম নির্ভরযোগ্য মিডল-অর্ডার ব্যাটার। টিম ইন্ডিয়ার ওয়ান ডে দল হোক কিংবা ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে আইপিএল-ধারাবাহিকতায় নজর কেড়েছেন। অধিনায়ক হিসেবেও সমান সফল। এতকিছুর পরেও তাঁর কেরিয়ার গ্রাফ কিন্তু অসম। উঁচুনিচু। ব্যাট হাতে দুর্দান্ত খেললেও কখনও চোট-আঘাতে ভুগেছেন, কখনও নেতৃত্ব নিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন। এর মধ্যে গত মরশুমের পর কেকেআর ছেড়ে পাঞ্জাব কিংসে নাম লেখানো ছিল কেরিয়ারে বড়স। মোড়। এবার সেই সিদ্ধান্তের আড়ালের কথা নিজেই মেলে ধরলেন। সাম্প্রতিকতম একটি সাক্ষাৎকারে শ্রেয়স স্পষ্ট বলেছেন, ‘‘অধিনায়ক আর খেলোয়াড় হিসেবে আমি অনেক কিছু দিতে পারি। যদি সম্মান পাই, তাহলে সবকিছু সম্ভব।

পাঞ্জাবে সেটা পেয়েছি। ওরা আমায় সবদিক থেকে সমর্থন দিয়েছে-কোচ, ম্যানেজমেন্ট, টিমমেট সবাই। ভারতের হয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জেতার পর যখন দলে এলাম, সবাই চাইছিল আমি যেন ভরপুর অবদান রাখি। ফলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মাঠে এবং মাঠের বাইরে-সব জায়গাতেই সক্রিয় ছিলাম। এই স্বাধীনতাই আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি!’’ ঠিক এখানেই তৃপ্তি আর অতৃপ্তির দোলাচল প্রসঙ্গে উঠে আসে কেকেআর প্রসঙ্গ। আর শ্রেয়সের গলায় ঝরে পড়ে আক্ষেপের সুর। বলেন, ‘‘আমি আলোচনার অংশ ছিলাম ঠিকই। কিন্তু পুরোপুরি পরিকল্পনার মধ্যে ছিলাম না। আজ যে জায়গায় পৌঁছেছি, সেখানে আসতে আমাকে লড়াই করে উঠতে হয়েছে!’’ অর্থাৎ, সোজা কথায় বললে, কলকাতায় তাঁর মতামত সম্পূর্ণভাবে কানে নেওয়া হয়নি, ছিলেন পার্শ্বচরিত্র। কিন্তু পাঞ্জাবে তিনিই মূল নায়ক। খেলোয়াড় হিসেবে অবদান রাখার পাশাপাশি নেতৃত্বে নিজের ভূমিকা দেখানোটাও যে তাঁর কাছে সমান জরুরি-বুঝিয়ে দিয়েছেন শ্রেয়স। কেকেআর যে সুযোগ দেয়নি, পাঞ্জাব সেটাই মেলে দিয়েছে। স্রেফ ব্যাট হাতে নন, ড্রেসিংরুমের প্রতিটি সিদ্ধান্তেও শ্রেয়স সামনের সারিতে।

ওমান বধে আত্মবিশ্বাসী ভারত, প্লেয়ারদের কৃতিত্ব দিয়ে ঐক্যের বার্তা জামিলের

তাজিকিস্তান, ৯ সেপ্টেম্বরঃ কাফা কাপের মঞ্চে ভারতীয় ফুটবলের জন্য এ যেন এক নতুন সূর্যোদয়। শক্তিশালী ইরানের বিরুদ্ধে হার, র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেকটা এগিয়ে থাকা ওমানের বিরুদ্ধে জয়। এই ওঠা-পড়ার মধ্যেই ফুটে উঠল খালিদ জামিলের কোচিং দর্শন। তিনি বলেন, ‘‘হেরে গেলে সব দোষ আমার, জিতলে কৃতিত্ব ছেলেদের’’। যদিও ভারতীয় ফুটবলের বহুদিনের খরা কাটানোর স্বপ্নের পথ হয়ত এখান থেকেই শুরু হল। ভারতীয় ফুটবলে দীর্ঘদিন পরে দেখা গেল এক কোচ মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে ‘হোল্ড’, ‘ম্যান অন’, ‘আপ, ‘ক্লিয়ার’ বলে নিরন্তর নির্দেশ দিচ্ছেন। খালিদের সেই ‘লাইভ গেম ম্যানেজমেন্ট’ যেন রণোবীর চেতনায় জ্বালিয়ে দিল ছাংতে-আনোয়ার-গুরপ্রীতদের। কাফা কাপে ভারতের পারফরম্যান্স একদিক দিয়ে হয়তো প্রথম দুইয়ে থাকা স্বপ্ন থেকে গেল, কিন্তু মানসিকতার দিক থেকে এই দল অনেকখানি এগিয়ে গেল। ওমান ম্যাচের পর খালিদ জামিল বলেন, ‘‘এই জয়ের সব কৃতিত্ব প্লেয়ারদের। তাদের মধ্যে বিশ্বাস ছিল। প্রত্যেকে খুব পরিশ্রম করেছে। আসল কথা হল, প্লেয়ারদের ঐক্য।’’ এই ঐক্যই যে ভারতের সবচেয়ে বড় সম্পদ হয়ে উঠেছে, সেটা ওমানের বিরুদ্ধে ম্যাচে চোখে পড়েছে। ৩-২ ব্যবধানে টাইব্রেকারে জয়ের নেপথ্যে যিনি প্রধান নায়ক, তিনি গুরপ্রীত সিং সান্ধু। ভারতের ফুটবল ইতিহাসে একাধিক ম্যাচে গুরপ্রীতের অবদান ছিল অমূল্য, আর কাফা কাপের এই ম্যাচ যেন তার সাম্প্রতিক প্রমাণ। গুরপ্রীত ম্যাচের পর সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ‘দিনের শেষে তো স্মৃতিই থেকে যায়। দল হিসেবে আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলেছি, আমরা কি শুধুই অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি? নাকি নিজেদের সেই পর্যায়ে নিয়ে যাব, যে স্মৃতিটা আমাদের সবার মনে থাকবে?’ এই প্রশ্নই দলকে অনুপ্রাণিত করেছে। দলের পারফরম্যান্সে ফুটে উঠেছে আত্মবিশ্বাস, একতার বল। আর খালিদ জামিল যেভাবে ফুটবলারদের মধ্যে মানসিক পরিবর্তন এনেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। সামনে এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব। তার আগে কাফা কাপে যে শিক্ষাগুলো পাওয়া গেল, সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে আরও উন্নতি করতে হবে। খালিদের পরিচালনায় একটা ভরসার জায়গা তৈরি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই ভরসা বাস্তব হয়ে উঠতে গেলে গোল করতে পারা স্ট্রাইকার দরকার, মিডফিল্ডে আরও বেশি করে বল কন্ট্রোল দরকার।

গোয়ার সঙ্গে গোল শূন্য ড্র বাগানের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ গত মরশুম স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কেটেছে গোষ্ঠ পাল সরণির ক্লাবের। তবে চলতি মরশুমের শুরুটা মোটেও ভাল হয়নি সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের। ডুরান্ডের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় নিতে হয়েছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের কাছে হেরে গিয়ে। পাশাপাশি জুনিয়র টিম নিয়ে খেলে কলকাতা লিগের সুপার সিক্সেও উঠতে পারেনি মোহনবাগান। তবে এই সব নিয়ে মোটেও হতাশ নন বাগান সমর্থকরা। তাঁদের পাখির চোখ এখন এসিএল-২। আন্তঃমহাদেশীয় এই প্রতিযোগিতায় মেরিনার্স অভিযান শুরু করবে ১৬ সেপ্টেম্বর। যুবভারতীতে মোলিনার ছাত্রদের প্রতিপক্ষ তুর্কমেনিস্তানের আহাল এফসি। ক্লাব কর্তৃপক্ষ এবার এসিএল-২-এ ভাল ফল করতে মরিয়া। গত কয়েক মরশুম ধরে একই দল ধরে রেখেছে মোহনবাগান। তাই দলের বোঝাপড়া আগে থেকেই তৈরি হয়ে রয়েছে। বেশ কয়েকদিন অনুশীলনের পর ফুটবলারদের ফিটনেসও তৈরি হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি ব্রাজিলের রবসন রবিনহোর অন্তর্ভুক্তিতে আক্রমণ ভাগের শক্তিও বেড়েছে। মঙ্গলবার এসিএল-২-এর প্রস্তুতির লক্ষ্যে এফিস গোয়ার বিরুদ্ধে অনুশীলন ম্যাচ খেলতে নেমেছিল মোহনবাগান। এফসি গোয়াও এসিএল-২ খেলবে। দুই দলই এদিন নিজেদের ঝালিয়ে নিতে কলকাতার কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মুখোমুখি হয়েছিল ক্লোজড ডোর ম্যাচে। তবে ম্যাচে কোনও পক্ষই গোল করতে পারেনি। আসলে কোনও দলই এদিন মরিয়া হয়ে ওঠেনি সম্ভবত চোট-আঘাতের ভয়ে। এদিন মোহনবাগানের গোলরক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন বিশাল কাইথ। এছাড়া প্রথম একাদশে চার ডিফেন্ডার হিসাবে ছিলেন মেহতাব সিং, টম অলড্রেড, অভিষেক সিং ও আশিস রাই। মাঝমাঠে ছিলেন আপুইয়া, দীপক টাংরি, লিস্টন কোলাসো ও কিয়ান নাসিরি। চার মিডফিল্ডারের উপরে ‘নম্বর টেন’ হিসাবে ছিলেন সাহাল আবদুল সামাদ ও একমাত্র স্ট্রাইকার হিসাবে জেসন কামিংস। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে (৭০ মিনিট) বেশ কিছু পরিবর্তন আনেন বাগান চাণক্য হোসে মোলিনা। সাহাল, টাংরি ও অভিষেকের পরিবর্তে মাঠে নামেন সুহেল ভাট, অভিষেক সূর্যবংশী ও শুভাশিস বোস। বাগান অধিনায়ক শুভাশিস দীর্ঘদিন পর এদিন মাঠে নামলেন। ৮০ মিনিটে লিস্টনের পরিবর্তে রবসন, কামিংসের পরিবর্তে ম্যাকলরেন ও সুহেলের জায়গায় নামানো হয় পেত্রাতোসকে। নেমেই একটি সুযোগ পেয়েছিলেন রবসন। যদিও তাঁর জোরাল শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

অর্শদীপের ফিটনেস নিয়ে উদ্বিগ্ন ভরত অরুণ, বুমরাহকে দেখতে চান প্রতিটি ম্যাচে

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ হিসাবে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে ভারতের প্রাক্তন পেসার ভরত অরুণের। পাশাপশি আইপিএলেও তাঁকে বোলিং কোচ হিসাবে দেখা গিয়েছে। এদিকে আগামীকাল (বুধবার) থেকে ভারত তাদের এশিয়া কাপের অভিযান শুরু করবে। তার আগে ভরত অরুণ নিজের উদ্বেগ প্রকাশ করলেন টিম ইন্ডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পেসার অর্শদীপ সিংয়ের ফিটনেস সম্পর্কে। সেই সঙ্গে তিনি জসপ্রীত বুমরাহর ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নিয়েও নিজের মতামত জানিয়েছেন। ভরত অরুণ জানিয়েছেন, আসন্ন এশিয়া কাপে টিম ইন্ডিয়ার সাফল্য মূলত নির্ভর করবে ফাস্ট বোলার অর্শদীপ সিং কত দ্রুত তাঁর ছন্দ ফিরে পান এবং জসপ্রীত বুমরাহ বিশ্রাম না নিয়ে কত ম্যাচ খেলেন তার উপর। অরুণ বলেন, ‘‘অর্শদীপ ইংল্যান্ডে অনুশীলন সেশনে যথেষ্ট বোলিং করলেও দীর্ঘদিন ধরে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে বোলিং থেকে দূরে রয়েছেন।’’ তবে, তিনি সম্প্রতি উত্তরাঞ্চলের হয়ে একটি দলীপ ট্রফি ম্যাচ খেলেছেন। জাতীয় দলের এই প্রাক্তন বোলিং কোচ বলেন, ‘‘আমরা সবাই জানি আর্শদীপ কী করতে পারে। ইংল্যান্ডে ও অবশ্যই অনেক বোলিং করেছে, কিন্তু ম্যাচ অনুশীলনের দিক থেকে সে একটু পিছিয়ে। অনুশীলন সেশনে যতই বল করুক না কেন, আসল ছন্দ ম্যাচ থেকেই আসে। আর্শদীপের জন্য দ্রুত তার ছন্দ খুঁজে বের করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ।’’ সেই সঙ্গে অরুণ বলেছেন, ‘‘তিন সপ্তাহে ছয়টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে বুমরাহর কোনও সমস্যা হওয়া উচিত নয়, এবং তাঁর বিশ্রামেরও প্রয়োজন নেই।’’ তিনি বলেন, ‘‘আমি জসপ্রীতকে সব ম্যাচে দেখতে চাই। তবে এই সিদ্ধান্ত তার। আমার মতে, এই টুর্নামেন্টের ফরম্যাট বিবেচনা করে তার কোনও বিশ্রামের প্রয়োজন নেই।’’ আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে ফাস্ট বোলার হর্ষিত রাণার পথপ্রদর্শক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন ভরত অরুণ। তিনি এই তরুণ পেসারের প্রশংসা করেছেন, কিন্তু একই সঙ্গে বলেছেন, হর্ষিতকে ধারাবাহিকতা অর্জন করতে হবে। অরুণ বলেন, ‘‘টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে হর্ষিত খুবই চিত্তাকর্ষক। সে দুর্দান্তভাবে ধীরগতির বল ব্যবহার করে, ইয়র্কার বোলিং করতে সক্ষম এবং নতুন বল সুইং করতেও সক্ষম। তবে তাকে ধারাবাহিকতার উপর কাজ করতে হবে।’’ অরুণ ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজে প্লেয়িং ইলেভেনে জায়গা না পাওয়া কুলদীপ যাদবকে নিয়েও আশাবাদী। তিনি বলেন, ‘‘কুলদীপ বোলার হিসাবে অনেক উন্নতি করেছে। ইংল্যান্ডে সুযোগ পায়নি, কিন্তু সে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম করেছে। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে তার অভিজ্ঞতা এবং ভাল রেকর্ডও রয়েছে। আমি আশা করি সে এশিয়া কাপে প্রভাব ফেলবে।’’ এবার ভারতের স্পিন বিভাগে তিনটি বড় বিকল্প রয়েছে। স্পিনরদের মধ্যে রয়েছেন কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল এবং বরুণ চক্রবর্তী। অরুণের মতে, তাঁদের কাউকে বাদ দেওয়া কঠিন হবে। তিনি বলেন, ‘‘টি-টোয়েন্টিতে বরুণ একজন ম্যাচ উইনার। কুলদীপের নিজস্ব বিশেষত্ব রয়েছে। অক্ষর ব্যাট এবং বল উভয় ক্ষেত্রেই অবদান রাখতে পারে। আমার মনে হয় তিনজনকেই একসঙ্গে খেলানো দলের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত হবে।’’

সুপার কাপে আইলিগের একাধিক দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ফেডারেশন, নিশ্চিত কারা?

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বরঃ এই বছরের শেষেই সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে চুক্তি শেষ হতে চলেছে এফএসডিএলের। নয়া চুক্তি নিয়ে এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি কোনও কিছু। একটা সময় ইন্ডিয়ান সুপার লিগের আয়োজন ঘিরে ব্যাপক ধোঁয়াশা দেখা দিলে তখন দল গঠনে কিছুটা ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করেছিল ক্লাব গুলি। এমনকি পরবর্তীতে ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপ থেকে ও নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিল কেরালা ব্লাস্টার্স থেকে শুরু করে ওড়িশা এফসি ও এফসি গোয়ার মতো দল গুলি। তবে অচলাবস্থা কাটাতে পরবর্তীতে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের সমস্ত দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে। সেখানে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের কথা মৌখিকভাবে জানিয়েছিলেন তিনি। সেই শর্তেই বর্তমানে দেশের সর্বভারতীয় কাপ টুর্নামেন্ট তথা কলিঙ্গ সুপার কাপে অংশ নিতে আগ্রহ দেখিয়েছিল দেশের প্রথম সারির প্রত্যেকটি ফুটবল ক্লাব। জানা

গিয়েছিল সব ঠিকঠাক থাকলে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকেই হয়তো শুরু হয়ে যাবে সুপার কাপ। সেই কথা মাথায় রেখেই ফের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল ক্লাব গুলি। তবে নয়া তথ্য অনুযায়ী বদলেছে সেই সময়। গত কয়েকদিন আগেই জানা গিয়েছিল যে দেশের প্রত্যেকটি প্রথম সারির ফুটবল ক্লাবগুলির সঙ্গে ভার্চুয়ালি আলোচনা করেছিল এআইএফএফ। যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেপ্টেম্বরের বদলে অক্টোবরে সুপার কাপ খেলতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে দলগুলি। যারফলে সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী মাসের মাঝে মাঝে সময় থেকেই শুরু হতে পারে এই সর্বভারতীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট। আর আমি কয়েকদিনের মধ্যেই হয়তো স্পষ্ট হয়ে যাবে টুর্নামেন্টের সমস্ত কিছু। তবে শুধুমাত্র দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএল খেলা দলগুলি নয়, দ্বিতীয় ডিভিশন টুর্নামেন্ট তথা আইলিগ খেলা মোট ছয়টি দলকে নাকি অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। তবে এক্ষেত্রে গত আইলিগের প্রথম তিনে থাকা দলগুলি সরাসরি সুযোগ পাবে সুপার কাপে অংশগ্রহণ করার জন্য। সেই অনুযায়ী বারাণসীর ইন্টার কাশীর পাশাপাশি চার্চিল ব্রাদার্স এবং রিয়াল কাশ্মীর দলের এই টুর্নামেন্ট খেলার সুযোগ থাকছে প্রথম থেকেই। কিন্তু পরবর্তীতে যদি এই তিন ফুটবল দলের মধ্যে কোনও দল অংশগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করে কিংবা নাম প্রত্যাহার করে নেয় সে ক্ষেত্রে সুযোগ পাবে পরের ক্লাবগুলি।

ভুল শুধরে দ্রুত শেখা সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য বিশ্বকাপ। হরমনপ্রীত

রাজগীর, ৯ সেপ্টেম্বরঃ রবিবার এশিয় কাপ হকির ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৪-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। এর পর ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং বলেছেন, প্রতিটি ম্যাচের পর তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ এবং ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েই তাঁরা এশিয়া কাপে আট বছরের খেতাব খরার অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। মহাদেশীয় টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ফলে আগামী বছরের বিশ্বকাপে সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করেছে ভারত। এই প্রসঙ্গে হরমনপ্রীত বলেন, ‘‘আমরা অনেক দিন ধরে এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম এবং আজ আমরা তা অর্জন করেছি। আমি খুব খুশি। এখন আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য বিশ্বকাপ।’’ ভারতীয় দলের অধিনায়ক বলেন, ‘‘প্রতিটি ম্যাচ থেকে আমরা শিখি। আমি সবসময় বলেছি, প্রতিটি ম্যাচেই কিছু ভাল এবং কিছু খারাপ থাকে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আপনি কীভাবে সেই বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করেন এবং

কত দ্রুত সেগুলিতে কাজ করেন। একটি দল হিসাবে, আমরা ভাল রক্ষণ করেছি এবং স্কোরিংও দুর্দান্ত হয়েছে।’’ এশিয়া কাপের আগে এফআইএইচ প্রো লিগের ইউরোপীয় পর্বে ভারতের হতাশাজনক পারফরম্যান্স ছিল। টানা সাতটি পরাজয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছিল ক্রেগ ফুলটনের ছাত্রদের এবং আটটি ম্যাচে ২৬টি গোল হজম করতে হয়েছিল ভারতকে। কিন্তু গোটা এশিয়া কাপ জুড়ে ভারতের পারফরম্যান্স ছিল অসাধারণ। ভারত সাতটি ম্যাচে মাত্র নয়টি গোল হজম করে এবং ৩৯টি গোল করেছিল। হরমনপ্রীত বলেন, ‘‘গত কয়েকটি ম্যাচে আমরা আমাদের প্রতিপক্ষদের কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপহার দিয়েছি এবং তাই আমাদের ফলাফল দুর্দান্ত। ফরোয়ার্ডদের কৃতিত্ব দিতে চাই কারণ, তারা সুযোগগুলিকে গোলে রূপান্তরিত করছে। আমরা এই ধারা অব্যাহত রাখতে চাই।’’ হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি এবং প্রাক্তন জাতীয় অধিনায়ক দিলীপ তিরকি বলেন, ‘‘এটি সমগ্র দেশের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত। আশা করি এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হকি খেলোয়াড়দের জন্য অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করবে।

৯ গোলের থ্রিলারে শেষ মুহূর্তে ইসরায়েলকে হারাল ইতালি

ম্যাচের শুরুর দিকে আত্মঘাতী হলেন মানুয়েল লোকাতেল্লি। পরে আরেকবার পিছিয়ে পড়ল ইতালি। দুবারই ঘুরে দাঁড়িয়ে এক পর্যায়ে দুই গোলে এগিয়েও গেল তারা। কিন্তু ইসরায়েলও কম যায় না, সঙ্গে ইতালিয়ানদের আরেকটি আত্মঘাতী গোলে উত্তেজনার চূড়া স্পর্শ করল লড়াই। শেষ পর্যন্ত যোগ করা সময়ের গোলে স্বস্তির জয়ে হাফ ছাড়ল চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

দেব্রেসেন (হাঙ্গেরি), ৯ সেপ্টেম্বরঃ টানা তৃতীয়বারের মতো বিশ্বকাপের মূল পর্বে উত্তীর্ণ না হতে পারার আশঙ্কায় আছে ইতালি। এখন বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্রতিটি ম্যাচই তাদের জন্য বাঁচামরার। এমন পরিস্থিতিতে ইসরায়েলের বিপক্ষে খেলতে নেমে প্রায় পয়েন্ট হারাতে বসেছিল ‘আজ্জুরি’রা। তবে উত্থান-পতনের নাটকীয় এক লড়াইয়ের পর শেষ মুহূর্তের গোলে ইসরায়েলের বিপক্ষে ৫-৪ গোলের রুদ্ধশ্বাস এক জয় পেয়েছে ইতালি। ৯ গোলের এই ম্যাচে অবশ্য ৭ গোলই করেছে ইতালি, যার মধ্যে আছে ২টি আত্মঘাতী গোলও! গতকাল রাতে ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ‘আই’ গ্রুপের ম্যাচে ইতালির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলেছে ইসরায়েল। এই ম্যাচে ইতালি ৫৪ শতাংশ বলের দখল রেখে ১৭টি শট নিয়ে ৭টি পোস্টে রাখতে পেরেছে। অন্যদিকে ৪৬ শতাংশ বলের দখল রাখা ইসরায়েলের ১১টি শটের মধ্যে পোস্টে ছিল ৭টি। তবে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর শেষ হাসিটা চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইতালিই হেসেছে। হাঙ্গেরির দেব্রেসেনে ম্যাচের ১৬ মিনিটে ইতালি মিডফিল্ডার ম্যানুয়েল লোকাতেল্লির আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় ইসরায়েল। প্রথমার্ধের ৪০ মিনিটেই অবশ্য ম্যাচে সমতা ফেরান ইতালি ফরোয়ার্ড ময়জে কিন। ৫২ মিনিটে আবার লিড নেয় ইসরায়েল। এবার গোল করেন মিডফিল্ডার দোর পেরেজ। যদিও এই লিড ২ মিনিটের বেশি ধরে রাখতে

পারেনি তারা। কিনের গোলেই ম্যাচের ৫৪ মিনিটে ব্যবধান ২-২ করে ইতালি। ৫৮ মিনিটে মাতেও পলিতানোর গোলে ম্যাচে প্রথমবারের মতো লিড নেয় ইতালি। ৮১ মিনিটে গিয়াকোমো রাসপাদোরির গোলে এই ব্যবধান ৪-২ করে ইতালি। কিন্তু এরপরই বদলে যায় দৃশ্যপট। ৮৭ মিনিটে ইতালির আলেসান্দ্রো বাস্তোনির আত্মঘাতী গোলে ব্যবধান কমায় ইসরায়েল। তবে ২ মিনিট পরে পেরেজের দ্বিতীয় গোলে ম্যাচে সমতা ফেরায় ইসরায়েল। কিন্তু নাটকীয়তা তখনো বাকি। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে উত্তেজনা বাড়িয়ে গোল করেন ইতালি মিডফিল্ডার সান্দ্রো তোনালি। এই গোলই মূলত ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। ৫-৪ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ইতালি। এই জয়ে ৪ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার দুইয়ে উঠে এসেছে ইতালি। ইসরায়েলের পয়েন্টও ইতালির সমান ৯, কিন্তু তারা একটি ম্যাচ বেশি খেলেছে। অন্য দিকে ৪ ম্যাচের ৪টিতেই জিতে শীর্ষে থাকা নরওয়ের পয়েন্ট ১২। এই গ্রুপে শুধু শীর্ষ দলই সরাসরি বিশ্বকাপে যাবে। রানার্সআপদের লড়তে হবে প্লে-অফে। ফলে ইতালির ঝুঁকি এখনো কাটেনি। ম্যাচ শেষে ইতালির কোচ জেনারো গাত্তুসো বলেছেন, ‘‘জয়টা আমাদের জন্য খুব দরকার ছিল, সেটা পেয়েছি। তবে আমরা বেশ বোকামি করেছি, অদ্ভুত সব গোল খেয়েছি। এই সমস্যা ঠিক করতে হবে।’’ আগামী ১১ অক্টোবর এস্তোনিয়ার মাঠে খেলবে ইতালি। ১৪ অক্টোবর ঘরের মাঠে ইসরায়েলের মুখোমুখি হবে তারা। এরপর ১৩ নভেম্বর খেলবে মলদোভার বিপক্ষে। সবশেষে ১৬ নভেম্বর নরওয়ের বিপক্ষে হতে পারে গ্রুপের ভাগ্য নির্ধারণী ম্যাচ। রাতের অন্য ম্যাচে মন্টেনেগ্রোকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে গ্রুপ ‘এল’-এর শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছে ক্রোয়েশিয়া। ৪ ম্যাচের প্রতিটিতে জিতে ক্রোয়েশিয়ার পয়েন্ট এখন ১২। দ্বিতীয় চেক প্রজাতন্ত্রের পয়েন্টও ১২। কিন্তু তারা এক ম্যাচ বেশি খেলেছে। তবে গ্রুপ ‘বি’-এর ম্যাচে কসোভোর কাছে ২-০ গোলে হেরে গেছে সুইডেন। ২ ম্যাচে সুইডেনের পয়েন্ট মাত্র ১। এই গ্রুপে ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে সুইজারল্যান্ড। আর ২ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে কসোভো।

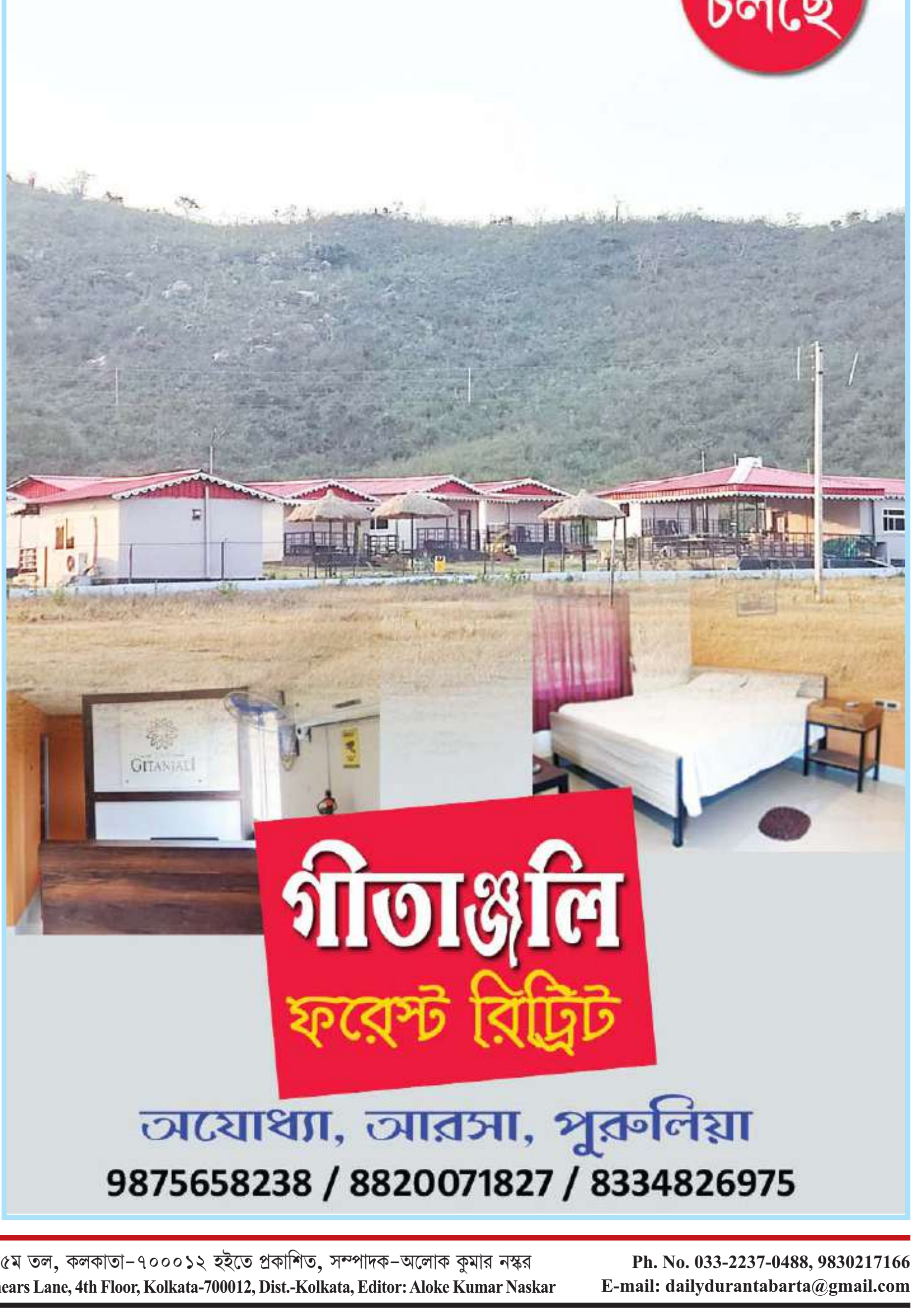

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com